যা কিছু আন্দোলন সম্পর্কীয়

কেন আন্দোলন গড়ে তোলা
গভীর পরিবর্তন
তৈরি করে

crea

শ্রীলতা বাটলিওয়ালা

crea

CREA-র সামাজিক রূপান্তরের জন্য নারীবাদী নেতৃত্ব সিরিজের প্রাইমার ২

আন্দোলন মানে সর্বদাই ক্ষমতার কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করা

সূচীপত্র

যা কিছু আন্দোলন সম্পর্কীয়

ভূমিকা ৪

আন্দোলন কী? ১২

আন্দোলনগুলি কেন গুরুত্বপূর্ণ? ২০

নারীবাদী আন্দোলন কী? ৩৪

আন্দোলনগুলি কীভাবে শুরু হয়? ৫৬

আন্দোলনগুলি কীভাবে গড়ে ওঠে? ৬৮

অনলাইন আন্দোলন কীভাবে আলাদা? ৮৮

আমরা আন্দোলনগুলির মূল্যায়ন কীভাবে করব? ৯৮

আন্দোলনকে বুঝতে পারা

বৈষম্য ও অবিচার নির্মূল করার সবচেয়ে ভালো উপায় হলো যখন নিপীড়িত মানুষেরা শক্তিশালী আন্দোলনগুলি গড়ে তোলেন যা ক্ষমতার কাঠামোর স্থানান্তর ঘটায়।

যা কিছু ক্ষমতা সম্পর্কীয় (অল অ্যাবাউট পাওয়ার)[1] প্রাইমারে আমরা দেখেছি অর্থনৈতিক বা সামাজিক ক্ষমতা, লিঙ্গ, বর্ণ, ধর্ম, জাতীয়তা, যৌনতা এবং যোগ্যতা বা সক্ষমতার উপর ভিত্তি করে কীভাবে সমস্ত ধরণের ক্ষমতার কাঠামো আমাদের সমাজগুলিতে আধিপত্য বিস্তার করে। আমরা ক্ষমতার 'তিনটি মুখ' পরীক্ষা করেছি:

দৃশ্যমান ক্ষমতা

যা আমরা সকলেই দেখতে পাই এবং শনাক্ত করতে পারি যে তা আমাদের উপরে কীভাবে কাজ করে

লুকানো ক্ষমতা

যেভাবে কিছু নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা সত্তা পর্দার আড়াল থেকে ক্ষমতা প্রয়োগ করে এবং আমাদের বেশিরভাগের কাছে যারা স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হয় না

অদৃশ্য ক্ষমতা

আমাদের অজান্তেই যা আমাদের উপর কাজ করে কোনটা 'স্বাভাবিক' আর কোনটা 'সহজাত' সেই বিষয়ে আমাদের চিন্তাভাবনা ও বিশ্বাসগুলির উপর প্রভাব ফেলে

আমরা আরও দেখেছি যে ক্ষমতা তিনটি জায়গায় কাজ করে

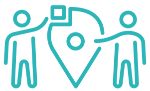

জন পরিসরে

যেমন আমাদের সরকার, বিচার বিভাগ, পুলিশ এবং সশস্ত্র বাহিনী

ব্যক্তিগত পরিসরে

যেমন পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পর্ক, গোত্র, বর্ণ এবং উপজাতি

ঘনিষ্ঠ পরিসরে

যা আমাদের অভ্যন্তরে থাকে এবং যা আমাদের ভাবমূর্তি, আত্মবিশ্বাস এবং আত্মসম্মান বিষয়ক

[1] S.Batliwala, *'All About Power: Understanding Social Power & Power Structures'*, New Delhi, CREA, Apr 2019; https://reconference.creaworld.org/all-about-power/

যা কিছু ক্ষমতা সম্পর্কীয় (অল অ্যাবাউট পাওয়ার) প্রাইমার বিশদ বিশ্লেষণ করেছে কীভাবে ক্ষমতার কাঠামোগুলি শুধুমাত্র অর্থ এবং জমির মতন বস্তু সম্পদের উপর বৃহত্তর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই টিঁকে থাকে না এগুলি তথ্য ও জ্ঞান, মানব সম্পদ (মানুষের দেহ ও শ্রমের উপর নিয়ন্ত্রণ)এবং প্রভাব, যোগাযোগ এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলির মতো 'অধরা সম্পদের' উপর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে দিয়েও গড়ে ওঠে ও টিঁকে থাকে। ক্ষমতার কাঠামো টিঁকে থাকে প্রাথমিকভাবে তাদের মধ্যে থাকা বৈষম্যেকে ন্যায্য বলে মেনে নেয় এমন মতাদর্শ তৈরি ও প্রচার-প্রসারের মাধ্যমে এবং এইভাবে যারা সবচেয়ে বেশি বৈষম্যের শিকার ও প্রান্তিক, এরমধ্যে তাদের অংশগ্রহণ অর্জন করে। অসাম্য এবং অবিচারগুলির মূলে রয়েছে ক্ষমতার এই কাঠামোগুলি যা আমরা, সামাজকর্মী হিসাবে, পরিবর্তনের চেষ্টা করছি।

আমরা যা কিছু ক্ষমতা সম্পর্কীয়-তে *(অল অ্যাবাউট পাওয়ার-এ)* যা আলোচনা করিনি, তা হলো **কীভাবে** ক্ষমতার কাঠামোগুলিকে পরিবর্তন করা যায়। **কীভাবে** আমরা ক্ষমতার স্থানান্তর করতে পারি যাতে প্রান্তিক মানুষ তাদের পূর্ণ মানবাধিকার অর্জন করতে পারেন এবং সসম্মানে সাম্যের মধ্যে এমন এক জীবন বাঁচতে পারেন যা বৈষম্য ও হিংসা মুক্ত? এই প্রাইমারের বিষয় এটিই - কেন আন্দোলনগুলি ক্ষমতার কাঠামোগুলি পরিবর্তন করার সবচেয়ে কার্যকর উপায়, এবং কীভাবে আন্দোলন গড়ে তোলা যায়!

ইতিহাস আমাদের শিক্ষা দেয় যে বৈষম্য এবং অন্যায়কে নির্মূল করার সবচেয়ে ভালো উপায় হলো যখন নিপীড়িত মানুষেরা শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলেন যা ক্ষমতার কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করে এবং স্থানান্তরিত করে। এই আন্দোলনগুলি আমাদের দেখিয়েছে যে তাদের সম্মিলিত ক্ষমতা এবং কার্যক্রম ছাড়া পরিবর্তন হত না – ভেবে দেখুন বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে, বিদেশী শক্তিদের দ্বারা আমাদের দেশগুলির নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে, রাজতন্ত্র এবং সামরিক স্বৈরশাসকদের বিরুদ্ধে অথবা দাসপ্রথা ও চুক্তিশ্রমের বিরুদ্ধে সেই সব লড়াইয়ের কথা।

আজকের প্রেক্ষাপটে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আরও আরও বেশি সংখ্যক সমাজকর্মী এবং এন.জি.ও.গুলি আন্দোলন গড়ে না তুলে বরং 'প্রজেক্ট' করতে এবং পরিষেবা সরবরাহের সঙ্গে জড়িত। তারা অন্যায়ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের সম্মিলিত বহুস্বর এবং ক্ষমতাকে সচল না করে ও গড়ে না তুলে বরং ‘বেনিফিশিয়ারি’(সুবিধাভোগী) ও ‘টার্গেট গ্রুপ’-এর জন্য কাজ করে। আজ আমাদের কাছে একাধিক প্রকল্প রয়েছে যা সেইসব মানুষদের অর্থ-সংগ্রহের সংস্থান, বিভিন্ন পরিষেবা এবং এমনকি আইনী সহায়তা দেওয়ারও ব্যবস্থা করে যারা দারিদ্র্য, হিংসা, বেকারত্ব, অনিশ্চিত জীবিকা ও উপার্জনের মধ্যেই বাস করেন, যাদের প্রাথমিক পরিষেবাসমূহ যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জল এবং পরিচ্ছন্ন শৌচব্যবস্থা পাওয়ার ক্ষেত্রেই অভাব রয়েছে, যারা সামাজিকভাবে বাদ পড়ে যান ও যাদের বিষয়ে ছুঁৎমার্গ কাজ করে তাদের পরিচয়, পেশা, অবস্থান, যৌন অভিব্যক্তি বা সক্ষমতা/অক্ষমতার কারণে। এবং এই প্রকল্পগুলি আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে, যাদের জন্য এই প্রকল্পগুলি তাদের হাতে নয় – সুতরাং তারা বাইরের মানুষ ও তাদের নেতৃত্বের উপর নির্ভরশীল, পরিবর্তন হলে যারা সবচেয়ে বেশি লাভবান হবেন তাদের উপর নয়!

যদিও এগুলি গুরুতর বিষয় ও সমস্যা এবং অবশ্যই এগুলি মোকাবিলা করতে হবে, এই পদ্ধতিগুলির সমস্যা হলো তারা অন্যায়ের লক্ষণগুলি নিয়ে কাজ করে – মার খেয়ে বিধ্বস্ত মহিলা বা ধর্ষিতা মহিলা (রেপ সার্ভাইভার), নিরক্ষর প্রাপ্তবয়স্করা, কন্যাশিশুদের মৃত্যুহার বা অপুষ্টি, গৃহস্থালির স্বল্প আয়ের মাত্রা, জল বা শৌচাগারের অভাব ইত্যাদি। কিন্তু তারা সমস্যার মূলগুলি মোকাবিলা করে না: সামাজিক নিয়মাবলী এবং মনোভাব যা পুরুষকে নারীর প্রতি হিংসাত্মক আচরণের দিকে ঠেলে দেয়, দারিদ্র্য যা প্রান্তিক শিশুদের স্কুল থেকে দূরে রাখে বা তাদের স্কুল ছাড়তে বাধ্য করে, কেন ছেলেদের চেয়ে বেশি মেয়ে অপুষ্টিতে ভোগে, অথবা কেন লক্ষ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান বা নিশ্চিত আয়ের অভাব রয়েছে।

যা কিছু ক্ষমতা সম্পর্কীয় (অল অ্যাবাউট পাওয়ার)-তে, আমরা ব্যাখ্যা করেছি কীভাবে অন্যায্য ক্ষমতার কাঠামো বেঁচে থাকে এবং নিজেকে সুরক্ষিত রাখে: সম্পদের উপর অসম নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে, সেইসব মতাদর্শের মাধ্যমে যা এইসব অসাম্য ও সামাজিক নিয়মনীতিগুলিকে যা প্রতিদিন অন্যায়ের জন্ম দেয় সেগুলিকে ন্যায্য বলে, এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের একটা বিস্তীর্ণ পরিসরের মাধ্যমে যা ক্ষমতাশালীদের স্বার্থ রক্ষা করে এবং অন্যদের প্রান্তিক করে তোলে। আমাদের বেশিরভাগ উন্নয়ন এবং মহিলাদের ক্ষমতায়ন 'প্রকল্পগুলি' ক্ষমতার এই গভীর শিকড়গুলির মোকাবেলা করছে না। সুতরাং যখন অর্থের যোগান (ফান্ডিং) শেষ হয়ে যায়, বা প্রকল্পটি শেষ হয়, তখন অন্যায়ের মূল কারণগুলি বেশিরভাগই প্রায় ছোঁয়াই হয় না, এবং তাদের শিকড় অক্ষত থাকে!

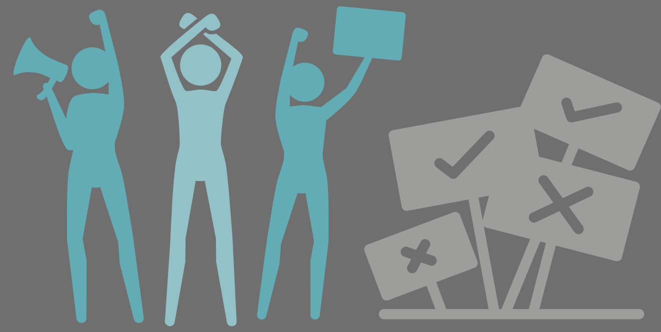

এই কারণেই আন্দোলনগুলি এবং আন্দোলন গড়ে তোলা এতো গুরুত্বপূর্ণ। আন্দোলন মানেই হল সর্বদা ক্ষমতার কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করা। এই প্রাইমারটি সাতটি মূল প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ব্যাখ্যা করে আন্দোলনগুলি কীভাবে এবং কেন গভীর পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়:

১. আন্দোলন কী?

২. আন্দোলনগুলি কেন গুরুত্বপূর্ণ?

৩. নারীবাদী আন্দোলন কী?

৪. আন্দোলনগুলি কীভাবে শুরু হয়?

৫. আন্দোলনগুলি কীভাবে গড়ে ওঠে?

৬. অনলাইন আন্দোলন কীভাবে আলাদা?

৭. আমরা আন্দোলনগুলির মূল্যায়ন কীভাবে করব?

১

আন্দোলন কী?

একটি আন্দোলন হলো কিছু মানুষের একটি গোষ্ঠী বিশেষ যেখানে সবাই একই ধরনের অন্যায়-অবিচারের অভিজ্ঞতার ভাগীদার - যারা সংগঠিত হন নিজেদের সম্মিলিত ক্ষমতা ও নেতৃত্ব গড়ে তোলার জন্য।

একটি আন্দোলন হলো একটি গোষ্ঠী বিশেষ যেখানে সবাই অবিচারের অভিজ্ঞতার ভাগীদার হয়, যারা সম্মিলিত ক্ষমতা এবং নেতৃত্ব গড়ে তুলতে সংগঠিত হয়, পরিবর্তনের জন্য সবাই মিলে একটি অ্যাজেন্ডা তৈরী করেন, যা তারা বেশ কিছুটা সময় ধরে কিছুটা ধারাবাহিকতার সঙ্গে সম্মিলিত কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্পন্ন করার চেষ্টা করেন।

অবিচারের অভিজ্ঞতার ভাগীদার হওয়া

এর অর্থহলো, একটি আন্দোলন কোনও একটি অন্যায়ে **ক্ষতিগ্রস্ত** ব্যক্তিদের একত্রিত করে এ বং তারাই সেই আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠেন - তারা কোনও এনজিও প্রকল্প/কর্মসূচির সুবিধাভোগী (বেনিফিশিয়ারি) বা টার্গেট গোষ্ঠী নয় বা ক্ষতিগ্রস্ত বা কোনও সেবামূলক পরিষেবার গ্রাহকও নয়। এই ব্যক্তিরাই পরিবর্তনের জন্য সংগ্রামকে করেন কার ণ পরিস্থিতির পরিবর্তন হলে তাদের প্রাপ্তিই হবে সবচেয়ে বেশি ।

সম্মিলিত ক্ষমতা গড়ে তোলা

ব্যক্তি হিসাবে এমনকি ক্ষুদ্র, ছড়িয়ে -ছিটিয়ে থাকা গোষ্ঠী হিসাবেও নিজেদের পরিস্থিতি পরিবর্তন করা বা ক্ষমতার কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করা মানুষের পক্ষে খুব কঠিন। **তাদের নিজেদের সম্মিলিত** ক্ষমতা গড়ে তুলতেই হবে যাত

তারা পরিবর্তনের জন্যে একটি কার্যকর শক্তি হয়ে ওঠে যা উপেক্ষা করা যায় না বা সহজে দমন করা যায় না। যে কারণে আন্দোলনগুলি কোনও সঠিক কাঠামোর মধ্যে ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কে সংগঠিত করে - আনুষ্ঠানিকভাবে বা অনানুষ্ঠানিকভাবে (নেটওয়ার্ক, ইউনিয়ন, ফেডারেশন, সদস্য সংগঠন, 'সংঘ', 'সমুহ' ইত্যাদির মাধ্যমে)। সদস্যদের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ হওয়ার জন্য, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে, তারা যে অবিচারগুলির মুখোমুখি হচ্ছে তার মূল কারণগুলি বিশ্লেষণ করতে, পরিবর্তনের অ্যাজেন্ডা তৈরি করতে, নেতৃত্ব তৈরি করতে এবং কৌশলের পরিকল্পনা করার জন্য এগুলি গুরুত্বপূর্ণ।

একাধিক স্তরে নেতৃত্ব

নিজেদের সংগঠিত করার প্রক্রিয়া, সম্মিলিতভাবে তাদের বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা এ বং পরিবর্তনের অ্যাজেন্ডা গঠনের মাধ্যমে আন্দোলনের মধ্যে থেকেও নেতৃত্ব তৈরি করে। **শক্তিশালী আন্দোলন** নেতৃত্বের **একাধিক স্তর তৈরি করে**, বিশেষত যদি তাদের একটি বিরাট সদস্যসংখ্যা থাকে এবং তারা প্রায়শই নেতৃত্বের সম্মিলিত রূপ নিয়ে পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে থাকেন যাতে কিছুলোক আন্দোলনে আধিপত্য বিস্তার করতে না পারে। মূল বক্তব্যটি হলো আন্দোলনগুলি শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ নেতৃত্ব তৈরি করে এবং বাইরের নেতাদের উপর নির্ভরশীল থাকে না, যদিও বাইরের নেতারা আন্দোলনেরপ্রাথমিক পর্যায়ে আন্দোলন গড়ে তুলতে ভূমিকা নিতে পারে ।

পরিবর্তনের জন্য ভাগ করে নেওয়া অ্যাজেন্ডা

একটি আন্দোলনের সম্মিলিত বিশ্লেষণ থাকে – যে অবিচারগুলি মোকাবেলা করতে চায়, তার মূল কারণগুলি, বেশ কিছুলক্ষ্য এবং অগ্রাধিকারের, যে পরিবর্তন চাইছে তার একটি স্পষ্ট চেহারা এবং সেইসব কৌশল যার মাধ্যমে তা অর্জনের চেষ্টা করবে – সেগুলি সম্বন্ধে। এটি কাদের জোটসঙ্গী, কাদের বিরোধী হিসেবে দেখছে এবং কারা পরিবর্তনের লক্ষ্য তা চিহ্নিত করে – সেগুলি সরকারী সংস্থা বা নীতি, অন্যান্য সামাজিক গোষ্ঠী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বা বৃহত্তর সমাজ যাই হোক না কেন। এই সমস্তগুলি একত্রিত হয়ে যা গঠিত হয় তাকে আন্দোলনের রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা বলে। আমরা এটিকে **রাজনৈতিক** অ্যাজেন্ডা বলি, এরজন্য নয় যে এটি রাজনৈতিক দল বা নির্বাচন বিষয়ক, **কারণ এটি রাজনৈতিক শব্দের আসল অর্থ বিষয়ক: ক্ষমতার কাঠামো পরিবর্তন করা।** আন্দোলনগুলি কেবল আন্দোলনের সদস্যদের সম্পদের (রিসোর্স) সংস্থান বা পরিষেবা প্রদান করার জন্যই হয় না, আন্দোলনগুলির আসল উদ্দেশ্য হল ক্ষমতার সেইসব ব্যবস্থাপনাগুলিতে পরিবর্তন করা যেগুলি অন্যায় তৈরী করে। এই অ্যাজেন্ডাগুলি স্থির নয়। একটি আন্দোলনের রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা সময়ের সাথে সাথে কার্যক্রম ও গভীর বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিবর্তিত হয়, এবং তার ক্ষমতার কাঠামোগুলিকে বোঝা এবং পরিবর্তনের কৌশলগুলি অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শানিত হয়ে ওঠে।

সম্মিলিত কার্যক্রম

এটি আন্দোলনের মূল বৈশিষ্ট্য - তাদের লক্ষ্যের খোঁজে এবং রাজনৈতিক কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আন্দোলনের সদস্যদের কার্যক্রম। **আমরা প্রায়শই আন্দোলনের** কার্যক্রমগুলিকে **দ্বন্দ্বমূলক বলে মনে করি**- যখন আমরা 'আন্দোলন' শব্দটি শুনি, তখন যে চিত্রগুলি মনে আসে তা হলো পদযাত্রা-মিছিল, প্রতিবাদ এবং সমাবেশ। তবে প্রকৃতপক্ষে, আন্দোলনগুলি তাদের 'টার্গেট গ্রুপ'গুলিকে বিভিন্নভাবে যুক্ত করে নেয়, যেমন সমর্থনমূলক প্রচার, সামাজিক মাধ্যমে (সোশ্যাল মিডিয়া) প্রচার, জনশিক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে। মজার বিষয় হল, আন্দোলনগুলি কখনও কখনও পরিবর্তন প্রক্রিয়াতে তাদের নিজস্ব সম্প্রদায়গুলিকেও 'টার্গেট' করে নেয়। উদাহরণস্বরূপ, অনেক নারী আন্দোলন তাদের পরিবার বা সম্প্রদায়ের মধ্যেই পুরুষ এবং ছেলেদের দৃষ্টি ভঙ্গি পরিবর্তনের দিকে মনোনিবেশ করে এবং এখান থেকেই তাদের সম্মিলিত কার্যক্রম অনেক সময় শুরু হয়।

সময়ের সঙ্গে বজায় রাখা

ধারাবাহিকতা

যেহেতু আন্দোলন গভীরে শিকড় ছড়ানো অন্যায়গুলিকে নিয়ে কাজ করে, তারা জানে যে **পরিবর্তন আসতে সময় লাগবে**, এবং এই আন্দোলনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য আরও দীর্ঘ সময় লাগবে। সুতরাং, আন্দোলনগুলি কেবল একটি স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থান বা স্বল্প-মেয়াদী প্রচার অভিযান বা কার্যক্রম নয়, যেমন নারী দিবসের পদযাত্রা বা ওয়ান বিলিয়ন রাইজিং-এর সমাবেশ। অবশ্য, স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থানগুলি অনেক সময়েই দীর্ঘমেয়াদী আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছে, যেমন নেপালে রাজতন্ত্রবিরোধী বিক্ষোভ, ভারতে নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন বা বাংলাদেশে অ্যাসিড আক্রমণ ও মহিলাদের উপর যৌন নির্যাতনের কারণে নারীর প্রতি হিংসার বিরুদ্ধে আন্দোলন। এবং আন্দোলনগুলি কৌশল হিসাবে প্রচার অভিযানকে ব্যবহার করতে পারে – যেমন দক্ষিণ এশিয়া জুড়ে বহু আন্দোলন 'জেল ভরো'[2] বা 'রাস্তা রোকো'[3] প্রচার অভিযানকে ব্যবহার করেছিল সরকারি নীতি, নারীর প্রতি হিংসা বা বৈষম্যমূলক আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে।

[2] 'জেল ভরো' = প্রতিবাদের উপায় হিসাবে জেল ভরা বা প্রতিবাদ বা গ্রেফতারি বরন করো গিয়ে জেল ভরানো, অথবাএক ধরণের প্রতিবাদ হিসাবে গ্রেপ্তার হওয়া

[3] 'রাস্তা রোকো' = প্রতিবাদের উপায় হিসাবে রাস্তা বা অন্যান্য জন পরিসর অবরোধ করা

কোনও সম্মিলিত পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে একটি আন্দোলন হিসাবে বিবেচনা করার জন্য তার অবশ্যই এই **সমস্ত** ছয়টি মূল বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে: অবিচারের সম্মিলিত অভিজ্ঞতার ভাগীদার হওয়া একটি গোষ্ঠী, সদস্যপদের একটি সংগঠিত ভিত্তি, একাধিক স্তরে নিজেদের মধ্যে থেকে তৈরি হওয়া নেতৃত্ব, একই রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডার শরিক হওয়া, সম্মিলিত কার্যক্রম এবং সময়ের সঙ্গে বজায় থাকা ধারাবাহিকতা।

এগুলোই একটি আন্দোলন গড়ে তোলে!

আন্দোলনের শক্তি হল অন্যায়ের মূলগুলির মোকাবিলায় ও তার সদস্যদের জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তন আনতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, যাদের এই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি লাভ তারাই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে থাকে।

তবে, বিশ্বজুড়ে অনেকগুলি সামাজিক ন্যায়বিচারের আন্দোলন রয়েছে যা লিঙ্গসাম্য বা মহিলাদের অধিকার সম্পর্কে চিন্তিত না হলেও তাদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যগুলি রয়েছে। সুতরাং একটি আন্দোলন কীভাবে নারীবাদী হয়ে ওঠে তা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ।

২

আন্দোলনগুলি কেন গুরুত্বপূর্ণ?

অন্যায় ক্ষমতার কাঠামোর দ্বারা সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা যখন নিজেদের সংগঠিত করেন, তখন প্রভাব আরও গভীর, বিরাট ও দীর্ঘমেয়াদী হয়।

মূলগতভাবে, সমস্ত সামাজিক পরিবর্তন এবং উন্নয়নমূলক কাজকর্ম ক্ষমতা স্থানান্তকরণ এবং তার কাঠামোগুলি পরিবর্তন বিষয়ক হয়। ক্ষমতা দৃশ্যমান, লুকানো এবং অদৃশ্য উপায়ে কাজ করে, কেবল জন পরিসরে এবং ব্যক্তিগত পরিসরেই নয়, আমাদের নিজের মধ্যেও। বিভিন্ন ধরণের সম্পদগুলি পাওয়া এবং সেগুলি নিয়ন্ত্রণের উপরেই ক্ষমতার ভিত্তি গড়ে ওঠে, এবং আদর্শ তৈরি করার মাধ্যমে ক্ষমতার কাঠামো বেঁচে থাকে। এই মতাদর্শগুলি সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি দ্বারা সামাজিক রীতিতে পরিবর্তিত হয়, যেভাবে আমরা আমাদের নিজস্ব জীবন এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই পক্ষপাতিত্ব এবং বৈষম্য পুনরুৎপাদন করি তার মধ্যে দিয়ে। গভীর, দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তনের জন্য সম্পদ, আইন ও নীতিগুলির বন্টন ও নিয়ন্ত্রন আমরা কীভাবে সামলাচ্ছি শুধুমাত্র তাই-ই দেখা প্রয়োজন এমন নয়, দেখা দরকার বৈষম্যমূলক সামাজিক রীতিনীতি এবং আমাদের নিজেদের মানসিকতাও আমরা কীভাবে সামলাচ্ছি।

আসুন একটি সাধারণ উদাহরণ দিয়ে এটা বুঝি। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিতে দরিদ্র মহিলাদের জন্য হাজার হাজার ঋণ প্রকল্প রয়েছে। তথ্য এও দেখাচ্ছে যে মহিলাদের জন্য ঋণ এবং আয়ের প্রকল্পগুলি তাদের টাকা এবং আয় দু'টিই পাওয়ার সুযোগ বাড়িয়েছে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না বাড়ির কাজ এবং যত্নের কাজে নারীর ভূমিকার পরিবর্তন হচ্ছে এবং নারীদের প্রতি পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হচ্ছে, এই প্রকল্পগুলি নারীদের কাজের চাপ, এবং তাদের প্রতি হিংসা বাড়িয়ে তোলে। একইভাবে, যৌতুকের দাবি বা যৌন হিংসা রোধে শক্তিশালী আইন থাকতে পারে, কিন্তু এই মামলাগুলি রিপোর্ট করার ক্ষেত্রে প্রবল সামাজিক ছুঁৎমার্গ থাকে কারণ এগুলির শিকার ব্যক্তির জন্য 'লজ্জার' ও তার পরিবারের 'বদনামের' হয়। মহিলাদের তাদের অধিকার পেতে একাধিক বাধা অতিক্রম করতে হয়, যেমন তাদের নিজের আত্মস্থ করা মানসিকতা (বিশেষত 'ভাল মহিলা' বা 'খারাপ মহিলা' কী সে সম্পর্কে), তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা, পারিবারিক মনোভাব, সম্প্রদায়ের প্রত্যাশা এবং সামাজিক মনোভাব।

নারীদের তাদের অধিকার অর্জন করতে যেসব বাধা অবশ্যই অতিক্রম করতে হয়

সুকুর কাহিনী

মাত্র ১৬ বছর বয়েসে সুকুর বিয়ে হয়ে যায়। আইন বলে ১৮ বছর বয়সের আগে মেয়েদের বিবাহ করা উচিত নয় কিন্তু তার পরিবার চাইনি সে 'নষ্ট' হয়ে যাক। বিয়ের পরপরই তার স্বামী এবং শ্বশুর-শাশুড়িরা তাকে মারধর ও তার সাথে খারাপ ব্যবহার শুরু করে। প্রথম দিকে, সে নীরবে এইসব সহ্য করেছিল, কারণ সে বড়ো হয়েছিল এই বিশ্বাস নিয়ে যে মেয়েদের এইসব সহ্য করতে হয় আর সে যেন অন্যদের কাছে সেই ব্যাপারে অভিযোগ করে পরিবারকে লজ্জায় না ফেলে। সে সত্যই ভেবেছিল যে তার কিছুই করার নেই।

একজন প্রবীণ প্রতিবেশী যা ঘটছে তা দেখে সুকুকে বলেছিলেন যে তার পুলিশে অভিযোগ করা উচিত। তিনি তাকে বলেছিলেন যে গার্হস্থ্য হিংসার বিরুদ্ধে আইন আছে এবং তার স্বামী এবং শ্বশুর-শাশুড়ির তাকে মারধরের কোনও অধিকার নেই। "তুমি ভাগ্যবান", তিনি বলেছিলেন, "আমি যখন তোমার বয়সের ছিলাম তখন এমন কোনও আইন ছিল না, তাই আমাদের এগুলি সহ্য করতেই হয়েছিল! কিন্তু প্রায় ১৫ বছর আগে, নারী আন্দোলন গার্হস্থ্য হিংসার বিরুদ্ধে একটি বড় প্রচার অভিযান চালিয়েছিল এবং সরকারকে এই নতুন আইনটি পাস করার জন্য রাজি করেছিল।

সুকু এই তথ্য থেকে কিছুটা সাহস পেয়েছিলো। তার বাবা যখন তার সাথে পরের বার দেখা করতে এলেন, সুকু তাকে সমস্যাটি সম্পর্কে জানালো এবং এও বললো যে তিনি একটি প্রথামাফিক অভিযোগ সে করতে চায়। সে আশা করেছিল যে তার বাবা তাকে সমর্থন করবে – যতই হোক সে তার সন্তান এবং তার দায়িত্ব ছিল তাকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করা। কিন্তু তার বাবা হতবাক হয়ে গেছিলেন এবং তাকে এ জাতীয় কোনও কাজ করতে একেবারে নিষেধ করেছিলেন। তিনি চিৎকার করে বলেছিলেন - "তুমি এরকম ভয়ানক কোনও কাজ করে আমাদের সকলকে লজ্জায় ফেলবে না!" হিংসাকে উস্কে দেওয়া এড়াতে তিনি তাকে যথাযথ আচরণ করতে বলেছিলেন যেন এটি তারই দোষ।

নির্যাতন চলতেই থাকল। অবশেষে সুকু তার সহৃদয় প্রতিবেশীকে তার সঙ্গে পুলিশের কাছে যেতে বলেছিল। থানায়, তার প্রতিবেশী একজন মহিলা পুলিশ অফিসারের সাথে কথা বলতে চাইলেন কিন্তু সেখানে একজনও ছিলেন না। তাদের ডিউটিতে থাকা পুরুষ পুলিশকর্মীর সঙ্গেই কথা বলতে হয়েছিল, যিনি প্রায় সুকুর স্বামীর সমবয়সী ছিলেন তাদের দিকে রাগী দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন। সুকু যখন বলেছিল যে সে গার্হস্থ্য হিংসার অভিযোগ করতে চায়, তখন পুলিশকর্মীটি একদমই তার বাবার মতোই প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন:"নির্লজ্জ মহিলা! আপনার স্বামীর নাম খারাপ করতে এবং তার পরিবারকে লজ্জায় ফেলতে থানায় এসেছেন! আপনার কোন শালীনতা নেই? ঘরে গিয়ে ভদ্র মহিলার মতো দায়িত্ব পালন করুন!"

তার প্রতিবেশী চিৎকার করে বলেছিল: "আপনারই কোনো লজ্জা নেই! এর বিরুদ্ধে একটি আইন আছে এবং আপনার আমাদের সাহায্য করার কথা! কিন্তু সেই পুলিশকর্মী স্রেফ পেছন ফিরে চলে গেল। সুকু সন্ধ্যার দিকে বাড়ি ফিরে এসে সে কোথায় গিয়েছিল তা বলতে অস্বীকার করেছিল এবং তার স্বামীর কাছে আবারও এক দফা মার খেতে হয়েছিল।

এক বছর পরে, সুকু শেষ পর্যন্ত তার স্বামীর বাড়ি ছেড়ে একটি মহিলাদের জন্য আশ্রয়ে চলে গেছিলো। একজন মহিলা আইনজীবী তার অভিযোগ দায়ের করতে সহায়তা করেছিলেন এবং তার পুরানো প্রতিবেশীর সহায়তায় তিনি যে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন তার প্রমাণও পেশ করতে পেরেছিলেন। সুকু একটি চাকরি পেয়েছিল এবং নিজের একটি স্বাধীন জীবন তৈরি করতে পেরেছিলো।

আপনি যদি এই জাতীয় কোনও গল্প জানেন, যেখানে কোনও মহিলাকে তার অধিকার দাবি করতে অনেক বাধা অতিক্রম করতে হয়েছিল, গল্পটি এখানে লিখুন। প্রথম পাতার ফ্রেমওয়ার্কের চারটি অংশ কীভাবে তার ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেছিল তা লেখায় প্রতিফলিত করুন, এবং বাধার চিত্রের (ডায়াগ্রাম) বিভিন্ন দেয়ালগুলি কী ছিল যেগুলি তাকে অতিক্রম করতে হয়েছিল।

এই ফ্রেমওয়ার্কটি – জেন্ডার অ্যাট ওয়ার্ক দ্বারা নির্মিত মডেলের[4] ওপর ভিত্তি করে তৈরী – আমাদের সুকুর অভিজ্ঞতা বুঝতে সাহায্য করে – এবং সঙ্গে এটিও যে কেন আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ – তবে অন্যরকমভাবে।

ক্ষমতার কাঠামোগুলির রূপান্তরের জন্য যে পরিবর্তন তার করার প্রধান ক্ষেত্রগুলি

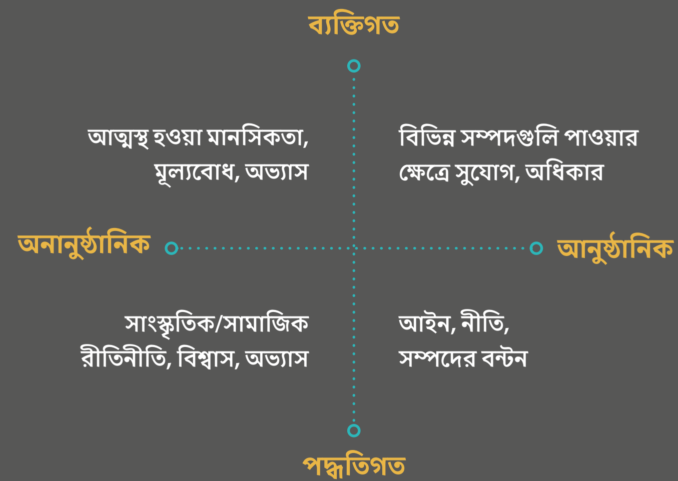

ফ্রেমওয়ার্কটি দেখায় যে ক্ষমতার কাঠামোগুলি ব্যক্তিগত থেকে সামাজিক/পদ্ধতিগত স্তরে এবং আনুষ্ঠানিক/অনানুষ্ঠানিক উভয় ক্ষেত্রেই কাজ করে। আসুন, ফ্রেমওয়ার্কটি আমাদের কী বলছে তা আরও স্পষ্টভাবে বুঝি।

[4] আরও তথ্যের জন্য দেখুন https://genderatwork.org/analytical-framework/

ব্যক্তিগত

আত্মস্থ হওয়া মানসিকতা, মূল্যবোধ, অভ্যাস

এটি হল একজন ব্যক্তি মানুষ নিজের ভেতরে কীভাবে অনুভব করেন এবং চিন্তাভাবনা করেন - মনোবিজ্ঞানে একে বলা হয় 'চেতনা' - এবং এর মধ্যে আছে, তারা যা বিশ্বাস করেন যে তারা করতে সক্ষম, তারা কতটা ক্ষমতাশালী বা ক্ষমতাহীন বোধ করেন, যে ধরণের মনোভাব এবং বিশ্বাস পোষন করেন। ফ্রেমওয়ার্কের এই অংশটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে ব্যক্তি মানুষদের পরিবর্তন না করে আমরা সমাজ পরিবর্তন করতে পারি না, এবং নেতিবাচক সামাজিক মনোভাব এবং অভ্যাসগুলি ব্যক্তি মানুষের মনোভাব এবং আচরণের মধ্যে বসানো থাকে। আমরা একটিকে পরিবর্তন না করে অন্যটিকে পরিবর্তন করতে পারি না।

অনানুষ্ঠানিক

ব্যক্তিগত

বিভিন্ন সম্পদ, অধিকার, অধিকারের তথ্য জানার সহজ সুযোগ

এটি সম্পদ, অধিকার এবং অধিকারের তথ্য জানা সম্পর্কে একটি সমাজের যে কোনও ব্যক্তিকে যে নিশ্চয়তা দেওয়া হয়, সেই বিষয়ক। উদাহরণস্বরূপ, দেশের আইন কি আনুষ্ঠানিকভাবে লিঙ্গ সমতার নিশ্চয়তা দেয়? একজন মহিলার কি অধিকার রয়েছে সিদ্ধান্ত নেওয়ার যে কাকে সে বিয়ে করে, তার ক'টি সন্তান? সে কি সম কাজে সম বেতন পায়? তার জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ পরিচিতি, বর্ণ ইত্যাদি নির্বিশেষে তার কি শিক্ষা, জীবিকা, ভোটদান, নির্বাচনে দাঁড়ানোর সমান সুযোগ ও অধিকার থাকে? কোনও মহিলার কি ব্যাংক ঋণ, বার্ধক্যভাতা, বা বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য আবেদন করার ও এগুলি পাওয়ার সমান অধিকার রয়েছে?

আনুষ্ঠানিক

অনানুষ্ঠানিক

সাংস্কৃতিক ও সামাজিক রীতিনীতি, বিশ্বাস, অভ্যাস

সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, ফ্রেমওয়ার্কটির নীচের দিকের বাম অংশ - যা লিঙ্গনির্দিষ্ট রীতিনীতি ও নিয়ম এবং সেইসব মনোভাব ও বিশ্বাসের কথা বলে যা আসলে সম্প্রদায়গুলি তাদের মধ্যে স্থানীয় পর্যায়ে, দৈনিক ভিত্তিতে অনুশীলন করে। অনেক সময়েই যে পরিবর্তনগুলি করতে হয় তার মধ্যে এটিই সবচেয়ে কঠিন হয়ে ওঠে – লিঙ্গ বৈষম্য, নারীর প্রতি হিংসা এবং বিভিন্ন অন্যায়কে ন্যায্য বলে দাবি করে এমন সামাজিক মনোভাবগুলির পরিবর্তন করা।

পদ্ধতিগত

আনুষ্ঠানিক

আইন, নীতি, সম্পদের বন্টন

আনুষ্ঠানিক নীতিগুলি ও আইন এবং জাতীয় বাজেট সমতা প্রচার আদৌ করে কিনা ও কিভাবে করে এবং আর্থ-সামাজিক পার্থক্যগুলি হ্রাস করে কি না এর মাধ্যমে তা বোঝার কথা বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ, দেশের নীতিগুলি কি এমনভাবে পরিকল্পনা করা হয় যা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে অনুকূল পরিস্থিতি ও সুযোগের ক্ষেত্রে সমতা তুলে ধরে? লিঙ্গ বৈষম্য বন্ধ করতে, ছেলে ও মেয়ে উভয়েই যাতে স্কুলে যেতে পারে তা নিশ্চিত করতে, উভয়েই যাতে প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও চাকরির সুযোগ লাভ করে, ঋণ নেওয়ার সমান সুযোগ পায় তার জন্য কি সরকারী বাজেটে পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ বরাদ্দ করা হয়?

পদ্ধতিগত

আন্দোলন কেন গুরুত্বপূর্ণ

আন্দোলন কেন গুরুত্বপূর্ণ ? উত্তর খুব সহজ। সুকু র গল্প, প্রতিবন্ধকতা মডেল এবং জেন্ডার অ্যাট ওয়ার্ক ফ্রেমওয়ার্ক সবই আমাদের বলছে যে আমরা যদি বহু শতাব্দী ধরে নারী ও অন্যান্য প্রান্তিক মানুষকে দমিয়ে রেখে নিপীড়িন ও শোষন করেছে যে ক্ষমতার কাঠামোগুলি সেগুলিতে দীর্ঘমেয়াদী, মজবুত পরিবর্তন আনতে চাই, তাহলে আমরা শুধুই নীতি পরিবর্তন করার উপরে বা ক্ষুদ্র ঋণের সুযোগ তৈরি করে দেওয়া বা হিংসার পরেও বেঁচে যাওয়া মানুষদের আইনী সহায়তা দেওয়ার দিকে মনোনিবেশ করতে পারি না। আমাদের **মূল কারণগুলি** খুঁজে পেতে হবে: বৈষম্য এ বং অধস্তন করে রাখার যে মতাদর্শগুলি আমাদের প্রতিদিনের বিশ্বাস, 'রীতিনীতি', 'সং স্কৃতি ', 'ঐতিহ্যের' মধ্যে এ বং সর্বোপরি, আমাদের নিজেদের মধ্যে খোদাই করা আছে। আমাদের সেইসব প্রতিষ্ঠানগুলির মোকাবেলা এ বং পরিবর্তন করতে হবে যার মাধ্যমে বৈষম্য এবং অন্যায় টিকে থাকে -আমাদের পরিবার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, আমাদের আইন, আমাদের নিজেদের এ বং অন্যদের - যারা বিশ্বাস করেন যে এই পার্থক্য এ বং অবিচারগুলি স্বাভাবিক, গ্রহণযোগ্য, সহজাত।

এর অর্থ হল আমাদের বাম দিকের দুটি বাক্সে মনোনিবেশ করতে হবে ।

১. যেসব সামাজিক রীতিনীতি, বিশ্বাস এবং অভ্যাসগুলি লিঙ্গবৈষম্য, সামাজিকভাবে বহিষ্কার ও হিংসাকে ন্যায্য বলে ও স্বাভাবিক হিসাবে চালাতে চায় আমাদের সেগুলির স্থানান্তকরণ করতে হবে।

২. আমাদের ব্যক্তি মানুষের মানসিকতাগুলি পরিবর্ত ন করতে হবে - আমরা যেভাবে চিন্তাভাবনা করি, অনুভব করি এবং আচরণ করি, যা কিছু আমরা গ্রহণযোগ্য এবং গ্রহণযোগ্য নয় হিসাবে বিবেচনা করি এবং হয় বৈষম্য বজায় রা খতে (সুকু র বাবার মত) নয় তাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে (সুকু র প্রতিবেশী) আমাদের নিজেদের ব্যক্তি ভূমিকা ।

এইখানেই আন্দোলন এবং আন্দোলন গড়ার পদ্ধতিগুলি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে বাইরে থেকে কাজ করা এজেন্টদের (কোনও এনজিও বা মহিলাদের সংগঠনের মতো)পক্ষে খুব কঠিন - যাকে সর্বদা ‘বহিরাগত’ হিসাবে দেখা হবে, তাদের ভাবনাগুলি ‘ভিনগ্রহী’ হিসাবে বিবেচিত হবে, ‘আমাদের ঐতিহ্য’ ও ‘আমাদের সংস্কৃতির’ বিরোধী ভাবা হবে – এ ধরনের পরিবর্তনকে কার্যকরী ও দীর্ঘমেয়াদীভাবে করা। কিন্তু যখন অন্যায্য ক্ষমতার কাঠামোর দ্বারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত মানুষেরা কেবলমাত্র বৈষম্যমূলক আইন ও অভ্যাসের পরিবর্তন দাবি করার জন্য এবং সম্পদের উপর বৃহত্তর দাবি করার জন্যই সংগঠিত হন না বরং গুরুত্বপূর্ণভাবে, সামাজিক রীতিনীতিগুলি এবং অভ্যাসগুলিকে চ্যালেঞ্জ জানান, তাদের নিজেদের মানসিকতা পরিবর্তন করে এবং অন্যদের মনোভাবগুলি পরিবর্তনের দাবি করে, তখন তাদের প্রভাব আরও বড়, গভীর ও দীর্ঘমেয়াদী হয়।

এটি আরও সুস্পষ্ট ভাবে বুঝতে, সুকুর গল্পটিতে ফিরে যাওয়া গিয়ে আরেক বার ভাবা যাক এবং পৃষ্ঠা ৭১-এ বলা মহিলা জামাতের গল্পের সঙ্গে তুলনা করা যাক। তামিলনাড়ুর মহিলারা যখন তাদের নিজেদের ভাবনাচিন্তা পুনরায় পর্যালোচনা করেছিলেন, যখন তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে পুরুষদের ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধাকে আর তুলে ধরবেন না ও নিরাপত্তাও দেবেন না, যার মধ্যে পড়ে মূল জামাত এবং যেসব পক্ষপাতদুষ্ট সামাজিক রীতিনীতিগুলিকে তা বজায় রাখছে, যখন তারা ইসলামের আইনকে অনেক বেশি নারীবাদী পদ্ধতিতে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন – তারা সব কিছু বদলে দিয়েছিলেন! এবং এটিই #MeToo আন্দোলন করেছিল, গার্লস অ্যাট ধাবাস করেছে, ‘আই নেভার আস্কড ফর ইট’-এর মতো প্রচার অভিযানগুলি করেছে। কোনও এনজিও বা উন্নয়ন প্রকল্পের কারণে এই পরিবর্তনগুলি ঘটেনি – এগুলি ছিল আন্দোলনের ফলাফল যা শয়ে শয়ে, হাজারে হাজারে, এমনকি লাখে লাখে মহিলাকে একত্রিতভাবে সচল করে তুলেছিল। এর ফলাফলটি গভীরে শিকড় ছড়ানো একটি পরিবর্তন যা বৃহত্তর সমাজকেই শুধু নয়, আন্দোলনের সদস্যদের

জীবনকেও প্রভাবিত করেছে -তারা নিজেদের আক্রান্ত বা কোনও প্রকল্পের সুবিধাভোগী হিসাবে দেখেনি, বরং আরও ন্যায্য ও সম্মানের সমাজ গঠনের মতো শক্তিশালী সামাজিক কর্মী হিসাবে দেখেছে যারা অনেক বেশি ন্যায্য ও সাম্যের সমাজ গঠনের লক্ষ্যে কাজ করছে।

বৃহত্তর আন্দোলনগুলি এই একই উপায়ে বৃহত্তর পরিবর্তন এনেছে। একটা কথা চিন্তা করুন: কেন আমরা আর বিশ্বাস করি না যে মেয়েদের স্কুল না পাঠানো, কম খাবার বা কম চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া, তাদের শৈশবে বিয়ে দিয়ে দেওয়া, যৌন নির্যাতন করা বা মহিলাদের স্বামীদের হাতে মার খাওয়া, পুরুষদের সমান কাজ করেও কম মজুরি পাওয়া, কোনও নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অনুমতি না পাওয়া, বা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা-বাণিজ্য বা অন্য কোনও জন পরিসরে নেতা হওয়ার সমান সুযোগকে বঞ্চিত করার মতো বিষয়গুলি ঠিকই আছে? এটি কোনও এনজিও প্রকল্প বা উন্নয়ন কর্মসূচীর জন্য ঘটলো? না কি কিছু শিক্ষিত রাজনীতিবিদ বা সরকারের জন্য?

না। এই পরিবর্তনগুলি ঘটেছিল কারণ **বিশ্বজুড়ে নারী আন্দোলনগুলি**, জাতীয় এ বং আন্তর্জাতিক স্তরে সম্মিলিতভাবে **সামাজিক ন্যায়বিচার সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টি ভঙ্গিকে বৈপ্লবিকভাবে পরিবর্তন করেছিল**। তারা একাধিক কৌশল ব্যবহার করেছিল যা লিঙ্গ বৈষম্যের অগণিত রূপের অবসান ঘটানোর দাবি করেছিল, এবং তাদের লড়াইয়ের প্রভাব কেবলমাত্র মহিলাদের জন্য আরও সম্পদের সংস্থান এবং অধিকার নয়, বা আরও লিঙ্গসাম্য বিবেচনা করা নীতি নয়। নারী আন্দোলন বহু শতাব্দী প্রাচীন সামাজিক রীতিনীতি এবং ঐতিহ্যবাহী মানসিকতাকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। আজ আমরা যেখানে আছি, নারী হিসেবে - তার জন্যে এই আন্দোলনগুলিকে ধন্যবাদ !

আন্দোলনগুলি গুরুত্বপূর্ণ কারণ অন্যায় দ্বারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা হাত মিলিয়ে নিজেদের সংগঠিত করে এবং তারা যে পরিবর্তন খুঁজছে তার জন্য একত্র হয়ে কাজ করে -এবং তাদের সম্মিলিত শক্তি এবং আগামীর এক আরও উন্নত বিশ্বের জন্য তাদের যে ভবিষ্যতভাবনা, তার মাধ্যমে তারা গভীর এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তন তৈরি করে।

৩

নারীবাদী আন্দোলন কী ?

নারীবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠে ক্ষমতার কাঠামো, বিশেষত পিতৃতান্ত্রিক ক্ষমতা কীভাবে কাজ করে তার একটি গভীর বোঝাপড়ার উপর ভিত্তি করে।

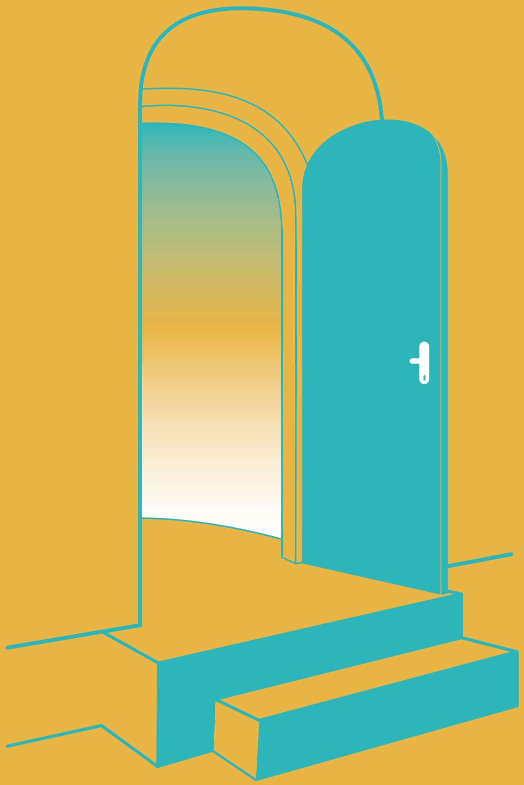

নারীবাদীরা আলোচনার জন্য দরজা খুলে দেয় এবং পর্যালোচনা করে দেখে যে সবচেয়ে বেশি ব্যক্তিগত ও অন্তরঙ্গ পরিসরে ক্ষমতা কীভাবে চালিত হয়

বিশ্বের সব জায়গাতেই এমন আন্দোলন রয়েছে যেগুলি নারী এ বং মেয়েদের প্রতি অন্যায়গুলিতে মনোনিবেশ করে - কিন্তু সেগুলি বাধ্যতামূলকভাবে নারীবাদী আন্দোলন নয়। নারীবাদে সমাজ বিশ্লেষণের একটি খুব নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে যা স্বতন্ত্র এবং সামাজিক ন্যায়ের অন্যান্য মতাদর্শের চেয়ে গভীরতর হয়। অন্তত পাঁচটি কারণে **সামাজিক ন্যায়ের ক্ষেত্রে নারীবাদী দষ্টি ভঙ্গি যে কোনও অন্য আন্দোলনের চেয়ে গভীর এবং আরও অন্তর্ভুক্ তিকর হয়** ।

১ সামাজিক ন্যায়ের অনেক মতাদর্শই সাম্যের লক্ষ্যটিকে আলিঙ্গন করে, তবে সমস্যাটি হলো তারা **সর্বদা বাড়ির চৌকাঠে থেমে যায়,** ধরে নেয় যে পরিবার জড়ু়ে সমতা এবং ন্যায় বজায় থাকাই হল সেই গভীরতম পর্যায় যে পর্যন্ত সামাজিক ন্যায়ের পৌঁছানো দরকার। এগুলি ব্যক্তিগত পরিসরে ও সম্পর্কের ভেতরে যে অসমতা, হিংসা এ বং বৈষম্য থাকে তার প্রতি যেন অন্ধ হয়ে যায়। কিছু মতাদর্শ চিহ্নিত করেছে কীভাবে আমাদের নিজেদের মনের ভেতরে অসমনতা ও বৈষম্য বেঁচে থাকে, তার কারণ যেভাবে আমরা এই পৃথিবীতে নিজেদের, আমাদের অধিকারগুলি ও আমাদের অস্তিত্বকে দেখি এবং ঠিক করি কী 'স্বাভাবিক' বা 'সহজাত'।

২ এর বিপরীতে নারীবাদ, **পিতৃতন্ত্র এবং লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যকে সমাজে অসমানতার একটি অন্যতম গভীর স্তর হিসাবে শনাক্ত করে**। এই কারণেই নারীবাদীরা বুঝতে পারেন যে আইন ও নীতির নামেই সমতা যথেষ্ট নয়; সরকারী প্রতিষ্ঠানে লিঙ্গ বৈষম্যের অবসানই যথেষ্ট নয়।

৩

এই কারণেই **নারীবাদীরা আলোচনার জন্য** দরজা খুলেদেন এবং পর্যালোচনা করেন যে **কীভাবে সবচেয়ে বেশি** ব্যক্তিগত **এবং** অন্তরঙ্গ **পরিসরে** যেখানে মানুষ তাদের দৈনন্দিন জীবন পরিচালনা করে সেখানে **ক্ষমতা চালিত হয়**। নারীবাদীরা **জন পরিসর ও ব্যক্তিগত পরিসর উভয় জায়গাতেই পিতৃতান্ত্রিক ক্ষমতাকে বিশ্লেষণ করেন**, বিবাহ এবং পরিবারের মতো প্রতিষ্ঠানে, জাতি ও বর্ণের মতো সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে, বর্ণ ও জাতিসত্তা পরিচয়ের গোষ্ঠীর মধ্যে ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে। নারীবাদীরা জানেন যে নারীরা নিজেদের সম্পর্কে যেধারণা আত্মস্থ করেছেন ও পুরুষদের সুযোগ-সুবিধাকে রক্ষা করার জন্য তাদের যে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে তার ফলে তারা নিজের নিপীড়নে অংশগ্রহণ করে এবং প্রায়শই পুরুষের ক্ষমতাকে তুলে ধরে। তারা বিশ্লেষ ণ করেছেন যে জন পরিসর ও ব্যক্তিগত পরিসর উভয় ক্ষেত্রেই একাধিক অসমতা কীভাবে পিতৃতান্ত্রিক ক্ষমতার ফলশ্রুতি: সেইসব অন্যায্য পন্থায় যাতে উৎপাদনমূলক ও পুনরুৎপাদনমূলক উভয় কাজ(অথবা মজুরি র বা বিনা মজুরি র কাজ) লিঙ্গ পরিচিতির ভিত্তিতে দেওয়া হয়, গার্হস্থ্য হিংসায়, বৈষম্যমূলক উত্তরাধিকার আইনে, পুত্রসন্তান ও কন্যাসন্তানের মধ্যে বৈষম্যে এবং কার কথার মূল্য আছে ও কার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা আছে সেক্ষেত্রেও।

৪

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, নারীবাদ **ক্ষমতা, বৈষম্য, ছুঁৎমার্গ, নিয়ন্ত্রণ এবং হিংসার ক্ষেত্র হিসাবে আমাদের** দেহ **এবং** যৌনতাকে স্বীকৃতি দেয়। প্রকৃত সামাজিক ন্যায় ততক্ষণ পর্যন্ত অর্জন করা সম্ভব নয় যতক্ষণ আমাদের দেহের নিয়ন্ত্রণে ও আমাদের যৌনতার বহিঃপ্রকাশে অসমানতা থাকে বা যখন আমরা এই অধিকারের দাবি করার জন্য ছুঁৎমার্গ ও হিংসার সম্মুখীন হই।

৫

নারীবাদ আমাদের নিজেদের মানসিকতাকে **এবং ভাবমূর্তিকে ক্ষমতার ক্ষেত্র ও চালনার যন্ত্র হিসাবে চিহ্নিত করে, কারণ** উভয়ই নিপীড়নের ব্যবস্থায় অংশ নেয় ও তা বজায় রাখে, আবার পাশাপাশি তাদের প্রতিরোধও করে। এই কারণেই নারীবাদীরা 'যা ব্যক্তিগত তাই রাজনৈতিক' এই স্লোগানটি গ্রহণ করেছেন যার অর্থ আমরা নিজেরাই, আমাদের কাজকর্ম এবং মনোভাব, হয় নিপীড়ক ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে বা তা ভেঙে ফেলার ক্ষেত্রে সহায়তা করে। নারীবাদ বিশ্বাস করে যে পরিবর্তন আমাদের দিয়েই শুরু হয়, এবং আমাদের অভ্যন্তরেও, এবং এইভাবে প্রতিটি ব্যক্তির উপর, তাদের নিজের আচরণে বৃহত্তর বিশ্বে যে পরিবর্তন দেখতে চায় তা প্রতিবিম্বিত করার জন্য একটি দায়িত্ব দেয়।

৬

সবশেষে, **নারীবাদ আন্তঃসংযোগের (ইন্টারসেকশনালিটি)** পন্থা **নেয় এবং চিহ্নিত করে যে পিতৃতান্ত্রিক ক্ষমতা এক কাজ করে না**, এটি সেইসব ক্ষমতার কাঠামোর মধ্যে নিহিত থাকে এবং সেগুলির সহযোগিতায় কাজ করে যা বিশ্বে অসমানতা তৈরি করে: অর্থনৈতিক ক্ষমতা, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বিশ্বাস এবং অভ্যাস, বর্ণব্যবস্থার মতো সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস, সহজাত ভিন্ন-ভিন্নতা (হেটেরোনরমাটিভিটি) এবং অন্যান্য। নারীবাদীরা এটাকে আন্তঃসংযোগ (ইন্টারসেকশনালিটি)বলে এবং পরের পৃষ্ঠার উদাহরণটি বিশ্লেষণ করে আন্তঃসংযোগ (ইন্টারসেকশনালিটি) কীভাবে কাজ করে।

পিতৃতান্ত্রিক আন্তঃসংযোগ (ইন্টারসেকশনালিটি) দলিত মহিলাদের চলাফেরার স্বাধীনতা কেন বেশি?

১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে দক্ষিণ ভারতে লিঙ্গ ক্ষমতা সম্পর্কের উপরে একটি গবেষণা করা হয়েছিল। নারী অধিকারের যে দিকগুলি তাতে পর্যালোচনা করা হয়েছিল তার মধ্যে অন্যতম ছিল চলাফেরার স্বাধীনতা: মহিলারা কোথায় নির্দ্বিধায় যেতে পারেন, এমনকি নিজেরা একা একাই? তারা কেবল অন্য মহিলাদের সাথে, বা তাদের পরিবারের পুরুষ সদস্যরা সঙ্গে থাকলেই যেতে পারেন?

আশ্চর্যজনকভাবে দেখা গেল যে, গ্রামে দলিত মহিলাদের চলাফেরার স্বাধীনতা সবচেয়ে বেশি ছিল এবং খুব কম জায়গাই ছিল যেখানে তারা একা যেতে পারতেন না। এর বিপরীতে, প্রভাবশালী-বর্ণের মহিলারা বলেছিলেন যে তাদের চলাফেরা ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ এবং তাদের কোথাও একা যাওয়ার অনুমতি ছিল না, এমনকি মন্দির বা মসজিদেও নয়! মন্দিরই ছিল একমাত্র জায়গা যেখানে দলিত মহিলারা যেতে পারতেন না, তবে তা এজন্য নয় যে তারা মহিলা ছিলেন, তার কারণ তারা দলিত ছিলেন, এমনকি মন্দিরে দলিত পুরুষদেরও প্রবেশের অনুমতি ছিল না!

এই তথ্য বিশ্লেষণ করে গবেষকরা বুঝতে পেরেছিলেন যে পিতৃতান্ত্রিক নিয়মগুলিকে বর্ণব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কাজ করতে হয় - তাই সব মহিলাদের জন্য তা এক হতে পারে না।

চলাফেরার স্বাধীনতা দলিত মহিলা এবং উচ্চবর্ণের মহিলাদের ক্ষেত্রে এক হতে পারে না, কারণ এটি বর্ণের ক্ষমতার কাঠামোতে হস্তক্ষেপ করবে: বিশেষত, নিপীড়িত বর্ণের মানুষদের বিশেষ করে মহিলাদের দেহ এবং শ্রম নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে উচ্চ বর্ণের পুরুষদের ক্ষমতা। উচ্চ বর্ণের মানুষেরা কীভাবে নিজেদের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে যদি দলিত মহিলাদের স্বাধীনতভাবে চলাফেরার অনুমতি দেওয়া না হত? তাহলে কে তাদের খামারে কাজ করত, বাড়ি পরিষ্কার করত, জামাকাপড় ধুতো?

এর বিপরীতে প্রভাবশালী বর্ণের মহিলাদের, এই স্বাধীনতার 'প্রয়োজন' হয় না, এবং তাদের চলাফেরা সতর্কতার সাথে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যাতে তারা ‘নিম্ন’ বর্ণের মানুষদের - বিশেষত ‘নিম্ন’ বর্ণের পুরুষদের সাথে কথাবার্তা না বলতে পারে!

এভাবেই আন্তঃসংযোগ (ইন্টারসেকশনালিটি) কাজ করে। কোনো একটি ক্ষমতার কাঠামোই চূড়ান্ত নয়। প্রতিটি ক্ষমতার কাঠামো নিজেকে নির্দিষ্ট রূপে গঠন করে নেয় অন্যান্য ক্ষমতার কাঠামোকে তুলে ধরার জন্য ও সেগুলির পাশাপাশি কাজ করার জন্য ।

নারীবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠে ক্ষমতার কাঠামো, বিশেষত পিতৃতান্ত্রিক ক্ষমতা কীভাবে কাজ করে তার একটি গভীর বোঝাপড়ার উপর ভিত্তি করে।

ফলে নারীবাদী আন্দোলন এবং আন্দোলন গড়ে ওঠায় এই নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি থাকে:

একটি লিঙ্গপরিচিতি ভিত্তিক বিশ্লেষণ এবং পরিবর্তনের অ্যাজেন্ডা

নারীবাদী আন্দোলনগুলি লিঙ্গপরিচিতি ভিত্তিক ক্ষমতা এবং অন্যান্য ক্ষমতার কাঠামোর আন্তঃসংযোগ বিশ্লেষণ করে যা তাদের সদস্যরা যে অবিচার ও বৈষম্যের সম্মুখীন হয় তার মূলে রয়েছে। তাদের পরিবর্তনের লক্ষ্যগুলি এই ধরণের সমস্যার গভীর, আন্তঃসংযোগকারী উপলব্ধিরই প্রতিফলন ঘটায়।

সমস্ত স্তরে নারীদের নেতৃত্ব

অনেক তথাকথিত 'নারীদের আন্দোলন' রয়েছে যেখানে আন্দোলনের সদস্যপদ থেকে কোনও নারীকে নেতৃত্বের ভূমিকায় দেখা যায় না!নারীবাদী আন্দোলনে আপনি আন্দোলনের মূল চিন্তাবিদ, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী এবং কৌশলবিদ হিসাবে আন্দোলনের সদস্যদের দেখতে পাবেন, এমন কোনো অংশগ্রহণকারীদের নয় যাদের একমাত্র ভূমিকা হল বহিরাগত নেতাদের দ্বারা আয়োজিত সমাবেশে অংশ নেওয়া।

লিঙ্গপরিচিতি ভিত্তিক কৌশল

নারীবাদী আন্দোলন এমন কৌশলগুলি ব্যবহার করে যা বেশ স্বতন্ত্র এবং অনন্য, যা পুরুষ-প্রভাবিত আন্দোলন কখনও ভাবতে পারে না। পরের পৃষ্ঠায় দুটি গল্প আছে যা এই পার্থক্যটি ফুটিয়ে তোলে। এই কৌশলগুলি সাধারণত গড়ে ওঠে মহিলাদের নানা উদ্ভাবনী বুদ্ধির প্রতিভার উপর নির্ভর করে।

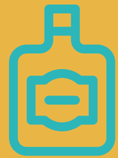

স্থানীয় মদের দোকানের মালিকদের জোর করে খাওয়ানো

১৯৯০'র দশকে, দক্ষিণ ভারতের অন্ধ্র প্রদেশের দরিদ্র মহিলারা প্রতি গ্রামে জল, স্কুল এবং চিকিৎসার মতো প্রাথমিক সুযোগ-সুবিধাকে অগ্রাধিকার না দিয়ে সস্তা দেশীয় মদ বিক্রির জন্য সরকারের নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য আন্দোলন করতে শুরু করেছিলেন। প্রদেশের সরকার মদের উপর কর থেকে প্রচুর রাজস্ব অর্জন করেছিল। মহিলারা তাদের জীবনে মদের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে শুরু করেছিলেন: গার্হস্থ্য হিংসা বেড়ে যাওয়া, পরিবারের আয়ের এক তৃতীয়াংশের বেশি প্রয়োজনীয় সামগ্রীর চেয়ে মদে ব্যয় হয়ে যাচ্ছিল। মহিলারা প্রতিবাদের একটি অনন্য লিঙ্গপরিচয় ভিত্তিক কৌশল ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেন: মহিলারা তাদের রান্না করা খাবার নিয়ে স্থানীয় মদের দোকানগুলি ঘিরে ফেলেন। তারা দোকান মালিকদের বাইরে আসতে বাধ্য করেন এবং তারপরে তাদের নিয়ে আসা খাবার খেতে বাধ্য করেন। মালিকরা প্রতিবাদ করলে মহিলারা চিৎকার করে বলেন: "কেন? আপনারা প্রতিদিন আমাদের পেট থেকে খাবার কেড়ে নিচ্ছেন! তাই এখন আমাদের খাবার খান এবং আমাদের অভুক্ত রাখুন, আপনারা এত বছর ধরে যেভাবে করছেন!" মালিকরা শীঘ্রই দোকানগুলি বন্ধ করে দেয় এবং গ্রামগুলি থেকে পালিয়ে যায়।

আমি কখনওই এটি চাইনি (আই নেভার আস্ক ফর ইট)

"আই নেভার আস্ক ফর ইট" এই প্রচার অভিযানটি - ভারতে তৈরি ও শুরু করেছিল এখানকারই একটি সংস্থা 'ব্ল্যাংক নয়েস', কিন্তু তা বিশ্বের অন্যান্য জায়গাতেও গৃহীত ও ব্যবহার হয়েছে। এটি এমন একটি কৌশল ছিল যাতে সমাজের সর্বস্তরের মহিলাদের রাস্তায়, বাসে বা ট্রামে, পার্কে বা বাজারের মতো জন পরিসরে যৌন হয়রানি বা হিংসার মুখোমুখি হওয়ার সময় তারা যে পোশাকগুলি পরেছিলেন সেই পোশাকগুলি পাঠাতে বলা হয়েছিল। এই পোশাকগুলি তারপর ব্যস্ত রাস্তা বা অন্যান্য জন পরিসরে প্রদর্শনী করে রাখা হয়েছিল যেখানে বিপুল সংখ্যক মানুষ যাতায়াতের সময় সেগুলি দেখতে পাবেন। হাজার হাজার মহিলারা খুব সাধারণ, 'সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য' পোশাক (শাড়ি, টি-শার্ট, কুর্তা) পাঠিয়েছিলেন যা তারা যখন হয়রানির সম্মুখীন হন তখন পরেছিলেন। এই চমৎকার কৌশলটি সাধারণ মানুষ যারা প্রদর্শনীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তাদের বাধ্য করেছিল থামতে, প্রশ্ন করতে এবং সেই বাস্তবের মুখোমুখি হতে যে নারীরা কী পোশাক পরছেন তা নির্বিশেষে কীভাবে যে কোনও জায়গায় হেনস্থার লক্ষ্যবস্তু হয়ে ওঠেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, মানুষকে বাধ্য করেছিল প্রচলিত ধারণা যে মহিলারা 'উস্কানিমূলক' পোশাক পরে, নিজেদের ওপর হেনস্তা 'ডেকে নিয়ে আসেন', এই ধারণাটি ফিরে দেখতে।

আপনি কি এমন কোনও আন্দোলনের কথা ভাবতে পারেন যার এই বৈশিষ্ট্যগুলি রয়েছে? নির্দিষ্টভাবে লক্ষ্য করে করা অবিচারের একটি গভীর নারীবাদী বিশ্লেষণ, একটি আন্তঃসংযোগকারী পন্থা (কীভাবে বিভিন্ন ক্ষমতার কাঠামো একসঙ্গে কাজ করে), নেতৃত্বের ভূমিকায় অন্যায় দ্বারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত মহিলারা এবং উদ্ভাবনী, লিঙ্গপরিচয় ভিত্তিক কৌশলগুলি?

আন্দোলনের নাম, এটি কোথাকার এবং আপনি কেন এটিকে নারীবাদী আন্দোলন বলে মনে করেন এই উত্তরগুলি সহ আপনার উদাহরণ লিখুন

পার্থক্য কী? নারী আন্দোলন ও নারীবাদী আন্দোলন

নারী আন্দোলন এবং নারীবাদী আন্দোলনের মধ্যে তাহলে পার্থক্য কী? আমরা এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে আসুন আমরা দেখে নিই যে উভয় প্রকারের আন্দোলনে কী মিল রয়েছে: নারী আন্দোলন এবং নারীবাদী আন্দোলন উভয়ই নারী ও মেয়েদের ওপর এবং যে সমস্ত মহিলারা নারী হিসাবে নিজেদের চিহ্নিত করেন তাদের ওপর হওয়া অন্যায় নিয়ে উদ্বিগ্ন। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে হিংসা, বৈষম্য, খাদ্য, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা, অর্থনৈতিক সম্পদ, আয় ইত্যাদির ক্ষেত্রে কম সুযোগ-সুবিধা পাওয়া, অতিরিক্ত কাজের চাপ, তাদের যৌন এবং প্রজনন পছন্দগুলিতে কম নিয়ন্ত্রণ থাকা। উভয় ধরণের আন্দোলনই কীভাবে অন্যান্য সামাজিক অবিচারগুলি নারী ও মেয়েদেরকে ক্ষতি করে সেদিকেও মনোনিবেশ করে। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বর্ণ বা জাতিসত্তা বা ধর্মীয় বৈষম্য, সংঘাত চলাকালীন নারী ও মেয়েদের বিরুদ্ধে যৌনতা কেন্দ্রীক হিংসা, পরিবেশগত অবক্ষয়ের বৃহত্তর প্রভাব, জল বা খাদ্য সংকট, বা তাদের লিঙ্গপরিচয় ভিত্তিক ভূমিকার কারণে মহিলাদের উপর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রভাব।

নারীবাদী আন্দোলন এবং নারী আন্দোলনের মধ্যে সাধারণত *প্রধান পার্থক্য* হলো তাদের বিশ্লেষণ এবং লক্ষ্যগুলিতে। নারীবাদী আন্দোলনগুলি লিঙ্গ বৈষম্যের মূল কারণগুলি নিয়ে আলোচনার চেষ্টা করে এবং নারী আন্দোলন উপসর্গগুলিকে বেশি করে মোকাবেলা করে। পার্থক্যটি বুঝতে সহায়তা করার জন্য এখানে একটি উদাহরণ দেওয়া হল।

পার্থক্য কি?
নারী আন্দোলন ও নারীবাদী আন্দোলন

একটি উদাহরণ

আমরা সারা বিশ্ব এবং বিশেষত দক্ষিণ এশিয়ায় মহিলাদের বিরুদ্ধে হিংসার তীব্র বৃদ্ধি দেখতে পেয়েছি। আমরা আরও দেখেছি যে এই ক্রমবর্ধমান অন্যায় মোকাবেলা করার জন্য ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগুলির হস্তক্ষেপ করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্তর রয়েছে।

স্তর ১

সবচেয়ে প্রাথমিক স্তরে থাকে এমন প্রতিক্রিয়া যা হিংসার অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন মহিলাদের সহায়তা করার চেষ্টা করে: যদি প্রয়োজন হয় তবে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, বা হেনস্থাকারীর থেকে দূরে থাকার জন্য নিরাপদ জায়গার ব্যবস্থা করা (বিশেষত এটি যদি ঘনিষ্ঠ সঙ্গীর দ্বারা ঘটা হিংসা হয়), সেই মহিলাকে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করতে সাহায্য করা বা আইনি সহায়তা প্রদান করা যাতে হেনস্থাকারী শাস্তি পায় এবং মহিলাটি আদালতের মাধ্যমে ন্যায়বিচার পান। **এই সবকিছুই ঐ নির্দিষ্ট মহিলার জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ তবে বৃহত্তর সমস্যার ক্ষেত্রে এর প্রভাব খুবই কম।** যদিও এই সবকিছুই করা হচ্ছে, তবুও যেন আরও বেশি মহিলা এবং মেয়েরা ব্যক্তিগত এবং জন পরিসর উভয় জায়গাতেই সব ধরণের হিংসায় বেশি করে আক্রান্ত হচ্ছেন।

স্তর ২

দ্বিতীয় স্তরের হস্তক্ষেপ বুঝতে পারে যে আরও বড় সমস্যা রয়েছে এবং হিংসা কমাতে আরও সম্মিলিত পদক্ষেপের উদ্দেশ্যে কাজ করে। এই প্রতিক্রিয়াগুলি আবার একটি বিস্তৃত পরিসরে পড়ে, যেমন অসুরক্ষিত অঞ্চলগুলি এড়াতে মহিলাদের সাহায্য করার জন্য হেনস্থা (হ্যারাস) ম্যাপ তৈরি করা, রাস্তায় আরও আলো ও পুলিশি টহলদারি দাবি করা, রিং দা বেল বা বেল বাজাও প্রচার অভিযান করা যা প্রতিবেশীদের উৎসাহিত করেছিল যদি তারা পাশের ফ্ল্যাটে বা বাড়িতে[5] গার্হস্থ্য হিংসা ঘটছে এমন কথা শোনেন তাহলে হস্তক্ষেপ করতে।

যদিও এটি ইতিবাচক এবং সহায়ক পদক্ষেপ, এই বিভাগের কিছু প্রতিক্রিয়া প্রকৃতপক্ষে নারীদের চলাচলকে আরও নজরদারির আওতায় আনে ও সীমাবদ্ধ করে তোলে বা আক্রান্তদেরই দোষ দেয় তাদের পোশাক বা আচরণের কারণে হিংসায় উসকানি দেওয়ার জন্য (৪৫ পাতায় 'আই নেভার আস্ক ফর ইট' প্রচার অভিযান দেখুন)। উদাহরণস্বরূপ, মহিলাদের বাড়িতে থাকতে বলা, বাবা-মাকে বলা তাদের কন্যাকে আরও বেশি নিয়ন্ত্রণ করতে (তাদের পুত্রদের নয়!), বা সঙ্গে পুরুষ থাকলেই শুধুমাত্র মহিলাদের চলাফেরা করার অনুমতি দেওয়া। খুব কম প্রমাণ আছে যে এই পদক্ষেপগুলি – ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয়ই – নারীর বিরুদ্ধে হিংসা কমিয়েছে, যা ক্রমেই বাড়ছে, এবং এরমধ্যে কিছু কিছু কাজ প্রকৃতপক্ষে নারীর স্বাধীনতা এবং অধিকারকে আরও সীমাবদ্ধ করে দেয়, তাদের চলাফেরায় পারিবারিক এবং পুরুষদের নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করে এবং লিঙ্গসাম্যকে একটি দূরবর্তী স্বপ্নে পরিণত করে।

স্তর ৩

মহিলাদের বিরুদ্ধে হিংসার ক্ষেত্রে তৃতীয় স্তরের হস্তক্ষেপ বিষয়টিকে আরও নিয়মানুগ হিসাবে চিহ্নিত করে এবং বিশ্বাস করে যে শক্তিশালী আইন, জরিমানা এবং নীতি হিংসা কমাতে পারে এবং মহিলাদের বৃহত্তর সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারে। ধর্ষণ আইন পরিবর্তন করা যাতে ভুক্তভোগী নয়, অপরাধীর উপর প্রমাণ করার দায় বর্তায়, ধর্ষণ মামলায় প্রমাণের বিধি পরিবর্তন করা, ধর্ষণকারীদের মৃত্যুদণ্ডের বিরাট দাবি ওঠা, কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে যুগান্তকারী ভারতীয় আইন (পিওএসএইচ অ্যাক্ট /POSH Act[6]), #MeToo ধরনের প্রচার কর্মসূচীর মাধ্যমে সমাজের উচ্চশ্রেণীর মহিলা-হয়রানকারীদের নাম-পরিচয় প্রকাশ করে তাদের লজ্জার মধ্যে ফেলা, কারখানা এবং অফিসগুলিতে মহিলাদের জন্য অনেক রাত্রি পর্যন্ত কাজ করার ক্ষেত্রে নিরাপদ পরিবহন এবং দেহরক্ষীর ব্যবস্থা করা, এইসব কিছুই হিংসা কমানোর জন্য আইনী এবং নীতিগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে শক্তিশালী পদক্ষেপ ছিল।

এই কৌশলগুলির মধ্যে অনেকগুলি অবশ্যই দায়মুক্তির অনুভূতি কমিয়েছে যা একসময় প্রায় নিয়ম ছিল, বিশেষত সুবিধাপ্রাপ্ত পুরুষদের ক্ষেত্রে, কয়েকটি শিল্পক্ষেত্রে শ্রমজীবী মহিলাদের ঝুঁকি হ্রাস করেছে, এবং জনসাধারণের চিন্তাভাবনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনেছিল এটা বুঝতে যে মহিলাদের প্রতি এই ধরনের হিংসা প্রকৃতপক্ষে অপরাধ এবং অধিকার লঙ্ঘন, এবং তা সামাজিক সমস্যা, ব্যক্তিগত সমস্যা নয়। কিন্তু কঠোর আইন এবং শাস্তিগুলি ব্যক্তিগত বা জন পরিসরে মহিলাদের প্রতি হিংসা ব্যাপকভাবে কমাতে পেরেছে? না, এগুলি তা করেনি। তবুও, **অনেক নারী আন্দোলনের কর্মীরা এখানেই থামার প্রবণতা দেখিয়েছেন, এমনকি হস্তক্ষেপের প্রথম বা দ্বিতীয় স্তরেও।**

[5] https://en.wikipedia.org/wiki/Bell_Bajao
[6] https://wcd.nic.in/act/sexual-harassment-womenworkplacepreventionprohibition-and-redressal-act-2013act-2013

মূল্ কারণসমূহ

অন্যদিকে নারীবাদী সমাজকর্মীরা এবং আন্দোলনগুলি বুঝতে পারে যে নারীর বিরুদ্ধে হিংসার অবসানের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদী কৌশল প্রয়োজন যা গভীরতম স্তর পর্যন্ত যেতে পারে এবং সমস্যার মূলগুলির মোকাবিলা করে: **পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং পৌরুষের নীতিগুলি যা নারীকে যৌন বস্তু হিসাবে ও পুরুষদের সম্পত্তি হিসাবে স্থান দেয়,** এবং যা নারীদের প্রতি হিংসাকে অনুমোদন ও বৈধতা দিয়েছে, তাকে মহিলাদেরই দায়িত্ব করে তুলে - তাদের পোশাক, কাজকর্ম, চলাফেরার মাধ্যমে - তাদের বিরুদ্ধে হিংসা আটকাতে।

নারীবাদীরা বিশ্বাস করেন যে সমাজ যতক্ষণ পুরুষ এবং ছেলেদের বিশ্বাস করতে দেয় যে কোনও 'অসুরক্ষিত' মহিলা হয়রানি বা হিংসার ন্যায্য লক্ষ্য, অথবা একজন স্ত্রী যদি 'অবাধ্য' হয় বা কোনওভাবে তার স্বামীকে 'অসন্তুষ্ট' করলে স্বামীর অত্যাচার অবশ্যই সহ্য করতে হবে, মহিলাদের বিরুদ্ধে হিংসার অবসান হবে না। এর অর্থ এই নয় যে নারীবাদীরা মনে করেন যে আমরা আগে যে প্রাথমিক দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্তরের উপায়গুলি আলোচনা করেছি সেগুলি অকেজো বা বন্ধ করা উচিত। অন্যদিকে, এগুলি সমস্ত প্রয়োজনীয় এবং মূল্যবান এবং নারীবাদী সংগঠনগুলি এই সমস্ত উপায়গুলি ব্যবহার করেছে। তবে তারা সেখানে থামবে না, কারণ নারীবাদীরা চিহ্নিত করেন যে এই ব্যবস্থাগুলি যথেষ্ট নয়, এবং এই এগুলি নিজে নিজে সমস্যাটি দূর করতে পারে না।

নারীর প্রতি হিংসার উপর সবচেয়ে গভীর এবং কার্যকর স্তরের হস্তক্ষেপ বা সবচেয়ে নারীবাদী হস্তক্ষেপ হলো সচেতনতা তৈরি করা এবং এর মূল কারণগুলি চিহ্নিত করার জন্য বিপুল সংখ্যক জনগণকে সচল করা এবং তাদের নিজেদের মধ্যে থেকে, তাদের পরিবার ও বাড়ি, তাদের বন্ধুরা, তাদের রাস্তাঘাট এবং পাড়া এবং গ্রামগুলি একটি গভীর পরিবর্তন প্রক্রিয়ার অংশ হয়ে ওঠা। একটি নারীবাদী পরিবর্তনের কৌশল পৌরুষের পুরো কাঠামো পরিবর্তন করা, এই ভাবনার পরিবর্তন করা যে কে একজন 'সত্যিকারের পুরুষ', ছেলেদের বড় করে তোলার পদ্ধতি এবং মহিলাদের প্রতি তাদের মনোভাব পরিবর্তন করা এবং প্রতিটি বাড়িতে, স্কুল, গোষ্ঠীর মধ্যে এমন নতুন পুরুষ রোল মডেল তৈরি করা যাদের পুরুষত্ব মহিলাদের দাবিয়ে রাখা বা তাদের শরীর ও তাদের অধিকার লঙ্ঘন করার উপর নির্ভর করে না।

এটি, এক অর্থে, নারীবাদী আন্দোলন এবং নারী আন্দোলনের মধ্যে পার্থক্যের সারমর্ম। নারীবাদী আন্দোলন চিহ্নিত করে যে পিতৃতন্ত্রর – অন্যান্য ক্ষমতার কাঠামো যেমন জাতি, শ্রেণি, ধর্ম, অবস্থান, ভিন্ন ভিন্নতা ইত্যাদির সঙ্গে কাজ করা - নারী ও মেয়েদের প্রতি অবিচারের মূল কারণ। নারী আন্দোলন এই ধারণাটি সম্পর্কে সবসময় স্বচ্ছন্দ নয়, বা এই আন্তঃসংযোগকারী ক্ষমতার কাঠামোগুলির প্রভাবগুলি মোকাবিলা করতে পছন্দ করে।

সেইসব কৌশল যা কেবল মহিলাদের **অবস্থার** উন্নতি করে কিন্তু তাদের **অবস্থান** স্পর্শ করে না লিঙ্গসাম্য অর্জনে আমাদের সহায়তা করবে না, কারণ সেগুলি সমস্যার মূলে পৌঁছচ্ছে না। দুর্ভাগ্যক্রমে, অনেক নারী আন্দোলন এমন মানুষের দ্বারা পরিচালিত হয় যারা নারীবাদ সম্পর্কে অস্বস্তিবোধ করেন বা নারীবাদকে ইতিবাচকভাবে প্রত্যা খ্যান করেন এবং পিতৃতন্ত্রকে বরং 'পুরুষ আধিপত্য'-র মতো অন্য কিছুবলে অভিহিত করেন। তারা নারীবাদী হিসাবে তকমা পেতে চান না কার ণ বহু সমাজে নারীবাদ সম্পর্কে ছুৎমার্গ আছে।

আমরা আসলে লিঙ্গ বৈষম্য বোঝার পন্থাগুলিকে পরিবর্তনের পথে বিভিন্ন বিষয় হিসাবে দেখতে পারি, যা দেখলে মনে হয়, প্রতিটি স্তর একটি উচ্চতর লক্ষ্য এবং বুঝতে পারা ও কাজকর্মের এক গভীর স্তরের দিকে চলেছে।

লিঙ্গ সমতার পথে বিভিন্ন পদক্ষেপ

১

দাতব্য/কল্যাণমূলক পন্থা

'দরিদ্র মেয়ে'

প্রথম পদক্ষেপের কৌশলগুলি শুধুমাত্র অন্যায় দ্বারা আক্রান্ত নারী ও মেয়েদের সাহায্য করার চেষ্টার সাথে সম্পর্কিত, মূল কারণগুলি বুঝতে চেষ্টা করার সঙ্গে নয়। এগুলি মূলত ব্যক্তিমানুষের প্রতিক্রিয়া, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সহায়তা প্রদান, যেমন বিধবা বা পরিত্যক্ত মহিলাদের জন্য উপার্জন কর্মসূচি, অপুষ্ট মেয়েদের জন্য পুষ্টি প্রকল্প, বা তাদের বৈবাহিক সম্পর্কের বাড়িতে হিংসার মুখোমুখি হওয়া মহিলাদের জন্য উদ্ধারের পর থাকার আশ্রয়।

২

নারীর ক্ষমতায়ন

'এটা ঠিক নয়'

পরবর্তী স্তরে থাকে সেই মধ্যস্থতাকারী সিদ্ধান্তগুলি যেখানে বুঝতে পারা যায় যে আরও অনেক বেশি সুসংবদ্ধ কিছু চলছে, বিরাট সংখ্যক মেয়ে এবং মহিলা একই ধরণের সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন এবং তাদের সামাজিকভাবে ক্ষমতায়ন করার পাশাপাশি ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও সহায়তা দেওয়া দরকার। তারা দেখেন যে এখানে বিস্তারিত পরিসরে বৈষম্য রয়েছে এবং বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করতে মহিলাদের একত্রিত করে সংগঠিত করার চেষ্টা করেন।

৩

লিঙ্গ সমতা/নারীদের অধিকার

'নারী ও পুরুষ সমান হওয়া উচিত'

তৃতীয় স্তরে রয়েছে সেই হস্তক্ষেপগুলি যা পিতৃতন্ত্রকে লিঙ্গ বৈষম্যের মূল কারণ হিসাবে এবং লিঙ্গ সমতাকে তাদের দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য বলে চিহ্নিত করে। তারা এমন কৌশলগুলি ব্যবহার করে যার অন্তর্ভুক্ত থাকে পরিষেবা, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং নারীদের তাদের অধিকারের দাবিতে সচল করা এবং তা করতে গিয়ে পুরুষ পক্ষপাতমূলক আইন ও নীতিগুলিকে চ্যালেঞ্জ করা। যাইহোক, তারা সর্বদা বৃহত্তর ব্যবস্থাগুলিকে প্রশ্ন নাও করতে পারে যার মধ্যে সমতা অনুসন্ধান করা হয়, বা পিতৃতান্ত্রিকতা জারি থাকে যেগুলির মধ্যে ও যেগুলির মাধ্যমে এমন আরও অনেক অন্যায্য ক্ষমতার কাঠামোগুলি বিষয়ে কথা বলে না (শ্রেণি, বর্ণ, জাতিসত্তা, ধর্ম, যৌন প্রকাশ এবং লিঙ্গ পরিচয়, সক্ষমতা, পেশা ইত্যাদি)।

৪

নারীবাদী সামাজিক রূপান্তর

'সকলের জন্য সমতা ও ন্যায়বিচার'

চূড়ান্ত পর্যায়ে এমন সংস্থাগুলি এবং আন্দোলনগুলি রয়েছে যেগুলি উপলব্ধি করে লিঙ্গ সমতা সার্থক হতে পারে না সেই বৃহত্তর আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে যা অন্যায়ের এবং অসম। এই স্তরের আন্দোলনটি একটি আন্তঃসংযোগকারী পন্থা গ্রহণ করে এবং ক্ষমতার সমস্ত কাঠামোকে রূপান্তরিত করতে চেষ্টা করে – শুধু একা লিঙ্গ পরিচিতি নির্ভর ক্ষমতা নয় -যা মানুষকে নিপীড়ন করছে এবং এই গ্রহকে ধ্বংস করছে। তারা সমস্ত প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থা পুনর্গঠনের একটি দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে যেগুলি অন্যায় ও অসমানতা তুলে ধরে - নারীবাদী সামাজিক রূপান্তরের মাধ্যমে।

৪

আন্দোলনগুলি কীভাবে শুরু হয়?

কিছু আন্দোলন
আগুনের মতো শুরু হয়।
এমন একটি স্ফুলিঙ্গ যা
মানুষের হৃদয়ে ক্ষোভের
শিখা জ্বালায়।

আমরা বিশ্বজুড়ে সামাজিক আন্দোলনের ইতিহাসের দিকে তাকাই, বর্তমানে আমাদের চারপাশে যে আন্দোলনগুলি চলছে সেগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে তাহলে দেখতে পাব যে, আন্দোলনগুলি তিনটি মূল উপায়ে শুরু হয়:

- একটি স্ফুলিঙ্গের মাধ্যমে যা জুলুমের বিরূদ্ধে ক্ষোভের আগুন জ্বালিয়ে দেয়
- সচেতন, ইচ্ছাকৃত আন্দোলন-নির্মাণ প্রক্রিয়াগুলির মাধ্যমে
- সেইসব ব্যক্তি বা সংস্থাগুলির নেটওয়ার্কিংয়ের মাধ্যমে যারা কোনও নির্দিষ্ট বিষয় বা পরিবর্তনের অ্যাজেন্ডা পরিবর্তনের নিয়ে কাজ করে

আসুন আমরা আরও বিস্তারিতভাবে এই পথগুলি বিশ্লেষণ করি প্রত্যেকটির সুদৃঢ় উদাহরণসহ।

নেপালে শক্তি সমুহ পাচারের সার্ভাইভার-রা শুরু করেন।

https://www.shaktisamuha.org.np

শ্রীলঙ্কাতে মাদার্স এগেইনস্ট ওয়ার সে দেশে গৃহযুদ্ধের সময় গড়ে ওঠে। (পৃষ্ঠা ৬০)

দি হিল ওমেন'স ফেডারেশন বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলায়, সৈন্যদের দ্বারা আদিবাসী মহিলাদের ধর্ষণের বিরুদ্ধে ক্ষোভের কারণে শুরু হয়েছিল।

https://www.iwgia.org/en/bangladesh/3235-indigenous-women-target-of-rape-in-land-related-conflicts-in-bangladesh.html

মনিপুরের মহিলাদের 'মেইরা পাইবি' (মহিলা মশালধারী) সৈন্যদের দ্বারা আদিবাসী মহিলাদের যৌন নিপীড়নের কারণে জ্বলে উঠেছিল।

https://www.indiatoday.in/india/story/if-you-remember-manipuri-women-only-for-nude-protest-against-army-think-again-1436411-2019-01-22

গ্রেটা থুনবার্গ সুইডেনের এক কিশোরী স্কুল ছাত্রী যিনি জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূদ্ধে বিশ্বব্যাপী স্কুল শিক্ষার্থীদের আন্দোলন শুরু করেন। *https://www.bbc.co.uk/newsround/47467038*

যৌনকর্মীদের নেটওয়ার্ক বাংলাদেশ পুলিশের দ্বারা যৌনকর্মীদের হয়রানি এবং তাদের বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করার কারণে শুরু হয়েছিল।

https://www.naripokkho.org.bd – Bangla only

মাদার্স এগেইনস্ট ওয়ার শ্রীলংকা

সেই 'স্ফুলিঙ্গ' যা থেকে একটি আন্দোলন জ্বলে উঠেছিল: শিশু এবং পরিবারের সদস্যদের অন্তর্ধান/অপহরণ

১৯৮৩ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত শ্রীলঙ্কা দীর্ঘকালীন গৃহযুদ্ধের মধ্য দিয়ে গিয়েছিল, যা ছিল শ্রীলংকার রাষ্ট্রর সঙ্গে আর লিবারেশন টাইগার্স অফ তামিল ইলম (এলটিটিই)বাহিনীর যারা দেশের উত্তর ও পূর্বে একটি পৃথক তামিল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করে যাচ্ছিল। যুদ্ধের সময় একটি অনুশীলন যা মহিলাদের গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল তা ছিল তাদের কিশোর বয়সী সন্তানদের অপহরণ বা পরিবারের অন্য সদস্যদের অন্তর্ধান, এলটিটিই এবং শ্রীলঙ্কা সরকার উভয় বাহিনীর হাতে।

কয়েকজন মায়েরা মিলিত হয়ে কিছু করার সিদ্ধান্ত নেন: তারা একসঙ্গে একটি নিকটস্থ সামরিক শিবির/আটক কেন্দ্রে গিয়েছিলেন, এবং সেটার বাইরে প্ল্যাকার্ড নিয়ে এবং তাদের সেইসব প্রিয়জনদের ছবি তুলে ধরে দাঁড়িয়েছিলেন যারা আটক ছিলেন বা নিখোঁজ হয়েছিলেন।

আরো পড়ুন

https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/sri-lanka/289-sri-lankas-conflict-affected-women-dealing-legacy-war

https://www.bbc.com/news/world-asia-45474584

http://www.isiswomen.org/index.php?option=com_content&view=article&id=591:-women-and-peace-in-sri-lanka&catid=130&Itemid=452

https://www.aljazeera.com/indepth/inpictures/2015/12/scars-sri-lanka-civil-war-151221062101569.html

তাঁরা তথ্য এবং সক্রিয় হওয়ার দাবিতে, সত্য অনুসন্ধানে এবং ন্যায়বিচারের দাবিতে স্লোগান তুলেছিলেন। শীঘ্রই, তাদের এই কাজ এমন এক দৃঢ় আন্দোলনের সূচনা করে যেখানে হাজার হাজার অন্যান্য সংঘাত-আক্রান্ত নারী প্রতিবাদ গড়ে তুলেছিলেন তাদের প্রিয়জনদের নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার জন্য, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই যা দৃষ্টি আকর্ষণ ও প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে অনুঘটকের কাজ করেছিল।

এই গল্পটি আমাদের দেখায় যে কখনও কখনও মানুষের হৃদয়ে ক্রোধ এবং বেদনা এমন আগুন জ্বালাতে পারে যা ছড়িয়ে পড়ে এবং একটি শক্তিশালী, দীর্ঘমেয়াদী আন্দোলনে পরিণত হয়।

নিজেরা করি বাংলাদেশ

নিজেরা করি ১৯৮০ সাল থেকে বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি জেলাতে শ্রমজীবী দরিদ্রদের আন্দোলন সংগঠন ও নির্মাণে জড়িত আছে। এটি ধারাবাহিকভাবে এই অঞ্চলের এন.জি.ওদের পরিষেবা সরবরাহের ভূমিকাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এটি দারিদ্র্যের সমস্যাটিকে কেবলমাত্র সম্পদের অভাব নয়, স্বর, প্রতিনিধিত্ব এবং সংস্থার অভাবের ক্ষেত্রেও সংজ্ঞায়িত করে। সেইজন্য, এটি কেবল ব্যক্তিমানুষের বঞ্চনা নয় বরং সমাজে অন্তর্নিহিত কাঠামোগত বৈষম্যগুলির বিষয়ে কথা বলার চেষ্টা করে। **নিজেরা করি, ইংরাজীতে যার অর্থ "We do It ourselves"। সংগঠনটি নিজের নাম সার্থক করেছে দরিদ্রদের সম্মিলিত ক্ষমতা তৈরি করা ও তাদের অধিকার সম্পর্কে জানা ও তা দাবি করার মধ্যে দিয়ে।**

নিজেরা করি প্রান্তিক মানুষ - বিশেষত মহিলাদের - দেশজুড়ে প্রায় ৮,৬২২টি গোষ্ঠীতে সংগঠিত করেছে, যাতে রয়েছেন ১৮০,০০০ সদস্য রয়েছে, যার মধ্যে অর্ধেক মহিলা। এই গোষ্ঠীগুলি সাপ্তাহিক ভিত্তিতে মিলিত হয়, একটি সম্মিলিত সঞ্চয় তহবিল (মহাজন এবং পৃষ্ঠপোষকদের উপর নির্ভরতা কমাতে) টাকা জমা রাখেন, সদস্যদের সাংগঠনিক দায়িত্ব নিতে নির্বাচন করেন এবং বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণে অংশ নেন। গোষ্ঠীগুলি পরিণত হওয়ার সাথে সাথে তারা এন.কে. (নিজেরা করি) থেকে আরও স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে, তাদের নিজেদের সভা ডাকে নিজেদের কাজের পরিকল্পনা করে। এন.কে. বৃহত্তর ক্ষেত্রে যে কর্মকান্ড এবং স্থানীয়, আঞ্চলিক এবং জাতীয় স্তরে মধ্যস্থতা এবং সচেতনতামূলক প্রচার সহায়তা প্রয়োজন সেখানে সহায়তা প্রদান করতে থাকে। এটি সমাজ পরিবর্তনের বৃহত্তর লক্ষ্য অর্জনে এই ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা বাড়ায়।

আরো পড়ুন

http://nijerakori.org/history/

https://www.jstor.org/stable/40795679?read-now=1&seq=5#metadata_info_tab_contents

আন্দোলনগুলি ইচ্ছাকৃত আন্দোলন-নির্মাণ প্রক্রিয়াগুলির মাধ্যমে উঠে আসতে পারে, **যে খানে কিছু ব্যক্তি বা একটি সংস্থা - মহিলা সংগঠন, যুবতী মহিলাদের দল, নারীবাদী সমষ্টি, এনজিও – সিদ্ধান্ত নেয় যে যাদের উপর এক বা একাধিক অবিচার নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে তাদের কেন্দ্র করে সচল করবে। দক্ষিণ এশিয়া জড়ু নারী অধিকার ও নারীবাদী আন্দোলনকর্মীদের দ্বারা গড়ে ওঠা, তবে এখানে কয়েকটি উদাহর ণ রয়েছে যা সম্পর্কে আপনি আরও পড়তে পারেন।**

পিঞ্জরা তোড় ইন্ডিয়া

https://en.wikipedia.org/wiki/Pinjra_Tod

গার্লস অ্যাট ধাবাস পাকিস্তান

https://en.wikipedia.org/wiki/Girls_at_Dhabas

জনজাতি মুভমেন্ট নেপাল

http://www.martinchautari.org.np/mc/files/pratyoush_onta_11(2)(1).pdf

দলিত মহিলা সমিতি ইন্ডিয়া (৬৫ পাতায়)

https://www.awid.org/sites/default/files/atoms/files/changing_their_world_-_dalit_womens_movement_in_india.pdf

একাল নারী শক্তি সংগঠন ইন্ডিয়া

http://www.streeshakti.com/Collection-Safe-Haven.aspx

নিজেরা করি বাংলাদেশ (৬২ পাতায়)

https://nijerakori.org/

দলিত মহিলা সমিতি ইন্ডিয়া

দলিত মহিলা সমিতি (ডিএমএস) উত্তর ভারতের উত্তর প্রদেশ রাজ্যে ২০০২ সালে জন্ম নেয়। এটি সেই দলিত মহিলাদের আন্দোলনের একটি সংগঠন যারা নিজেদের দলিত পরিচয় দানি করার লক্ষ্যে কাজ করছেন, সেই অঞ্চলে বর্ণ সমীকরণের রূপান্তর এবং দলিত মহিলাদের স্বার্থ পূরণের জন্য স্থানীয় মহিলাদের নেতৃত্বে আনতে কাজ করে। ডিএমএস উঠে আসে একটি নারীবাদী এনজিও ভানাঙ্গানার আন্দোলন তৈরির কাজের ফলশ্রুতি হিসাবে, যারা আশির দশকের শেষের দিক থেকে দলিত মহিলাদের সচল ও সংগঠিত করেছিল তাদের নিজস্ব আন্দোলন গড়ে তুলতে।

অস্পৃশ্যতার বিষয়টি সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করতে ডিএমএস নসৃজনশীল পদ্ধতি ব্যবহার করে। তারা এমন নারী অভিনেতাদের প্রশিক্ষণ দেয় যারা গ্রাম থেকে গ্রামে গিয়ে বর্ণ ব্যবস্থা এবং অস্পৃশ্যতার উপর নাটক উপস্থাপন করেন, এবং তারপরে প্রতিটি গ্রামে মহিলা সদস্যদের তালিকাভুক্ত করে যারা এই ধরনের প্রথাগুলির অবসানের জন্য কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেন। তারা পুরুষদেরও আমন্ত্রণ জানায় 'সাথীদার' – সমর্থন/সাহায্য দেন যারা তেমন কেউ হওয়ার জন্য। ডিএমএস পরিবার এবং ব্যক্তিমানুষের পরিসরে বৈষম্যমূলক আচরণের পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করে। এই আন্দোলনটি স্কুলের শিশুদের জন্য মিড-ডে মিল-এর মতো সরকারি প্রকল্পের উপরেও কাজ করে, এটা সুনিশ্চিত করতে যে দলিত শিশুদেরও অন্যান্য জাতের শিশুদের পাশে বসানো হয় ও খাওয়ানো হয়।

আরো পড়ুন:
https://www.awid.org/sites/default/files/atoms/files/changing_their_world_-_dalit_womens_movement_in_india.pdf

অনেক আন্দোলন রয়েছে যেগুলি তৈরি হয়েছে তখনই যখন কিছু ব্যক্তি এবং সংগঠন জাতীয়, আঞ্চলিক বা আর্ন্তজাতিক স্তরে একত্রিত হয় এবং তাদের একটি সমমনোভাবাপন্ন রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা এবং লক্ষ্য রয়েছে। এগুলিকে 'মেশওয়ার্ক' বলা হয় - যার অর্থ ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং সংস্থাগুলির দ্বারা সক্রিয় আন্দোলনের আন্তর্জাল যারা একে অপরের সঙ্গে একটি কারণ বা লক্ষ্যের জন্য সংযুক্ত হতে পারে।

নাগরিক আওয়াজ নেপাল *https://www.peaceinsight.org/conflicts/nepal/peacebuilding-organizations/nagarik-aawaz/* (৬৪ পাতায়)

নারীপক্ষ বাংলাদেশ
www.naripokkho.org.bd – Bangla only

ন্যাশনাল নেটওয়ার্ক অফ সেক্স ওয়ার্কার ইন্ডিয়া
http://nnswindia.org

ইন্টারন্যাশনাল নেটওয়ার্ক অফ ওমেন উইথ ডিসএবিলিটিজ *https://inwwd.wordpress.com*

স্লাম অ্যান্ড শ্যাক ডুয়েলার ইন্টারন্যাশনাল
https://en.wikipedia.org/wiki/Slum_Dwellers_International

গ্রুটস দ্য হুআইরু কমিশন
The Huairou Commission https://huairou.org/mission

উইগো (উওমেন ইন দ্য ইনফর্মাল ইকোনমি গ্লোবালাইজিং অ্যান্ড অর্গানাইজিং) *https://wiego.org* (৬৭ পাতায়)

নাগরিক আওয়াজ নেপাল

নেপাল দীর্ঘ দশ বছর ধরে চলা গৃহযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে যা সবেমাত্র ২০০৬ সালে শেষ হয়। দশ বছরের দীর্ঘ গৃহযুদ্ধের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলো যেটা কেবল ২০০৬ সালে শেষ হয়। ২০০১ সালে, যখন সশস্ত্র সংঘাত শীর্ষে পৌঁছেছিল এবং নারী ও শিশুদের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলছিল, সেই সময়ে উন্নয়ন বিষয়ক একটি দল এবং নারী অধিকারের আন্দোলনকারীরা কিছু পদক্ষেপ নিতে একত্রিত হয়েছিল। তারা নাগরিক আওয়াজ নামে একটি মঞ্চ গড়ে তোলে - "নাগরিকের কণ্ঠস্বর" (দ্য ভয়েস অফ দ্য সিটিজেন) – এবং একটি আন্দোলন শুরু করেছিল শান্তির জন্য ও সংঘাত বিধ্বস্ত এলাকাগুলিতে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকা মানুষদের নিরাপত্তার জন্য। অনেক সামাজিক ন্যায়বিচারের সংগঠন শীঘ্রই এতে যোগদান করে। তারা সংঘাতের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাবগুলি বুঝতে এবং সক্রিয়ভাবে শান্তির জন্য কাজ করতে বিভিন্ন দল ও রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সংলাপ শুরু করে। নাগরিক আওয়াজ তরুণদের শান্তি গড়ে তুলতে প্রধান ভূমিকা নিতে সচল করতে এবং দেশে শান্তি ও ন্যায়বিচারের সংস্কৃতি প্রচারের লক্ষ্যে কাজ করতে দৃঢ়ভাবে মনোনিবেশ করেছিল। এই মঞ্চটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, অন্যান্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ভূমিকা যারা নিয়েছিলেন তাদের মধ্যে অংশীদারিত্ব তৈরিতে, শান্তি প্রতিষ্ঠায়, এবং গৃহযুদ্ধ চলাকালীন এবং পরবর্তী সময়ে সংঘাত-বিধ্বস্ত ও প্রান্তিক তরুণ প্রজন্ম ও মহিলাদের জন্য সুরক্ষা-জাল তৈরিতে।

নাগরিক আওয়াজের উদাহরণ আমাদের দেখায় যে ব্যক্তি এবং সংস্থা উভয়ই যখন একটি একই ধরনের অ্যাজেন্ডা বা লক্ষ্যকে ঘিরে একত্রিত হয় তখন কীভাবে আন্দোলনগুলি উঠে আসতে পারে।

আরো পড়ুন:

https://www.peaceinsight.org/conflicts/nepal/peacebuilding-organizations/nagarik-aawaz/

https://www.facebook.com/naforpeace/

ডব্লিউআইইজিও (উইগো) – উওমেন ইন দ্য ইনফর্মাল ইকোনমি গ্লোবালাইজিং অ্যান্ড অর্গানাইজিং

উইগো একটি আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক যা অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতিতে শ্রমজীবী দরিদ্র বিশেষত মহিলাদের জন্য জীবিকা সুনিশ্চিত করার উপর কাজ করে। উইগো অনানুষ্ঠানিক ক্ষেত্রের কর্মীদের আন্দোলনকে সমর্থন করে - যেমন গৃহশ্রমিক এবং রাস্তার বিক্রেতারা - বিশেষত মহিলা শ্রমিকদের, গবেষণা, দক্ষতা তৈরি, সচেতনতামূলক প্রচার এবং একটি বিশ্বব্যাপী স্থান এবং স্বর প্রদানের মাধ্যমে।

নেটওয়ার্ক তিনটি বিস্তৃত ক্ষেত্র থেকে ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান নিয়ে গঠিত: অনানুষ্ঠানিক ক্ষেত্রের কর্মীদের সদস্যপদভিত্তিক (এমবিও) সংগঠন যেমন ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায় এবং কর্মীদের সমিতি; গবেষকরা এবং পরিসংখ্যানবিদরা যারা অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতি এবং অনানুষ্ঠানিক শ্রমিকদের বিষয় নিয়ে গবেষণা করেন; এবং উন্নয়ন সংস্থা (আন্তঃসরকারী, সরকারী এবং বেসরকারী) থেকে অনুশীলনকারীরা যারা বিভিন্ন উপায়ে অনানুষ্ঠানিক কর্মীদের সাথে জড়িত।

উইগোর প্রাতিষ্ঠানিক সদস্যদের মধ্যে রয়েছে ইন্টারন্যাশনাল ডমেস্টিক ওয়ার্কার্স ফেডারেশন, স্ট্রিটনেট (ইন্টারন্যাশনাল স্ট্রিট ভেন্ডার্স নেটওয়ার্ক), হোমনেট সাউথ এশিয়া অ্যান্ড সাউথ-ইস্ট এশিয়া (গৃহ-ভিত্তিক কর্মীদের ফেডারেশন) এবং ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ ফুড এন্ড অ্যালায়েড ওয়ার্কার্স, যারা একসঙ্গে বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে থাকা দশ লক্ষেরও বেশি অনানুষ্ঠানিক ক্ষেত্রের কর্মীদের প্রতিনিধিত্ব করে।

আরো পড়ুন:

https://www.wiego.org/about-us

৫

আন্দোলনগুলি কীভাবে গড়ে ওঠে?

আন্দোলন এমন পরিসর তৈরী করা থেকে গড়ে ওঠে যেখানে মানুষ একত্রিত হয়ে কোনও বিষয়ের মূলগত চিন্তাভাবনা ভাবতে, কথা বলতে, এবং তাদের বাস্তব বদলে দেওয়ার জন্য বৈপ্লবিক পরিকল্পনা করতে পারে।

আন্দোলনের গড়ে ওঠা বোঝার সেরা উপায়গুলির মধ্যে একটি হল একটি আসল আন্দোলনের গল্পের মধ্যে দিয়ে। দক্ষিণ এশিয়ায় শত শত আন্দোলন, এবং বিশ্বজুড়ে হাজার হাজার আন্দোলন রয়েছে যার মধ্যে অনেকগুলিই নারীবাদী আন্দোলন... সুতরাং একটি আন্দোলনের গল্প বেছে নেওয়া সহজ নয়।

যাইহোক, আমরা নিম্নলিখিত গল্পটি বেছে নিয়েছি কারণ এটি আমাদের আন্দোলন গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলি দেখায়।

স্টেপস অ্যান্ড দি উওমেনস জামাত মুভমেন্ট

তামিলনাড়ু, ভারত

১৯৯০ সালে, যখন তিনি মাত্র ২২ বছর বয়সী ছিলেন, দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যের ছোট শহর পুড়ুকোট্টাইয়ের শরীফা দাউদ খানুম অনুবাদক হিসাবে ভারতে একটি জাতীয় মহিলা সম্মেলনে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি সেখানে শোনা যন্ত্রণা, শোষণ, নিপীড়ন, প্রতিরোধ, সাহস এবং ন্যায়বিচারের জন্য সংগ্রামের গল্পগুলি শুনে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন হয়েছিলেন এবং অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে ফিরে গিয়ে তার নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যে যে মহিলারা বৈষম্য ও হিংসার সম্মুখীন হন তাদের জন্য কাজ করবেন।

ফিরে আসার পরে, তিনি সক্রিয়ভাবে পৌঁছেছিলেন ও রাজি করিয়েছিলেন কয়েকজন সমমনস্ক নারী ও মহিলাকে তার সঙ্গে যোগ দিয়ে একটি সংগঠন গড়ে তোলার জন্য যা পুড়ুকোট্টাই জেলায় নারীর ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করবে: তাঁরা এর নাম দিয়েছিলেন স্টেপস।

স্টেপস নারীদের প্রতি হিংসা ও লিঙ্গ বৈষম্যের বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে পোস্টার কর্মসূচী এবং স্কুলে মেয়েদের আত্মরক্ষার কোর্স করানোর মধ্যে দিয়ে কাজ শুরু করেছিল। তারা প্রান্তিক মহিলাদের জন্য সরকারি কর্মসূচীগুলির রূপায়ণও করেছিলেন বিশেষত অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা এবং সঞ্চয় ও ঋণ প্রকল্প। অনেক মুসলিম মহিলা সঞ্চয় এবং ঋণ গোষ্ঠীগুলিতে যোগ দিয়েছিলেন এবং তাদের জীবনে তারা যেসব সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছিলেন সে সম্পর্কে একে অপরের সাথে কথা বলতে শুরু করেছিলেন – গার্হস্থ্য হিংসা, স্বামীদের দ্বিতীয় স্ত্রীকে বিয়ে করা এবং কোনও সম্পদের সংস্থান ছাড়াই তাদের বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া, বাচ্চাদের হেফাজত না পাওয়া, পিতার দ্বারা কন্যাকে যৌন নির্যাতন এবং তিন তালাকের মাধ্যমে বিবাহবিচ্ছেদ। শরিফা বুঝতে পেরেছিলেন যে তাদের জীবনে

অনেক বেশি মৌলিক এবং গুরুতর এই সমস্যাগুলি নিয়ে কথা না বলে এই মহিলাদের ঋণ এবং সাক্ষরতা প্রদান অর্থহীন।

তিনি আরও দেখেছিলেন যে এই মহিলারা যখন তাদের সম্প্রদায়ের পরিষদ (কমিউনিটি কাউন্সিল)জামাতের কাছে বিচারের জন্য যেতেন, জামাত সর্বদা পুরুষদের পক্ষে রায় দিত। এটিও ছিল পুরুষের আধিপত্য মেনে চলা একটি সংগঠন ছিল। শরীফা নিশ্চিত হয়েছিল যে কোরানে (ইসলামের পবিত্র পুস্তক) এবং শরীয়াতে (ইসলামী আইনগুলির বই) এই জাতীয় অন্যায়ের কোনও অনুমোদন থাকতে পারে না, তাই তিনি এবং তার মূল দলের সদস্যরা দু'টি বই-ই পড়তে শুরু করেছিলেন। তারা শীঘ্রই বুঝতে পেরেছিল যে শরীয়ার নির্দেশিকাগুলি বিকৃত করা হয়েছে ও ভুল অর্থ করা হয়েছে মহিলাদের উপর পুরুষের ক্ষমতা এবং নিয়ন্ত্রণকে তুলে ধরার জন্য।

তাই, স্টেপস মহিলাদের জন্য শরীয়া বিষয়ক ওয়ার্কশপ শুরু করেছিল, এবং যৌতুক, বিবাহবিচ্ছেদ, গার্হস্থ্য হিংসা, শিশুর হেফাজত এবং নির্যাতনের সাথে জড়িত বিষয়ে অন্যায় বিচারকে চ্যালেঞ্জ জানাতে মহিলাদের সহায়তা করতে শুরু করেছিল। কিন্তু এটির তীব্র বিপরীত প্রতিক্রিয়া হয়। পুলিশের থেকে সহায়তা পাওয়ার চেষ্টারও উল্টো ফল হয়, কারণ পুলিশ এই 'ব্যক্তিগত' ও 'সম্প্রদায়' সংক্রান্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে অনিচ্ছুক ছিল এবং বিষয়টি আবার জামায়াতের কাছে ফিরিয়ে দিত।

শরীফা এবং তার দল তখন মুসলিম মহিলাদের একটি ফেডারেশন তৈরি করার এবং তাদের নিজস্ব জামাত তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, যার নাম দিয়েছিলেন তামিলনাড়ু মুসলিম মহিলা জামাত। স্থানীয় ধর্মীয় নেতারা তৎক্ষণাৎ এটিকে অবৈধ ঘোষণা করে এবং শরীফাকে সমাজ থেকে বহিষ্কারের হুমকি দিয়েছিলেন। শরীফা তাদের অস্বীকার করেছিলেন: "যখন এই সম্প্রদায়ের প্রতিটি মুসলমান পুরুষ যৌতুক নেওয়া বন্ধ করবেন এবং মেহের (ইসলামী ব্যবস্থায় কনেকে দেওয়া অর্থমূল্য) দেওয়া শুরু করবেন তখন আমি বোরখা পরা শুরু করব!" তিনি ভয় পাননি কারণ আন্দোলনটি খুব জোরদার হয়ে উঠেছিল।

ফেডারেশন পরিবর্তনের একটি স্পষ্ট অ্যাজেন্ডাও তৈরি করেছিল:

- মুসলিম মহিলাদের একত্রিত হতে এবং একটি নিরাপদ স্থান পেতে **সহায়তা** করা যেখানে তাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন ।
- মুসলিম পুরুষ নিয়ন্ত্রিত জামাত থেকে মুসলিম মহিলাদের **মুক্ত** করা এবং স্থানীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি নতুন সামাজিক অবস্থান তৈরী করা।
- পক্ষপাতদুষ্ট ও পুরুষকেন্দ্রীক রায়ের সংখ্যা কমানোর জন্য মূল জামাতের অভ্যন্তরে সঠিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার **প্রচার** করা।
- একতরফা এবং নির্বিচারে 'তালাক' (ডিভোর্স)-এর সংখ্যা **হ্রাস** করা।
- মুসলিম মহিলাদের মধ্যে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের **প্রচার** করা।
- ধর্ম নির্বিশেষে সকল সদস্যের অধিকার এবং ন্যায়বিচারের জন্য **কাজ** করা।

মহিলাদের জামাত সাহসিকতার সঙ্গে এগিয়ে চলেছিল, এ বং দ্রুত সুবিচার, পদ্ধতিগত নির্ভুল তা এ বং নিরপেক্ষতার জন্য খ্যাতি অর্জন করেছিল। কয়েক বছর পরে, ধর্মীয় নেতাদের সতর্ক তা সত্ত্বেও পুরুষরাও ন্যায়বিচারের জন্য মহিলা জামাতের কাছে আসতে শুরু করেছিলেন। তাদের কাজ দেখে মুগ্ধ হয়ে স্থানীয় জেলা প্রশাসক স্টেপস-র একটি মহিলা কেন্দ্র তৈরির জন্য জমি প্রদান করেছিলেন, যা শীঘ্রই স্টেপস-এর অফিস, সভা স্থান, সঙ্কট এ বং আশ্রয় কেন্দ্রে পরিণত হয়।

২০১০ সালের মধ্যে, আন্দোলন এ বং মহিলা জামাত শক্তিতে বৃদ্ধি পেয়েছিল। শরীয়া আইনের অধীনে থাকা তাদের অধিকারের পাশাপাশি ভারতীয় সংবিধানের আওতায় তাদের যে অধিকার সেই সম্পর্কেও মহিলাদের শিক্ষিত করেছিল; আন্দোলনের কিছুনির্বাচিত নেতাদের প্রশিক্ষিত করেছিল - বিশেষত তালাকপ্রাপ্ত, পরিত্যক্তা ও বিধবা মহিলা। মামলার তদন্ত ও সমাধানের জন্য আইনী সহায়তা কেন্দ্র তৈরি করেছিল; তাদের কাছে আনা প্রায় ২০০ টি মামলায় সালিশী করেছে ও রায় দিয়েছে; এবং পুরুষদের সচেতন করেছে মহিলাদের প্রতি হিংসা ও মহিলাদের অধিকার বিষয়ে, এমনকি যা শরীয়া আইনের অন্তর্ভুক্ত সে বিষয়েও। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, মহিলা জামাত একটি মহিলাদের মসজিদ নির্মাণ করেছিল এবং মহিলা সদস্যদের আজান (প্রার্থনার আহ্বান) ডাকতে প্রশিক্ষণ দিয়েছিল।

সর্বোপরি, মহিলাদের জামাত আন্দোলন সকল সম্প্রদায়ের প্রান্তিক মহিলাদের মধ্যে প্রচুর সমর্থন পেয়েছিল এবং তাদের নেতাদের ব্যাপকভাবে শ্রদ্ধা করা হত। তারা স্থানীয়, রাজ্য ও জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং বিচার বিভাগ এবং গণ মাধ্যম, নাগরিক সমাজ, শিক্ষাজগৎ এবং অন্যান্য সংস্থার সাথে নেটওয়ার্ক তৈরি করেছিল।

7 নারীবাদী চলচ্চিত্র নির্মাতা দীপা ধনরাজ নির্মিত একটি দারুণ তথ্যচিত্রও আপনারা দেখতে পারেন, যা মহিলাদের জামাতের গল্পের উপর তৈরি করা, নাম – ইনভোকিং জাস্টিস *("Invoking Justice")* https://www.youtube.com/ watch?v=p7YnTgjfB_8

আমাদের উচিত স্টেপস এবং তামিলনাড়ু মহিলা জামাতকে সম্মান করা, কীভাবে একটি আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে সে সম্পর্কে আমাদের এত কিছু শেখানোর জন্য [7]!!

মহিলা জামাতের একটি শক্তিশালী আন্দোলনের সমস্ত মূল বৈশিষ্ট্য রয়েছে: অন্যায় দ্বারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ মানুষদের সংগঠিত সদস্যপদ, পরিবর্তনের অ্যাজেন্ডা তৈরি করেছেন, আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক সংগঠন উভয়ই তৈরি করেছেন। নিজের এলাকা থেকে একাধিক স্তরে নেতৃত্ব তৈরি করেছে, যৌথ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, একাধিক কৌশল ব্যবহার করেছে এবং এটি বেশ দীর্ঘ সময়ের জন্য টিঁকে আছে।

তামিলনাড়ু মহিলা জামাত একটি নারীবাদী আন্দোলন কারণ:

- তারা নারীবাদী মূল্যবোধ এবং মহিলাদের জন্য সমান পরিসর , স্বর এবং অধিকারের লক্ষ্য গ্রহণ করেছে
- তারা যে অবিচারগুলির মুখোমুখি হচ্ছে তার একটি লিঙ্গপরিচিতি ভিত্তিক বিশ্লেষণ আছে
- তাদের কৌশলগুলি খুব লিঙ্গপরিচিতি ভিত্তিক (একটি মহিলাদের মসজিদ নির্মাণ!)
- তাদের সদস্যরা শুধুমাত্র মহিলা নয়, মহিলারাই সর্বস্তরে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন
- তারা নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন তাদের সম্প্রদায়ের রূপান্তরের জন্য

এই গল্পটি আমাদের আন্দোলন গড়ে তোলার পদক্ষেপগুলি সম্পর্কে কী শেখায়? যারা স্টেপস/মহিলা জামাত আন্দোলনকে ঘনিষ্ঠভাবে অধ্যয়ন করেছেন এবং এর ইতিহাস জানেন তারা নিম্নলিখিত পদক্ষেপ বা পথের মাধ্যমে তার যাত্রাপথ বুঝতে পারবেন:

প্রান্তিক মানুষদের বিপজ্জনক চিন্তাভাবনা করার জন্য, বিপজ্জনক কথা বলার জন্য এবং বিপজ্জনক কাজের পরিকল্পনা করার জন্য নিরাপদ স্থানগুলি অপরিহার্য!কারণ এগুলি প্রান্তিক করার ক্ষমতার কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ জানানোর বিপজ্জনক কাজ।

আন্দোলন গড়ে তোলার মূল পদক্ষেপগুলি

১. ন্যায়বিচারের বোধ

২. অনুপ্রাণিত, সংকল্পবদ্ধ নেতৃত্ব

৩. পরিসর তৈরি করে অবিচার সম্বন্ধে আলোচনা করা

৪. পরিবর্তনের জন্য প্রাথমিক অ্যাজেন্ডা তৈরি করা

৫. অ্যাজেন্ডাকে কেন্দ্র করে অন্যায় দ্বারা প্রভাবিত অন্যদের সচেতনতা বৃদ্ধি, তাদের সচল এবং সংগঠিত করা

৬. নেতৃত্বের ভিত্তি বিস্তৃত করা

৭. পরিবর্তনের জন্য কৌশল ও কাজের পদ্ধতিগুলি চিহ্নিত ও প্রয়োগ করা

৮. দৃশ্যমানতা ও নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া

৯. লাভগুলি গ্রহণ করা

১০. অংশগ্রহণকে বিস্তৃত করা ও পরিচালন ব্যবস্থাকে পদ্ধতির মধ্যে আনা

১১. পরিস্থিতির একটি নতুন বিশ্লেষণ তৈরি করা

১২. পরিবর্তনের অ্যাজেন্ডা আরও গভীর করা এবং নতুন কৌশল এবং ক্রিয়াকলাপের পরিসর চিহ্নিত করা

প্রতিটি পদক্ষেপগুলির অর্থ কী তা দেখতে এগুলির বিশ্লেষনের মধ্য দিয়ে চলুন যাওয়া যাক:

১. ন্যায়বিচারের বোধ

বিশ্বের প্রায় সর্বত্র প্রতিটি আন্দোলন - এবং অবশ্যই মহিলাদের জামাত - তখনই শুরু হয় যখন কিছু ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের দল হঠাৎ করে নতুন সচেতনতার সাথে নতুন চোখ দিয়ে কোনও একটি ঘটে চলা অন্যায়কে দেখতে শুরু করে। তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে 'যথেষ্ট হয়েছে! এখনই এর মুখোমুখি হওয়ার এবং তা বন্ধ করার সময় এসেছে!'

শরিফা যখন জাতীয় মহিলা সম্মেলনে অংশ নিয়েছিলেন তখন এটাই ছিল তাঁর জেগে ওঠার সময় এবং তার সম্প্রদায় ও জেলায় কীভাবে পুরুষের ক্ষমতা এবং সুযোগ-সুবিধা কাজ করছে এবং ফলস্বরূপ মহিলারা কীভাবে পরাধীন হয়ে রয়েছেন তা দেখতে শুরু করেছিলেন।

২. অনুপ্রাণিত, সংকল্পবদ্ধ নেতৃত্ব

তারপরে তারা কথা বলতে ও অন্যদের কাছে ব্যাখ্যা করতে শুরু করেন – বিশেষত যাদের উপর সমস্যার নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে - যে পরিবর্তনের সময় এসেছে। তারা শক্তিশালী এবং সংকল্পবদ্ধ ছিলেন, এবং অন্যদের একত্রিত হতে ও কীভাবে অন্যায়টি শেষ করতে হয় তা ভেবে দেখার উৎসাহ যোগাতে এক ধরনের প্রাথমিক নেতৃত্ব দেন ।

শরিফা ঠিক এটাই করেছিলেন - তিনি বিশ্রাম নেননি এবং দ্রুতই আরও কয়েক জনকে তার অঞ্চলে মুসলিম মহিলারা যেসব অবিচারের মুখোমুখি হচ্ছিলেন, সেগুলি মোকাবিলার প্রচেষ্টায় যোগ দিতে প্রেরণা দিয়েছিলেন।

৩. পরিসর তৈরি করে অবিচার সম্বন্ধে আলোচনা করা

তবে এই প্রক্রিয়াটির জন্য সময় এবং স্থান প্রয়োজন - এবং যেকোনও স্থান নয়, একটি নিরাপদ স্থান যেখানে তারা নির্দ্বিধায় কথা বলতে এবং এই বিষয়টি প্রকাশ্যে আলোচনা করতে পারে। এটি আন্দোলন গঠনের মূল পর্যায়, কারণ নারীরা যে বিষয়গুলি নির্দিষ্টভাবে মোকাবিলা করতে চায় সেগুলি একটু অন্যভাবে আলোচনা করা দরকার, একটি বৈপ্লবিক পদ্ধতি যা আধিপত্য বিস্তারকারী মূল্যবোধ এবং সামাজিক রীতিনীতিকে চ্যালেঞ্জ করে। এটি বিপজ্জনক হতে পারে, তাই নিরাপদ পরিসরগুলি খুঁজে পাওয়া বা তৈরি করা দরকার।

মহিলাদের জামাতের ক্ষেত্রে, সঞ্চয় এবং ঋণ সভাগুলি সেই নিরাপদ স্থান তৈরি করেছিল, কারণ মহিলারা এখানে সত্যিই কী কথা বলছেন তা নিয়ে কেউ সন্দেহ করবে না!

অন্যান্য আন্দোলনগুলি সাক্ষরতার ক্লাস, স্বাস্থ্য শিক্ষার দল এবং এই জাতীয় নিষ্পাপ শুনতে লাগা পরিসরগুলি ব্যবহার করেছে।

৪. পরিবর্তনের জন্য প্রাথমিক অ্যাজেন্ডা তৈরি করা

মানুষেরা যখন এই নিরাপদ স্থানে জড়ো হতে শুরু করে এবং তাদের ক্ষোভ, যন্ত্রণা এবং পরিবর্তনের প্রয়োজনের বিষয়ে কথা বলতে শুরু করে, তারা যে অবিচারের মোকাবিলা করতে চায় তার কারণগুলিও বিশ্লেষণ করতে শুরু করে - তারা মূল হোতা, সামাজিক রীতিনীতি এবং গতিপ্রকৃতি খুঁজে বের করে যা তাদের নীরব করে রেখেছে, সেইসব নীতি ও আইন যেগুলি পরিবর্তন করতে হবে, নিপীড়নের সেইসব শক্তি যেগুলিকে অবশ্যই চ্যালেঞ্জ করা উচিত।

মহিলাদের জামায়াতের ক্ষেত্রে এটি ছিল কোরান ও শরীয়া অধ্যয়ন করার প্রক্রিয়া এবং উপলব্ধি করা যে তারা যে ধরণের অবিচারের মুখোমুখি হয়েছেন তার বেশির ভাগেরই ধর্মে কোনও ভিত্তি নেই - তারা দেখেছিলেন যে ধর্ম নয় বরং পিতৃতন্ত্রই তাদের পরিস্থিতির জন্য দায়ী।

৫. অ্যাজেন্ডাকে কেন্দ্র করে অন্যায় দ্বারা প্রভাবিত অন্যদের সচেতনতা বৃদ্ধি, সচল এবং সংগঠিত করা

এটিই সময় যখন তারা বুঝতে শুরু করে যে পরিবর্তন আসবে না যদি কেবল মুষ্টিমেয় ক্ষতিগ্রস্থ মানুষরা অন্যায়ের মুখোমুখি হয় - একইরকম অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন মানুষদের তাদের সচল করতে হবে এবং বৃহত্তর সম্মিলিত শক্তি তৈরি করা দরকার। সুতরাং পরবর্তী পদক্ষেপটি হলো একটি ছোট মূল দল থেকে বেরিয়ে অন্যদের সচল করা এবং আরও বেশি মানুষকে পরিবর্তনের সংগ্রামে যোগ দেওয়ার জন্য বুঝিয়ে রাজি করানো। এটি সেই পর্যায় যখন প্রক্রিয়াটি একটি আন্দোলন হিসাবে উঠে আসতে হতে শুরু করে।

তামিলনাড়ু মুসলিম মহিলা ফেডারেশন তৈরির সিদ্ধান্তটি এর একটি স্পষ্ট উদাহরণ ছিল - আন্দোলনের জন্য একটি শক্তিশালী সদস্যপদ গড়ে তোলার।

৬. নেতৃত্বের ভিত্তি বিস্তৃত করা

এই প্রক্রিয়াটি টিকিয়ে রাখার জন্য, একজন একক নেতা – তিনি যতই ক্যারিশম্যাটিক হোন না কেন - যথেষ্ট নন। শক্তিশালী, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নেতৃত্ব বিভিন্ন স্তরে গড়ে তুলতে হবে।

আন্দোলনটি এটাই করেছিল, যখন বিভিন্ন ইউনিটে বেশি সংখ্যক মহিলারা নেতৃত্বের ভূমিকা নিতে শুরু করলেন, বিভিন্ন কাজে নেতৃত্ব দিতে শুরু করলেন এবং অন্যদের কাছে আস্থা ও সম্মান অর্জন করতে শুরু করলেন।

৭. পরিবর্তনের জন্য কৌশল এবং কাজের পদ্ধতিগুলি চিহ্নিত ও প্রয়োগ করা

যখন সকলকে সচল ও সক্রিয় করার প্রক্রিয়াটি একটি নির্দিষ্ট আকারে পৌঁছে যায় এবং মানুষ মনে করেন যে তারা যে সংখ্যায় রয়েছেন তা বেশ শক্তিশালী, তারা পরিবর্তনের কৌশলগুলি নিয়ে কথা বলতে শুরু করে এবং বাস্তব কর্মসূচীগুলি চিহ্নিত করে অগ্রাধিকার তৈরি করে।

মহিলা জামাতের ক্ষেত্রে, তারা পুরুষ জামাতকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল এবং পক্ষপাতদুষ্ট এবং নারীদের প্রতি অন্যায় হওয়ার কারণে পুরুষ জামাতকে সিদ্ধান্তগুলি পুনর্বিবেচনার জন্য বলেছিল, তারা পুলিশের কাছে গিয়েছিল এবং যখন এই কৌশলগুলির কোনওটিই কার্যকর হল না, তখন তারা তাদের নিজেদের জামাত গঠন করে এবং সম্পূর্ণ আলাদা পদ্ধতিতে বিচার করতে ও রায় দিতে শুরু করে, খুবই নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে।

৮. দৃশ্যমানতা এবং নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া

কোনও আন্দোলনের প্রথম বাস্তব কর্মসূচীগুলিই হল প্রথমবার তার বৃহত্তর পৃথিবীর সামনে দৃশ্যমান হওয়ার সময় – তার আগে পর্যন্ত তা কেবল তার সদস্যদের কাছেই দৃশ্যমান ছিল। কিন্তু এই প্রাথমিক দৃশ্যমানতার সাথে প্রায়শই আসে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া - ক্ষমতার কাঠামোটি হঠাৎ বুঝতে পারে যে তাকে চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে, এবং তাও সুসংগঠিত ব্যক্তিদের দল দ্বারা, এখানে সেখানে ছড়ানো কয়েকজন মানুষের দ্বারা নয়।

উদাহরণস্বরূপ, আমরা দেখলাম যে কীভাবে প্রধান জামাত তৎক্ষণাৎ মহিলাদের জামাতকে অবৈধ ঘোষণা করে এবং তাদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করে এমন আন্দোলন গড়ে তুলতে তার ভূমিকার জন্য শাস্তি হিসাবে শরীফাকে সমাজ থেকে বহিষ্কার করার হুমকি দিয়েছিল।

৯. লাভগুলি গ্রহণ করা

প্রতিক্রিয়াটির পাশাপাশি, যদিও এমন কিছু সাফল্য এবং লাভ রয়েছে যেগুলিও অর্জনও করা হয়।

মহিলাদের জামাত কেবল এটা দেখেনি যে তারা নিজেদের আরও ন্যায়সঙ্গত এবং সুষম সালিশী প্রক্রিয়া তৈরি করতে পারে, তবে শীঘ্রই, সম্প্রদায়ের অনেক সদস্যই এটি দেখেছিলেন এবং পুরুষ-আধিপত্যের জামাতকে উপেক্ষা করে তাদের সমস্যার বিষয়গুলি নিয়ে মহিলা জামাতের কাছে আসতে শুরু করেন।

১০. অংশগ্রহণকে বিস্তৃত করা ও পরিচালন ব্যবস্থাকে পদ্ধতির মধ্যে আনা

একটি আন্দোলনের পরিবর্তনের জন্য প্রাথমিক কর্মসূচীর পরে আরেকটি জিনিস ঘটে, অনেকেই যারা ভয়ে আগে এতে যোগ দিতে অস্বীকার করেছিল, এখন এই আন্দোলনের অংশ হতে ইচ্ছুক হয়ে ওঠে।

এর সদস্যপদ যখন বৃদ্ধি পাচ্ছে তখন একটি আন্দোলনকে আরও নিয়মতান্ত্রিক অভ্যন্তরীণ পরিচালন ব্যবস্থা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে, যাতে এটি ক্ষমতা ও সুবিধাপ্রাপ্তির সেই হায়ারার্কি/শ্রেণীবিন্যাস আবার তৈরি না করে, বৃহত্তর সামাজিক কাঠামোয় যার বিরুদ্ধে এটি লড়ছে।

মহিলা জামাতের প্রথম দিনগুলিতে, সঞ্চয় এবং ঋণ গোষ্ঠীর অনেক সদস্য যোগ দিতে অস্বীকার করেছিলেন, এই ভয়ে যে এটি পুরুষদের জামাত বা বৃহত্তর সম্প্রদায়ের হাতে শীঘ্রই ভাঙা পড়বে। তারা যখন দেখলেন যে এটি ঘটলো না তখন তারা এতে পূর্ণ সদস্য হিসাবে যোগদান শুরু করে।

কৌশল ও অগ্রাধিকার নিয়ে আলোচনার জন্য নিয়মিত সভা ডাকার মাধ্যমে মহিলা জামাত এটি করতে পেরেছিল, যাতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তার সমস্ত সদস্যের মতামত থাকে।

১১. তাদের পরিস্থিতির একটি নতুন বিশ্লেষণ তৈরি করা

প্রায়শই এই পর্যায়ে এসে - কিছু প্রাথমিক কর্মসূচীর পরে এবং নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার পাশাপাশি কিছু লাভের অভিজ্ঞতার পরে এবং ক্রমবর্দ্ধমান সদস্যপদ পেয়ে যাওয়ার পর - আন্দোলনটি পরিস্থিতি পুনর্বিশ্লেষণ শুরু করে এবং বোঝার চেষ্টা করে তা কোথায় দাঁড়িয়ে আছে। যে ক্ষমতার গতিশীলতাকে তাদের চ্যালেঞ্জ ও পরিবর্তন করতে হবে সেটার সম্বন্ধে সদস্যরা গভীর ভাবে বুঝতে শুরু করে।

শরীফা এবং তার সহনেতৃবৃন্দের জন্য, এই গভীরতর বিশ্লেষণই একটি মহিলা মসজিদ নির্মাণ, প্যারালিগাল (আইন) প্রশিক্ষণ এবং মহিলাদের অধিকার দাবি করার জন্য বিভিন্ন জেলায় দপ্তর তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিতে এবং বাইরের থেকে সমর্থন গড়ে তোলার জন্য গণমাধ্যম ও প্রশাসনের মূল ব্যক্তিদের সঙ্গে জোট তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেছিল।

১২. পরিবর্তনের অ্যাজেন্ডা আরও গভীর করা এবং নতুন কৌশল এবং ক্রিয়াকলাপের পরিসর চিহ্নিত করা

আন্দোলনটি এখন বৃদ্ধির একটি নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করে, তার পরিবর্তনের অ্যাজেন্ডা আরও গভীর করে তোলে এবং কাজকর্মের নতুন কৌশল তৈরি করে এবং কাজের নতুন জায়গা ও কর্মী যারা যুক্ত হবেন তাদের খুঁজে বের করে।

মহিলা জামাত এটি করেছিল যখন তারা স্থানীয়ভাবে এবং প্রাদেশিকভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে ও গণমাধ্যমের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে এবং উওমেন লিভিং আন্ডার মুসলিম ল-এর মতো আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কের সদস্য হয়ে ওঠে।

অন্যভাবে বললে, পদক্ষেপ ৭ থেকে, চক্রটি আবার শুরু হয়।

সব আন্দোলনকেই কি এই পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করতে হবে?

প্রতিটি আন্দোলন স্বতন্ত্র এবং প্রত্যেকের বেড়ে ওঠার পন্থাও স্বতন্ত্র। কিছু আন্দোলন প্রথমে অভ্যন্তরীণভাবে কাজ শুরু করতে পারে, বাইরের কোনও ব্যক্তি বা লক্ষ্যকে যুক্ত করার আগে – তারা নিজেদের কাজের এলাকটিকে শক্তিশালী ইউনিটে সংগঠিত করে এবং কিছু শক্তিশালী অভ্যাস তৈরি করে যা কোনওভাবে সদস্যদের প্রয়োজন মেটাতে পারে, এবং তাদের একসঙ্গে কাজ করতে শিখতে, একসঙ্গে সিদ্ধান্ত নিতে এবং একে অপরের প্রতি জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকতে সাহায্য করে।

মহিলাদের জামাতের ক্ষেত্রে, সঞ্চয় ও ঋণ গোষ্ঠীগুলি ছিল তাদের আন্দোলন কর্মসূচীর প্রথম রূপ, মহিলাদের নিয়মিত একত্রিত করা, তাদের অর্থ সঞ্চয় করতে এবং ঋণ গ্রহণে সহায়তা করা এবং তাদের সমস্যাগুলি নিয়ে কথা বলার একটা জায়গা তৈরি করা। একইভাবে, গৃহশ্রমিক ও যৌনকর্মীদের আন্দোলন, আদিবাসী ও দলিত মহিলাদের আন্দোলন, শ্রমিক ইউনিয়ন, ছাত্র আন্দোলন, অন্যদের বা রাষ্ট্রীয় প্রকল্প/নীতিগুলিকে চ্যালেঞ্জ করার আগে প্রায়শই নিজেকে সংগঠিত করার দিকে প্রথমে মনোনিবেশ করে। এর মধ্যে অনেক আন্দোলন প্রথমে নিজেদের সদস্যদের এবং চারপাশের সম্প্রদায়ের মনোভাব পরিবর্তন করার দিকে মনোনিবেশ করেছিল এবং তারপরে বৃহত্তর নীতি নিয়ে প্রশ্ন করার দিকে এগিয়েছিল।

এই মানচিত্রটি আমাদের যা দেয় তা হলো প্রয়োজনীয় উপাদান যা প্রকৃতপক্ষে একটি আন্দোলনকে শক্তিশালী ও গভীর শিকড়যুক্ত করে তোলে। এটি কেবলমাত্র একটি আন্দোলনের যাত্রাপথের উপর ভিত্তি করে বলা নয়, বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী এবং কার্যকর আন্দোলনগুলির যাত্রাপথ যেগুলি আমরা পড়েছি তার ভিত্তিতে বলা।

আন্দোলনগুলির ঘনিষ্ঠতার বিভিন্ন স্তর রয়েছে

আমরা যদি মহিলাদের জামাতের গল্পটি ফিরে দেখি তবে আমরা দেখতে পাই যে এটি খুব ঘনিষ্ঠভাবে বাঁধা, দৃঢ় আন্দোলন, সেখানে ছিলেন এমন সদস্যরা যাদের প্রেক্ষাপট, অবস্থান, সমস্যা এবং আগ্রহগুলি এক। জামাত যদিও বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক মহিলাদের নেটওয়ার্কের অংশ, তবে এর কাজের মূল কেন্দ্রবিন্দু হল, সদস্যরা যেখানে থাকেন সেখানে তাদের জন্য বাস্তব পরিবর্তন আনা।

অন্যান্য আন্দোলন বৃহত্তর স্তরে কাজ করে - উদাহরণস্বরূপ একটি জাতীয়, আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক স্তরে। সুতরাং যখন আমরা বলি বাংলাদেশের, বা নেপাল, বা ভারতের নারী আন্দোলন, বা যৌনকর্মী বা পরিযায়ী শ্রমিক বা আদিবাসী মহিলাদের আন্তর্জাতিক আন্দোলন, তখন আমরা বিভিন্ন ধরণের সদস্যপদ, পরিবর্তনের বিস্তৃত অ্যাজেন্ডা এবং বিভিন্ন কৌশল এবং অংশগ্রহণের ধরনের কথা বলছি। এই পর্যায়ে আন্দোলনগুলি 'আলগা/শিথিল' থাকে, যখন ব্যক্তি এবং সংগঠন উভয়ই সদস্য থাকে। তাদের সদস্যরা বিভিন্ন প্রেক্ষাপট এবং অবস্থান থেকে আসেন – এমন নয় যে প্রয়োজনীয়ভাবে নিয়মিত তাদের দেখা হয় – হয় ভার্চুয়ালি বা বাস্তবে – বা তাদের লক্ষ্যগুলি খুঁজতে নিয়মিত পদক্ষেপ নেন। যা তাদের একসঙ্গে বেঁধে রাখে তা হল এক ধরনের সংহতির অনুভূতি, নারী এবং অন্যান্য নিপীড়িত লিঙ্গ পরিচিতির মানুষদের (যেমন সমকামী বা রূপান্তরকামী ব্যক্তির মতো) প্রভাবিত করে এমন বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের একটি সমমনোভাবাপন্ন বিশ্লেষণ এবং এই জ্ঞান যে যখন এমন সরকারী নীতি আসবে বা নির্দিষ্ট ঘটনা ঘটবে যা তাদের আদর্শগুলি লঙ্ঘন করে, তারা কিছু দৃশ্যমান উপায়ে একসঙ্গে কাজ করবে। এটাই ঘটেছিল যখন ২০১২ সালের ডিসেম্বরে নয়া দিল্লিতে একটি বাসে একজন যুবতীকে ধর্ষণ ও হত্যা করা হয়েছিল, এবং সারা ভারতবর্ষ জুড়ে মহিলাদের গোষ্ঠী এবং যুব সংগঠন মোমবাতি মিছিল এবং পদযাত্রা করে প্রতিবাদ করতে বেরিয়ে পড়েছিল। ২০১৮ সালে বাংলাদেশেও

আন্দোলনের বিভিন্ন ঘনত্ব

মেশওয়ার্কস্ (জালের বুনন)

বিস্তৃত অ্যাজেন্ডা যা বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যক্তিমানুষ, সংগঠন ও আন্দোলনগুলিকে একাধিক স্থানে সংযুক্ত করে, যারা শুধুমাত্র সময় বিশেষেই একসঙ্গে কাজ করে

আলগা আন্দোলন

একাধিক কাজের ক্ষেত্র, স্থান এবং সমস্যা, বিস্তৃত অ্যাজেন্ডা, নির্দিষ্ট সমস্যা/লক্ষ্য নিয়ে মাঝে মাঝে দেখা করা ও একসঙ্গে কাজ করা

দৃঢ়ভাবে সংগঠিত আন্দোলন

সুনির্দিষ্ট কাজের ক্ষেত্র, নির্দিষ্ট লক্ষ্য, অ্যাজেন্ডা এবং স্থানসহ, নিয়মিত দেখা করা ও কাজ করা

এরকম ঘটেছিল যখন যৌন হয়রানি ও হিংসার প্রতিবাদে হাজার হাজার মহিলা ঢাকার রাস্তায় জড়ো হয়েছিলেন।

আন্তর্জাতিক বা বিশ্বের স্তরে, আন্দোলনগুলি আরো আলগা/শিথিল হয়ে যায়, ব্যক্তি, সংস্থা এমনকী অন্যান্য আন্দোলন এবং নেটওয়ার্ক যেখানে অংশগ্রহণ করতে থাকে, অনেক বিস্তৃত পরিবর্তনের অ্যাজেন্ডা এবং খুবই ভিন্ন ধরণের পরিবর্তন কৌশল থাকে, তবে আবারও, তারা একসঙ্গে বাঁধা থাকে এক ধরনের সমমনোভাবাপন্ন অঙ্গীকার এবং লক্ষ্য সমষ্টির দ্বারা এবং মাঝে মধ্যে নেওয়া যৌথ কর্মসূচীর মাধ্যমে। ওয়ান বিলিয়ন রাইসিং এর খুব ভালো উদাহরণ – এটি নারী ও মেয়েদের প্রতি হিংসা বন্ধ করার একটি বিশ্বব্যাপী আন্দোলন। প্রতিবছর, বিশ্বের প্রতিটি কোণে, ১৪ ফেব্রুয়ারীর সপ্তাহটিতে, আন্দোলনকে সমর্থনকারী গোষ্ঠী এবং ব্যক্তিরা প্রচুর সংখ্যায় উপস্থিত হয়ে নিজেদের দৃশ্যমান করে তোলে(যেমন রাস্তায় গণ নাচের মাধ্যমে) এক ধরনের প্রভাব তৈরি করতে। এই চিত্রটি চিত্রিত করে আন্দোলনের বিভিন্ন 'আঁটসাঁট' বা 'শিথিলতা' স্তর, এবং এও যে, এর মাঝে ঘনিষ্ঠতা বা শিথিলতার বহু স্তর ও মাত্রা থাকতে পারে।

এই ‘আলগা’ আন্দোলনগুলিকে কোনও কোনও সময় ‘মেশওয়ার্ক’ বলে - এর অর্থ তারা আন্দোলন কর্মসূচীর আলগা জাল যা সময়ে সময়ে একসঙ্গে কাজ করে কিন্তু পরিবর্তনের একটি বিস্তৃত অ্যাজেন্ডা ভাগ করে নেয় যেমন মহিলাদের অধিকার রক্ষা করা বা লিঙ্গসাম্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। পরিবেশ আন্দোলন, শ্রম আন্দোলন, অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের আন্দোলন, মানবাধিকার আন্দোলন, এগুলো সবই বিশ্বব্যাপী ‘মেশওয়ার্ক’-এর একই ধরনের উদাহরণ, যেগুলির অংশ হল ব্যক্তি, সংগঠন, আন্দোলন, শ্রমিক ইউনিয়ন, স্কলার ও গবেষক এবং বিভিন্ন নেটওয়ার্ক এবং সমিতিগুলি।

৬

অনলাইন আন্দোলন কীভাবে আলাদা?

অনলাইন এবং অনগ্রাউন্ড (বাস্তবের মাটিতে) আন্দোলনের মাঝখানের সীমানা পুরোপুরি ঝাপসা হয়ে গেছে।

ভার্চুয়াল আন্দোলনগুলি কীভাবে আলাদা?

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, কারণ আমরা ফেসবুক এবং টুইটারের মতো ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অনলাইনে প্রচুর পরিমাণে আন্দোলনের গড়ে উঠতে দেখি। যখন আমরা এগুলি বিশ্লেষণ করি, আমরা দেখতে পাই যে অনেক অনলাইন আন্দোলন খুবই এক ধরনের একটি পথ অনুসরণ করে: একজন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কোনও একটি বিষয় বা সমস্যা বা অবিচার চিহ্নিত করে যা তাদের বিশ্বাস বন্ধ বা পরিবর্তন করতে হবে এবং সে/তারা এই বিষয়ে একটি অনলাইন প্রচার শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা প্রায়শই একটি ফেসবুক পৃষ্ঠা তৈরি করে বা একটি জনপ্রিয় ব্লগস্পেসে একটি ব্লগ লেখে বা এই বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে এবং একই রকম ভাবে এমন অন্যদের কাছ থেকে সমর্থন সংগ্রহ করার জন্য একটি টুইটার প্রচার শুরু করে। তারা বিষয়টিকে কেন্দ্র করে শত শত, এমনকি হাজার হাজার অন্যান্য মানুষকে একত্রিত করে এবং এই প্রক্রিয়াটির মাধ্যমে তাদের বিশ্লেষণ এবং পরিবর্তনের অ্যাজেন্ডা প্রসারিত ও গভীর হতে পারে। শীঘ্রই, তারা একসঙ্গে কিছু পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় - হয় অনলাইনে, বা বাস্তবের জমিতে বা উভয়ই। তারা কাজ করে, এবং একদিকে তারা নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হয় করে বা দেখায় (যেমন সাইবার হয়রানি, ট্রোলিং, অনলাইন হেনস্থা, বা তাদের ওয়েবসাইট বা ফেসবুক পেজ হ্যাকিং বা ফ্রীজ করা); তবে তাদের কিছু লাভের অভিজ্ঞতাও হয় – আরও বেশি সমর্থকরা তাদের পক্ষে যোগ দেয়, বা প্রচার কর্মসূচীটি রাজনীতিবিদ, সরকারী সংস্থা বা কোনও সংস্থার প্রধানের মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছায়।

আসুন সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম বিখ্যাত অনলাইন আন্দোলনের গল্প শুনি: #মিটু আন্দোলন!

#মিটু আন্দোলন (#METOO MOVEMENT)

#মিটু আন্দোলন হলো যৌন হয়রানি, 'সেক্সটরশন' (কিছু উপকারের বিনিময়ে যৌনতা দাবি করা) এবং যৌন হিংসার বিরূদ্ধে প্রতিবাদ, বিশেষত দরিদ্র ও বৈষম্যমূলক/নিপীড়িত জাতি এবং সম্প্রদায়ের নারী ও মেয়েদের। "মি টু" শব্দবন্ধটি প্রাথমিকভাবে যৌন হয়রানির সার্ভাইভার ও আন্দোলনকর্মী আমেরিকার তারানা বার্ক ব্যবহার করেছিলেন, যিনি ২০০৬ সালে সোশ্যাল মিডিয়া মাধ্যম মাই স্পেসে একটি পোস্ট দিয়ে এই আন্দোলন শুরু করেছিলেন। বার্ক তার যৌন হয়রানির ঘটনা ও হিংসার অভিজ্ঞতাকে জনসম্মুখে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং অনুরূপ অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন অন্যান্য মহিলাকেও প্রকাশ্যে নিজেদের কথা বলার ডাক দিয়েছিলেন – এটা বলার জন্য যে এরকম আমার সাথেও (মি টু) ঘটেছে!- একে অপরকে সমর্থন করতে, তাদের হেনস্থাকারীদের চ্যালেঞ্জ করতে, ন্যায়বিচারের দাবি করতে এবং এই অভ্যাসগুলি বিশেষত ক্ষমতাশালী পদে থাকা পুরুষদের দ্বারা যা ঘটে, শেষ করতে।

২০১৭-র অক্টোবরে, সোশ্যাল মিডিয়ায় হ্যাশট্যাগ হিসাবে আন্দোলনটি ভাইরাল হয়ে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে, যখন হলিউডের সুপরিচিত অভিনেত্রীরা চলচ্চিত্র প্রযোজকদের নাম নিতে শুরু করেন যারা তাদের যৌন শোষন করেছেন, এবং অভিনেত্রীদের মধ্যে একজন সমস্ত মহিলাদের যাদের কোনও ধরণের যৌন নির্যাতনের অভিজ্ঞতা হয়েছিল তাদের বলেন তাদের সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইলে তাদের স্টেটাস হিসাবে #মিটু লিখতে। বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মহিলা পৃথিবীর সব প্রান্তে এটি করার ফলে, সমস্যার ব্যপ্তি এবং এই বাস্তবটি যে এটি দেশের সীমানা, সংস্কৃতি , শ্রেণি, বর্ণ, জাতিসত্তা এবং যৌন পছন্দ সব ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আন্দোলনটি বিভিন্ন জায়গায় এবং ভাষায় বিভিন্ন নাম নিয়েছিল কিন্তু দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল । #মিটু আন্দোলনের মূল লক্ষ্য হল যৌন নির্যাতন এবং হিংসার মতো বিষয়ে নীরবতা ভাঙা, আক্রান্তের ক্ষেত্রে যে ছুৎমার্গ এবং লজ্জিত করে রাখা কাজ করে তা বন্ধ করা এবং এই অপরাধ যারা করে তাদের নাম-পরিচয় প্রকাশ করা এবং তাদের লজ্জিত করা, মিডিয়ার মাধ্যমে এই অপরাধগুলির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা ও রাষ্ট্রকে পদক্ষেপ নিতে চ্যালেঞ্জ করা। তবে যেমন এর প্রতিষ্ঠাতা-নেত্রী বার্ক জোর দিয়ে বলেন যে এই আন্দোলনের কৌশলগুলির পরিকল্পনা এমনভাবে করা হয়েছে যা মহিলাদের ক্ষমতায়ন করবে সহানুভূতি, নিরাপদ পরিসর, স্বর, পদক্ষেপ নেওয়ার সম্পদের সংস্থান এবং সংখ্যার দিক থেকে শক্তিবৃদ্ধির মাধ্যমে। এটি বিশেষত নিপীড়িত ও প্রান্তিক সামাজিক গোষ্ঠীর তরুণী এবং দুর্বল/ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকা মহিলাদের জন্য শক্তিশালী আন্দোলনের পরিসর হয়ে দাঁড়িয়েছে,। গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচার এবং যৌন হয়রানির আলোচনার ফলে বেশ কয়েক জন হাই-প্রোফাইল পুরুষের বিরুদ্ধে আইনী বিচার হয়- যাদের মধ্যে সবচেয়ে কু খ্যাত যে তাকে আমেরিকান আদালত দোষী সাব্যস্ত করেছে এবং কারাবাসের শাস্তি দিয়েছে - তবে সমালোচনা এ বং নেতিবাচক প্রতিক্রিয়াও হয়েছে। যারা এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন তাদের অনেককে অনলাইনে হয়রানি করা হয়েছে এবং তারা বাস্তবে জীবনেও হুমকিও পেয়েছেন। সময়ের সঙ্গে #মিটু আন্দোলনের অ্যাজেন্ডা প্রসারিত ও গভীর হয়েছে এবং এ টি এখন হয়ে উঠেছে শুধু নারীদের ন্যায়ের জন্য আন্দোলন নয়, প্রান্তিক সম্প্রদায়গুলির সমস্ত প্রান্তিক মানুষদের জন্য।

অনলাইন/ভার্চুয়াল আন্দোলনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে যা উল্লেখযোগ্য:

নতুন আলোচনা তৈরি করার জন্য বা বিদ্যমান আলোচনাকে চ্যালেঞ্জ জানানোর জন্য একটি পরিসর: এর অর্থ হল, নির্দিষ্ট কিছু ধারণা, সামাজিক রীতি-নীতি, এবং বিভিন্ন বিষয় বিশ্লেষণের পন্থা। ডিজিটাল পরিসরগুলি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পরিণত হয়েছে যেখানে মহিলারা প্রভাব বিস্তারকারী আদর্শ এবং চিন্তার পন্থাগুলিকে চ্যালেঞ্জ জানানো এবং নতুন ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলাকে বেছে নিয়েছে। তারা এমন একটি পরিসর এবং স্বর দিয়েছে সেই মানুষদের যাদের হয়তো নিজেদের প্রসঙ্গে চুপ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল বা ছুঁৎমার্গের মধ্যে রাখা হয়েছিল যেমন এলজিবিটিকিউআই মানুষ, যৌনকর্মী বা প্রতিবন্ধী মানুষ।

প্রচলিত সীমানা জুড়ে সংযোগ এবং সংহতি তৈরি করা: অনলাইন আন্দোলনগুলি এমনভাবে মানুষকে একে অপরের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে সক্ষম করেছে যা ডিজিটাল যুগের আগে সম্ভব ছিল না। এটি আন্দোলনগুলির মধ্যে এবং আন্দোলনগুলি জুড়ে নতুন ধরনের যোগাযোগ স্থাপন করেছে। এটি সংহতি, সম্মিলিত শক্তি এবং প্রতিরোধের সম্পূর্ণ নতুন একটি রূপ তৈরি করেছে এবং বিভিন্ন ধরনের ভূমিকা পালন করতে পারেন এমন ব্যক্তিদের একত্রিত করার সম্ভাবনা তৈরি করেছে যাদের হয়তো কখনো একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন হতো না।

'সদস্যপদ' এবং 'অংশগ্রহণ' সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা: ভার্চুয়াল আন্দোলনের মধ্যে যুক্ত হওয়ার ধরনগুলি খুব আলাদাভাবে কাজ করে। তারা মহিলা জামাতের উদাহরণের মতো হতে পারে না। খুব কম ভার্চুয়াল আন্দোলনের আনুষ্ঠানিক সদস্যপদ দরকার হয় বা তারা তা চাইতে পারে যেভাবে তামিলনাড়ু মুসলিম উওমেন্স ফেডারেশন পেরেছিল। সাধারণত ভার্চুয়াল আন্দোলনের প্রকৃতি আরও তরল, আরও খোলামেলা হয়, যেখানে নতুন অংশগ্রহণকারীরা প্রবেশ করে, পুরোনোরা বেরিয়ে যায়, যদিও তাদের সর্বদা একটি মূল নেতৃত্ব এবং সদস্যপদ স্থির থাকে।

সংগঠিত হওয়ার ও আন্দোলন গঠনের নতুন উপায়: ভার্চুয়াল আন্দোলনের প্রাথমিক একত্রিত করার কৌশলগুলি বেশ স্বতন্ত্র এবং সৃজনশীল। উদাহরণস্বরূপ, অডিও-ভিস্যুয়াল যোগাযোগ পদ্ধতি সচেতনতা বাড়াতে এবং মানুষকে জড়ো করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে: মেমস, জিআইএফ, গান, ছবি এবং ভিডিও, ব্যক্তিগত প্রশংসাপত্র ইত্যাদি, এগুলির এক ধরনের নিজস্ব শক্তিশালী প্রভাব আছে। এগুলি নির্দিষ্টভাবে ও বিশেষত তরুণদের কাছে কার্যকর এবং তাদের কাছে এগুলির এক ধরনের আবেদন আছে, যারা আন্দোলন গড়ার প্রক্রিয়াগুলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হয়ে যায়।

তবে স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়গুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হ'ল 'অনলাইন'এবং 'অন-গ্রাউন্ড' আন্দোলনের মধ্যে সীমারেখাটি সম্পূর্ণ অস্পষ্ট হয়ে গেছে। কয়েকটি আন্দোলন পুরোপুরি ভার্চুয়াল রয়ে গেছে - কারণ তারা সাধারণত আসল সময়ে ঘটে, অন-দ্য-গ্রাউন্ড (বাস্তবের জমিতে চলা) কর্মসূচী কোনও কোনও ক্ষেত্রে। সময় বা অন্য কোনও স্থানে অন-গ্রাউন্ড ক্রিয়ায়। উদাহরণস্বরূপ, #মিটুআন্দোলন-এর ফলে বিশ্বজুড়ে আদালতে শত শত হয়রানী ও ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে, সার্ভাইভার-রা সরকারী পদক্ষেপ এবং জনসমর্থনের দাবিতে মিছিল ও বিক্ষোভ করেছেন, অপরাধীদের তালিকা ভাইরাল হওয়ার পাশাপাশি তাদের নিয়োগ প্রতিষ্ঠান/সংস্থা/সরকারী বিভাগগুলির কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগও করা হয়েছে। হিংসাবিরোধী আন্দোলনগুলি খুবই সৃজনশীল কিছু কৌশল ব্যবহার করেছে যেমন জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি যাতে পাশেই দাঁড়ানো পথচারী (বাইস্ট্যাডার) যারা হয়রানির সাক্ষী থাকেন তাদের হস্তক্ষেপ বাড়ানো যায় এবং সব বয়সের মহিলাদেরও পার্ক বা রেস্তোঁরার মতো জন পরিসর 'দখল করতে পারা' এবং 'অবাধে ঘুরে বেড়ানো' যাতে এই জায়গাগুলিতে কোনও ভয় বা হেনস্থা ছাড়াই উপস্থিত থাকতে পারার তাদের অধিকারের দাবি প্রদর্শন করতে পারেন। এই কৌশলটির একটি চমৎকার উদাহরণ হল:

> **"ইন্টারনেট আন্দোলন গড়ে তোলার একটি শক্তিশালী স্থান হয়ে দাঁড়িয়েছে, বিশেষত সেইসব মানুষ এবং বিষয়গুলির জন্য যা একসময় অদৃশ্য ছিল এবং যাদের/যেগুলিকে চুপ করিয়ে রাখা হত এবং বিভিন্ন ধরনের সীমানা জুড়ে সংযোগ স্থাপনের জন্য।"**

গার্লস অ্যাট ধাবাস: সামাজিক মনোভাব পরিবর্তন

গার্লস অ্যাট ধাবাস পাকিস্তানের যুবতীদের একটি আন্দোলন যার লক্ষ্য জন পরিসরে মহিলাদের উপস্থিতি নিয়ে যে ছুঁৎমার্গ তাকে চ্যালেঞ্জ করা, যেমন, রাস্তার ধারের খাবারের দোকান (ধাবা) যা সাধারণত পুরুষপ্রধান। ২০১৫ সালে একজন যুবতী এই আন্দোলনটি শুরু করেছিলেন, যিনি এরকম জায়গাগুলিতে নিজের খাওয়ার ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছিলেন এবং অন্যান্য মহিলাগুলিও #girlsatdhabas হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করে একই কাজ করতে উৎসাহিত করেছিলেন। ছবিগুলি ভাইরাল হয়েছিল এবং অফলাইনে সংগঠিত জমায়েত ও অন্যান্য উদ্যোগ পর্যন্ত পৌঁছেছিল, রাস্তায় ক্রিকেট খেলা, লাহোর এবং ইসলামাবাদে বাইক র‌্যালি, যেখানে যুবতী মেয়েরা প্রতীকীভাবে জন পরিসরগুলি দখল করেছিলেন।

২০১৮ সালের মার্চ মাসে, আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে গার্লস অ্যাট ধাবাস একটি 'অউরাত মার্চ' (উইমেনস মার্চ)-এর আয়োজন করে। এই আন্দোলনটি রক্ষণশীল মানুষদের কা্ছ থেকে অনলাইনে প্রচুর নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হয়েছে যারা মনে করে এটি প্রচলিত মূল্যবোধের পরিপন্থী। তারা বিশ্বাস করে 'ভাল মেয়েদের' বাড়িতে থাকা উচিত!

৭

আমরা আন্দোলনগুলির মূল্যায়ন কীভাবে করব?

সেই সব আন্দোলনগুলির **কী হয়** যারা নির্দিষ্ট সময় অন্তর, একটু পিছু হটে দাঁড়ায় না তাদের অগ্রগতি এবং তাদের গতিবিধি সমালোচনার দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়নের জন্য?

আন্দোলনগুলিকে ও আন্দোলন গড়ে তোলার কাজের মূল্যায়ন

আমরা কীভাবে আন্দোলন গড়ার কাজের মূল্যায়ন করব? যেহেতু আন্দোলন গড়ে তোলা অন্যান্য লিঙ্গ সমতার কাজের তুলনায় খুবই আলাদা – আমাদের একটা ভিন্ন পন্থা প্রয়োজন। **কর্মসূচীগুলির** উপর আলোকপাত করে আমরা আন্দোলন গড়ে তোলার প্রক্রিয়ায় কোথায় রয়েছি তা বুঝতে পারবো না - আমরা কতটা অগ্রগতি করেছি তা মূল্যায়নের জন্য আমাদের স্পষ্ট/নির্দিষ্ট **পদক্ষেপ** এবং **প্রক্রিয়াগুলি** দেখতে হবে। আমাদের বিভিন্ন উপায় দরকার আন্দোলন গড়ে তোলার প্রক্রিয়া, আমাদের নিজেদের ক্ষমতা ও আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে অগ্রগতি, এবং আন্দোলনটির উন্নয়নের বৃদ্ধি, ক্ষমতা ও তা কতটা পরিণত তার প্রকৃত পর্যায় বুঝে মূল্যায়ন করার জন্য। সুতরাং যখন আমরা আন্দোলন গড়ে তুলছি, বা তাতে অংশগ্রহণ করছি বা নেতৃত্ব দিচ্ছি, তখন কোনও কোনও সময়ে একটু থেমে দাঁড়ানো এবং আমরা কোথায় রয়েছি ও কতটা পৌঁছেছি তা বিশ্লেষণ করা গুরুত্বপূর্ণ।

আন্দোলনের প্রসঙ্গে আমাদের দুটি নির্দিষ্ট দিক মূল্যায়ন করতে হবে যেমন,

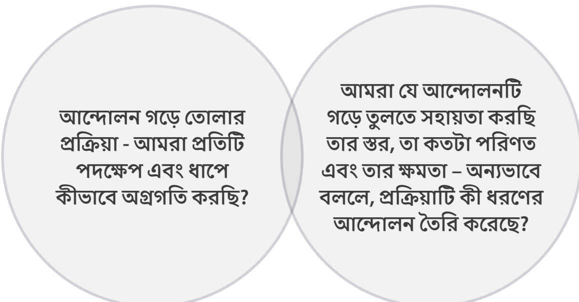

বিভিন্ন ফ্রেমওয়ার্ক এবং পন্থা রয়েছে আমাদের এই কাজটি করতে সাহায্য করার জন্য। আমরা কয়েকটি পেশ করছি যা উভয় দিকের মূল্যায়ন করার জন্য সহায়ক হবে:

১ **আন্দোলন গড়ার প্রক্রিয়াটির মূল্যায়ন:** আন্দোলন গড়ার বিভিন্ন 'ধাপগুলি' ব্যবহার করুন (এই প্রাইমারে পূর্বে ৭৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত) এবং কোন ধাপগুলি সম্পন্ন হয়েছে, বা এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে, বা পুনরায় শুরু করতে হবে তা মূল্যায়ন করুন। এই বিভাগে, আমরা পদক্ষেপগুলিকে প্রশ্নতে রূপান্তর করার একটি উপায় পেশ করছি যা আমরা আন্দোলন গড়ার কাজে কোথায় আছি সেটা মূল্যায়ন করতে আমাদের সহায়তা করে।

২ **আন্দোলনের বেড়ে ওঠার বিভিন্ন স্তর বুঝতে পারা এবং আন্দোলনটি কতটা পরিণত হয়েছে তার পর্যায় বোঝা,** এটি মূল্যায়ন করার জন্য যে আমাদের আন্দোলন কোন পর্যায়ে রয়েছে এবং এটিকে পরবর্তী স্তরে নিয়ে যাওয়ার কী প্রয়োজন। আমাদের অগ্রগতি অনুমান করতে আমরা জেএসএস উই রাইজ মুভমেন্ট বিল্ডিং টুলকিট-ও ব্যবহার করতে পারি। *https://werise-toolkit.org/en/toolkit*

৩ **আন্দোলনের স্তর এবং শক্তি মূল্যায়ন:** গ্লোবাল ফান্ড ফর উইমেন দ্বারা তৈরি করা দ্য মুভমেন্ট বিল্ডিং ক্যাপাসিটি অ্যাসেসমেন্ট টুল, যা এই প্রাইমারের অনেকগুলি ধারণার ওপর ভিত্তি করা হলেও এই প্রাইমারের অনেক ধারণাকেই আবার প্রসারিতও করে, সেটি পাওয়া যাবে এই লিঙ্ক-এ-*https://www.globalfundforwomen.org/mcat/#download-tool*,এবং দুটি মূল বিভাগ এখানে দেওয়া হল।

আন্দোলন গড়ার প্রক্রিয়াটি মূল্যায়ন করা: আন্দোলন গোড়ার বিভিন্ন 'ধাপগুলো' ব্যবহার করুন

১. ন্যায়বিচারের বোধ

২. অনুপ্রাণিত, সংকল্পবদ্ধ নেতৃত্ব

৩. পরিসর তৈরি করে অবিচার সম্বন্ধে আলোচনা করা

৪. পরিবর্তনের জন্য প্রাথমিক অ্যাজেন্ডা তৈরি করা

৫. অ্যাজেন্ডাকে কেন্দ্র করে অন্যায় দ্বারা প্রভাবিত অন্যদের সচেতনতা বৃদ্ধি, তাদের সচল এবং সংগঠিত করা

৬. নেতৃত্বের ভিত্তি বিস্তৃত করা

আন্দোলন গড়ে তোলা

পর্যায় ১

৭. পরিবর্তনের জন্য কৌশল ও কাজের পদ্ধতিগুলি চিহ্নিত ও প্রয়োগ করা

৮. দৃশ্যমানতা ও নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া

৯. লাভগুলি গ্রহণ করা

১০. অংশগ্রহণকে বিস্তৃত করা ও পরিচালন ব্যবস্থাকে পদ্ধতির মধ্যে আনা

১১. পরিস্থিতির একটি নতুন বিশ্লেষণ তৈরি করা

১২. পরিবর্তনের অ্যাজেন্ডা আরও গভীর করা এবং নতুন কৌশল এবং ক্রিয়াকলাপের পরিসর চিহ্নিত করা

১.

আন্দোলন গড়ার প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ হওয়া পদক্ষেপগুলো অনুসরণ করা

আন্দোলন গড়ার প্রক্রিয়াটি মূল্যায়ন করার জন্য এটি একটি সহজ উপায়, আন্দোলনের শক্তি বা আন্দোলনটি কতটা পরিণত হয়েছ তা নয়। 'ধাপগুলির' নকশাটি ব্যবহার করুন এবং আপনি আন্দোলন গড়ার কোন পর্যায়ে পৌঁছেছেন এবং এই সমস্ত ধাপগুলি একবার শেষ করে আপনি কতগুলি চক্র পেরিয়েছেন তা আলোচনা করুন। আপনি আন্দোলন গড়ে তোলার গড়ে তোলার প্রথম পর্যায়ে কোথায় আছেন তা মূল্যায়ন করার জন্য, এই নকশাটি ব্যবহার করুন এবং কোন পদক্ষেপগুলি আপনি সম্পন্ন করেছেন, কোন সমস্যাগুলির মুখোমুখি হয়েছেন, বা কোথায় আটকে গিয়েছেন এবং আন্দোলনকে পরবর্তী ধাপে যেতে কী সাহায্য করতে পারে তা অনুসরণ করুন। এটি করার জন্য, আপনাকে প্রতিটি পদক্ষেপকে এক বা একাধিক প্রশ্নে রূপান্তর করতে হবে - প্রতিটি পদক্ষেপকে কীভাবে প্রশ্নে পরিণত করা যায় সে সম্পর্কে এখানে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল যা আপনাকে আপনার আন্দোলন গড়ে তোলার প্রক্রিয়াটি মূল্যায়ন করতে সহায়তা করবে:

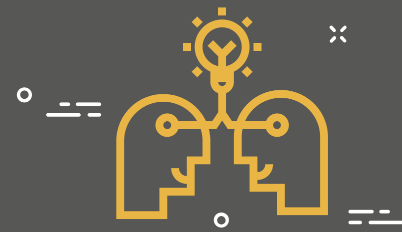

ধাপ ১ হতে পারে: অন্যায় দ্বারা ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে কতজন আসলে এটিকে অন্যায় হিসাবে শনাক্ত করে? কে অন্যায় নিয়ে কথা বলতে শুরু করেছে?

ধাপ ২ হতে পারে: এমন কিছু মানুষও কি আছেন – ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে থেকে বা যারা ক্ষতিগ্রস্তদের নিয়ে কাজ করছেন তাদের মধ্যে – যারা এই বিষয়টিকে ঘিরে অন্যদের একত্রিত করার জন্য দৃঢ়তা এবং আবেগের সঙ্গে অনুভব করেন?

ধাপ ৩ হতে পারে: সমস্যাটি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য নিয়মিত দেখা করা এবং তা নিয়ে কথা বলার জন্য কি কোনও পরিসর তৈরি করা হয়েছে? এই পরিসরটি কি একত্রিত হওয়া ও আলোচনার জন্য সকলের জন্য সুগম্য, নিরাপদ, এবং সেই সবাইকে কি অন্তর্ভুক্ত করে যারা বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত?

ধাপ ৪ হতে পারে: আন্দোলনের কাজকর্মগুলি কোন্ ইতিবাচক ফলাফল তৈরি করেছে? আন্দোলনের সদস্যরা কীভাবে এগুলি থেকে উপকৃত হয়েছে বা তারা কোন্ ইতিবাচক পরিবর্তনগুলির অভিজ্ঞতা তাদের হয়েছে?

আন্দোলন গড়ে তোলা
পর্যায় ২

আন্দোলনের গড়ার প্রথম পর্যায়ের পুরো কাজটি যখন শেষ হয়ে যায়, এবং আন্দোলনটি স্পষ্টত ও দৃশ্যত ন্যায়ের পক্ষে ভূমিকা গ্রহণকারী হিসাবে উঠে আসে, তখন এই পরবর্তী ধাপগুলি ব্যবহার করুন আন্দোলনের যাত্রাপথের পরবর্তী পর্যায়টি অনুসরণ করার জন্য, এটা দেখার জন্য যে আন্দোলনটি বেড়ে উঠছে না কি পূর্ববর্তী পর্যায়ের একই স্তরে স্থবির হয়ে পড়ছে। আবারও, প্রতিটি পদক্ষেপকে প্রশ্নে রূপান্তরিত করুন:

১২. পরিবর্তনের অ্যাজেন্ডা আরও গভীর করা এবং নতুন কৌশল এবং ক্রিয়াকলাপের পরিসর চিহ্নিত করা

১৩. নেতৃত্বের একাধিক স্তর তৈরি করুন

১৪. সদস্য ও নেতাদের জন্য স্বতন্ত্র এবং সম্মিলিত সুরক্ষা ব্যবস্থা তৈরি/জোরদার করা

১৫. সদস্যপদ/অংশগ্রহণ/ আন্দোলনের স্থানগুলি বিস্তৃত করা

১৬. একই লক্ষ্য রয়েছে এমন অন্যান্য আন্দোলন/ গোষ্ঠীর সাথে জোট বাঁধা

১৭. পরিবর্তনের জন্য ভবিষ্যতের কাজকর্ম/কাজকর্মগুলি

১৮. আরো বেশি লাভ আত্মস্থ করা

১৯. নতুন ধরণের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হওয়া ও মোকাবিলা করা

২০. নতুন কৌশল এবং পরিস্থিতির একাধিক স্তর বিশ্লেষণ করা, পরিবর্তনের অ্যাজেন্ডাকে আরও গভীর/তীক্ষ্ণ করা

২.

একটি আন্দোলনের বৃদ্ধি ও তা কতটা পরিণত হয়েছে সেই স্তরকে মূল্যায়ন করা

আপনি স্টেপস (STEPS) টুলকিট-টি ব্যবহার করলেও, আপনি এই প্রক্রিয়াটির মধ্য দিয়ে উঠে আসা আন্দোলনের বৃদ্ধি এবং তা কতটা পরিণত হয়েছে সেই স্তরটিও মূল্যায়ণ করতে পারেন। কারণ ঠিক যেমন যে মানুষরা এগুলি তৈরি করে এবং এতে অংশ নেয় তাদের মতোই আন্দোলনগুলি বৃদ্ধি পায়, পরিবর্তিত হয় এবং পরিণত হয় এবং কখনও কখনও তার ক্ষয় হয় এবং সেগুলি মারা যায়!স্বাস্থ্যকর আন্দোলন আমাদের মতো - তাদের শৈশব, কৈশোর, প্রাপ্তবয়স্কতা রয়েছে, সময়ের সঙ্গেই তা পরিণত হয় এবং তার প্রভাব বৃদ্ধি পায় এবং অনেকগুলি বৃদ্ধও হয় এবং শেষ পর্যন্ত মারা যায়। এটির কারণ আমরা আন্দোলন গঠনের ধাপগুলিতে যেমন দেখেছিলাম, আন্দোলনগুলি আসলে একটি চক্রের মধ্য দিয়ে যায় যা ক্রমাগত তাদের বোঝাপড়া, তাদের পরিবর্তনের অ্যাজেন্ডা এবং তাদের কৌশলগুলি গভীর করে তোলে যখন তারা সম্মিলিত কার্যপ্রণালী গ্রহণ করে এবং তাদের লাভ, ক্ষতি ও নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। এই প্রক্রিয়াতে, তাদের সদস্যপদ বৃদ্ধি পায়, পরিবর্তিত হয় বা কখনও কখনও তাদের অ্যাজেন্ডা ও কৌশলগুলি সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হওয়ায় তা কমেও যায়। এবং যতক্ষণ না এই চক্রটি চলতে থাকে, আন্দোলনগুলি স্থবির হয়ে যায় এবং মারা যায় কারণ তারা আর তাদের সদস্যদের কোনও উদ্দেশ্যের জন্য কাজ করে না। কখনও কখনও, অবশ্যই, আন্দোলনগুলি ম্লানও হয়ে যায় কারণ তারা সফল হয়েছে এবং তাদের আর প্রয়োজন নেই।

ভারত ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন এর ভালো উদাহরণ। অন্যান্য আন্দোলন মারা গিয়েছিল কারণ তারা পরাজিত হয়েছিল - যেমন নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন যা ত্রিশ বছরের শক্তিশালী আন্দোলন গঠন, লক্ষ লক্ষ মানুষের এবং জাতীয় আন্তর্জাতিক উভয় স্তরে অবিশ্বাস্যরকম সমর্থন থাকা সত্ত্বেও পশ্চিম ভারতে সরদার সরোবর বাঁধ নির্মাণ আটকাতে ব্যর্থ হয়েছিল।

বিশ্বজুড়ে একাধিক আন্দোলনের চর্চার ফলে দেখা গেছে যে আন্দোলনের বৃদ্ধি এবং তা পরিণত হওয়ার অনেকগুলি পর্যায় রয়েছে এবং প্রতিটি পর্যায়ের কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এগুলি খুলে দেখা দরকারি, কারণ তারা আমাদের নিজেদের আন্দোলনগুলি, সেগুলি কোন পর্যায়ে রয়েছে তা যাচাই করার জন্য আমাদের কিছু নির্ণায়ক দেয় এবং আমাদের আন্দোলনকে শক্তিশালী ও পরিণত করার জন্য আমাদের কী করা উচিত তা সম্পর্কে কিছু সূত্র সরবরাহ করে। এই চারটি চার্ট আমাদের আন্দোলনের বৃদ্ধি এবং পরিণত হওয়ার চারটি স্তরের কয়েকটি মূল বৈশিষ্ট্য দেখায়। এগুলি সহজভাবে আমাদের যাত্রাপথের একটি মানচিত্র দেয় যা আমাদের বুঝতে সাহায্য করে আমরা কোথায় আছি ও আমরা কোথায় যেতে চাইতে পারি – অথবা কোথায় যাওয়া থেকে নিজেদের থামাতে পারি।

স্তর ১
আন্দোলন তৈরি হচ্ছে

- যে সমস্যাগুলি/অন্যায়গুলির মোকাবেলা করা দরকার তা চিহ্নিত করা হয়েছে
- প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ মূল নেতা/সদস্যরা রয়েছেন
- ক্ষতিগ্রস্ত মানুষেরা একত্রিত হচ্ছেন, তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বিষয়টির সঙ্গে যুক্ত পরিচয়ের একটি নতুন বোধ উঠে আসছে
- বিষয়গুলি/অন্যায়গুলি বিশ্লেষণ করা হচ্ছে, মূল কারণগুলি চিহ্নিত করা হচ্ছে এবং প্রাথমিক লক্ষ্যগুলি/পরিবর্তনের অ্যাজেন্ডা উঠে আসছে
- ক্ষতিগ্রস্ত মানুষেরা কিছু সুসংবদ্ধ উপায়ে নিয়মিত একত্রিত হচ্ছেন
- পরিবর্তনের কিছু প্রাথমিক কার্যপ্রণালী প্রয়োগ করে দেখা হচ্ছে

স্তর ২
উদীয়মান আন্দোলন

- মজবুত এবং দীর্ঘমেয়াদী সদস্যপদের ভিত্তি, এবং তাদের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে এমন অবিচারগুলি সম্পর্কে সদস্যদের বেশি মাত্রায় সচেতনতা থাকা
- আন্দোলনটি তার সদস্যদের আলোচনা করার জন্য আরও স্পষ্ট কাঠামো তৈরি করছে
- পরিবর্তনের কৌশলগুলি বিবর্তিত হচ্ছে এবং অ্যাজেন্ডা দীর্ঘমেয়াদী হয়ে উঠছে এবং অন্যায়ের আরও গভীর শিকড়ে পৌঁছচ্ছে
- আন্দোলনের নেতৃত্বের নতুন স্তর এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও আন্দোলন পরিচালনার সুস্পষ্ট ব্যবস্থা উঠে আসছে
- আন্দোলনটি এখন বাইরের জোটসঙ্গীদের কাছে পৌঁছচ্ছে, যারা এই কারণটি সমর্থন করে বা যাদের একই রকম পরিবর্তনের অ্যাজেন্ডা রয়েছে
- আন্দোলনটি দৃশ্যমান প্রভাব তৈরি করছে: সামাজিক মনোভাব, জনমত, নীতি, আইন, তাদের নিজস্ব সম্প্রদায় ইত্যাদির উপর
- ফলস্বরূপ, আন্দোলনটি নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ও বাধা-বিপত্তির মুখোমুখিও হতে শুরু করেছে

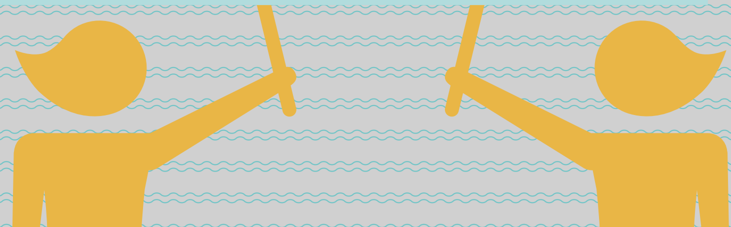

স্তর ৩

পরিণত আন্দোলন

- শক্তিশালী এবং দীর্ঘমেয়াদী (তবে স্থির নয়) সদস্যপদের ভিত্তি যা সচেতনভাবে আন্দোলনের সাথে শনাক্ত করে
- শক্তিশালী স্বায়ত্তশাসিত সাংগঠনিক এবং পরিচালন কাঠামো
- বিস্তৃত এবং গভীর নেতৃত্ব
- জটিল কৌশল, দীর্ঘমেয়াদী আন্দোলন কর্মসূচী
- গভীর এবং গতিশীল রাজনৈতিক বিশ্লেষণ, কৌশল এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তন অ্যাজেন্ডা
- রাষ্ট্র এবং অ-রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ভূমিকা নিতে পারে এমন ব্যক্তিদের উপর এবং বৃহত্তর সমাজে উচ্চ পরিমাপযোগ্য প্রভাব
- আন্দোলনটি একইসঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী জোটসঙ্গী তৈরি করেছে এবং কিছু শত্রুও জুটিয়েছে!

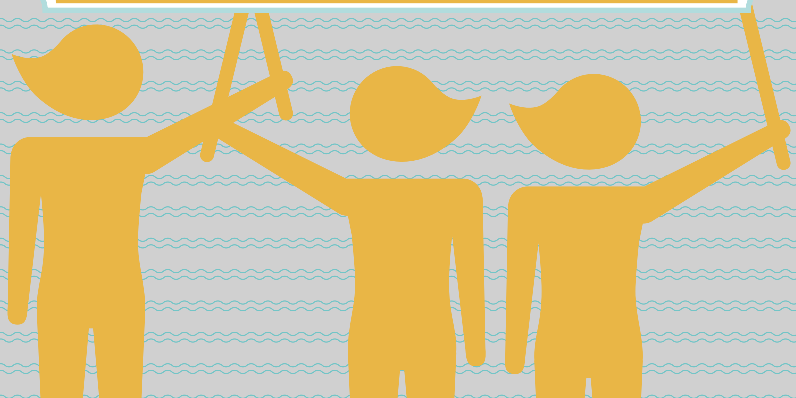

স্তর ৪

স্থবির/মৃতপ্রায় আন্দোলন

- স্থবির বা পড়ন্ত সদস্যপদের ভিত্তি
- আন্দোলনের পরিবর্তনের অ্যাজেন্ডা অপরিবর্তনীয় হয়ে গেছে, প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে
- আন্দোলনের কৌশলগুলি বাসি, এবং এর প্রভাব সীমিত বা হ্রাসমান
- আন্দোলনটি পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক/অর্থনৈতিক/সামাজিক পরিবেশ এবং নতুন চ্যালেঞ্জগুলিতে সাড়া দিতে অক্ষম
- এই সমস্ত সমস্যা প্রায়শই দেখা যায় কারণ একটি অনমনীয় নেতৃত্বের ব্যবস্থা রয়েছে যা নতুন মানুষ এবং নতুন ধারণা, স্বরকে দূরে রাখে
- অন্যান্য নতুন আন্দোলন উঠে এসেছে এবং মানুষকে টেনে নিয়েছে, কারণ তাদের কাছে আরও আকর্ষণীয়, সময়োচিত বিষয়, কৌশল এবং নেতৃত্ব রয়েছে

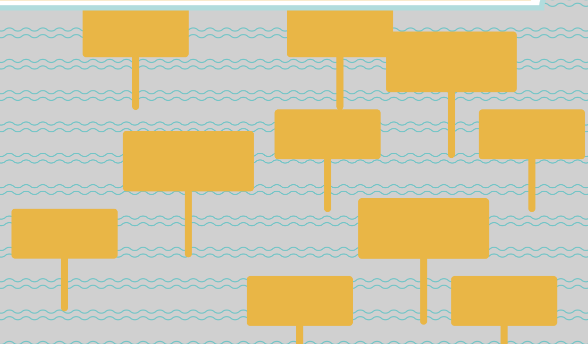

আন্দোলন গড়ার চারটি পর্যায়: দ্য জাস ফ্রেমওয়ার্ক

আন্দোলনের বৃদ্ধির পর্যায়গুলি দেখার আর একটি উপায় - দ্য জাস[8] ফ্রেমওয়ার্কটি[9] ব্যবহার করা

[8] www.justassociates.org
[9] https://werise-toolkit.org

আসুন আমরা এই চারটি পদক্ষেপগুলি কী বিষয়ক এবং কীভাবে সেগুলি আমাদের পূর্ববর্তী চিত্রের পদক্ষেপগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে তা বিশ্লেষণ করি:

১ রাইজিং আপ (জেগে ওঠা) **(আন্দোলনের পদক্ষেপের চিত্রে পদক্ষেপ ১-৪)** - যখন কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠী অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের, সঙ্কল্পবদ্ধ নেতৃত্ব যা অন্যদের সঙ্গে একত্রিত হওয়ার ও আলোচনার পরিসর তৈরি করে নেয়, তা গড়ে তোলার এবং পরিবর্তনের জন্য প্রাথমিক অ্যাজেন্ডা তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেয়

২ বিল্ডিং আপ (গড়ে তোলা) **(আন্দোলনের পদক্ষেপের চিত্রে পদক্ষেপ ৫ আর ৬)** অন্তর্ভুক্ত করে পরিবর্তনের অ্যাজেন্ডাটিকে কেন্দ্র করে অন্যায় দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত বৃহত্তর সংখ্যক মানুষকে সচল ও সংগঠিত করা এবং কার্যপ্রণালীর অগ্রাধিকার ও কৌশলগুলি চিহ্নিত করা

৩ স্ট্যান্ডিং আপ (রুখে দাঁড়ানো) **(পদক্ষেপ ৭,৮,৯ আর ১০)** হল আন্দোলনের সদস্যরা যখন পরিবর্তনের জন্য কাজ শুরু করে, এটা বোঝায় যে আন্দোলনটি গুরুতর ও সংগঠিত এবং তার লক্ষ্যগুলি অর্জনে পদক্ষেপ নিতে সক্ষম এবং এই প্রক্রিয়াটিতে কিছু অর্জন করবে, কিছুটা নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হবে, এবং আরও সমর্থক এবং সদস্য সংগ্রহ করবে

৪ শেকিং আপ (বিক্ষুব্ধ করা/ঝাঁকুনি দেওয়া) **(পদক্ষেপ ৯, ১১, ১২ আর ১৩)** - যখন কোনও আন্দোলন আসলেই 'সবকিছু ধরে ঝাঁকিয়ে দেয়' এক ধরনের প্রভাব ফেলার মাধ্যমে, সামাজিক রীতি, জনসাধারণের মনোভাব, ও আইন পরিবর্তন করে এবং আবার এগিয়ে যায় 'রুখে দাঁড়াতে', সঙ্গে নিয়ে পরিবর্তনের আরও গভীর অ্যাজেন্ডা।

প্রতিটি পর্যায়ে কী হওয়া উচিত ছিল তার কয়েকটি উদাহরণ এখানে দেওয়া হল:

রাইজিং আপ (জেগে ওঠা)

সমালোচনামূলক সচেতনতা এবং সাধারণ ভিত্তি তৈরি করা

অন্যায় দ্বারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্তরা কি তাকে শনাক্ত করতে পেরেছে, সমালোচনামূলকভাবে তাদের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে এবং তারা কী পরিবর্তন করতে চায় তা অন্বেষণ করতে তারা কি একত্রিত হতে শুরু করেছে?

বিল্ডিং আপ (গড়ে তোলা)

একই বিষয়, সংগঠন এবং নেতৃত্ব

ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের কি সংগঠিত করা হয়েছে বা তারা কি নিজেরা সংগঠিত হয়েছেন গোষ্ঠী বা সমষ্টিতে, যারা নিয়মিত দেখা করে? তারা যে বিষয়গুলি সবচেয়ে বেশি মোকাবেলা করতে চায় তা কি শনাক্ত করেছেন এবং তারা যে পরিবর্তনের সন্ধান করছেন তার জন্য কোনও নেতৃত্ব গড়ে তুলেছেন?

স্ট্যান্ডিং আপ (রুখে দাঁড়ানো)

একত্রিত হওয়া, জোট তৈরি ও কর্মসূচী

অন্যরা যারা এই সমস্যা/অবিচার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত তারা কি একত্রিত হয়েছেন? আন্দোলনকে সমর্থন করবে এমন অন্যান্য গোষ্ঠী এবং আন্দোলনের সাথে কি জোটবদ্ধতা তৈরি করা হয়েছে? আন্দোলন এবং এর সদস্যরা তাদের লক্ষ্যের দিকে কি সুদৃঢ় পদক্ষেপ নিয়েছে?

শেকিং আপ (বিক্ষুব্ধ করা/ঝাঁকুনি দেওয়া)

কৌশল, সমাধান এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব

আন্দোলনটি কি সুস্পষ্ট দীর্ঘমেয়াদী কৌশল এবং সমাধান গড়ে তুলেছে? আন্দোলনটি কি দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব অর্জন করেছে (উদাহরণস্বরূপ, নীতি, আইন, সরকারী কর্মসূচী, সম্প্রদায় বা বৃহত্তর সামাজিক মনোভাব এবং রীতিনীতির পরিপ্রেক্ষিতে)?

আপনি আরো জানতে ডাউনলোড করতে পারেন JASS We Rise movement building Tookit এবং আরো অনেক টুলকিট এখানে *https://werise-toolkit.org/en/toolkit*

৩.

আন্দোলনের শক্তি ও ক্ষমতার মূল্যায়ন কর

পরিশেষে, আমরা আমাদের আন্দোলনগুলির গতিবিধির উন্নয়ন বোঝার জন্য গ্লোবাল ফান্ড ফর উইমেন[10] দ্বারা তৈরি করা মুভমেন্ট ক্যাপাসিটি অ্যাসেসমেন্ট টুল (এমসিএটি) ব্যবহার করতে পারি। আমরা এই প্রাইমারে বর্ণিত পদ্ধতির সাথে সবচেয়ে ভালোভাবে কাজ করার জন্য টুলটি কিছুটা ব্যবহার করেছি এবং সুনির্দিষ্টভাবে এই টুলটির মনোনিবেশ ঘটিয়েছি *ইচ্ছাকৃত আন্দোলন গঠনের প্রক্রিয়াগুলিতে*।

এমসিএটি ব্যবহার করার জন্য, আন্দোলনের সদস্যদের দ্বারা মনোনীত এক দল মানুষ নিজেরাই – শুধুমাত্র নেতৃস্থানীয় বা আন্দোলন গড়ে তোলা কর্মীই নয়, আন্দোলনের বিভিন্ন স্তর এবং স্থানের প্রতিনিধিদেরও মূল্যায়নে অংশ নেওয়া উচিৎ। বাহ্যিক সংস্থাব/সহায়তা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনে প্রক্রিয়াটি সহজভাবে বোঝাতে করতে বা গাইড করতে অপর কোনও ব্যক্তিকে ব্যবহার করা যেতে পারে।

[10] https://www.globalfundforwomen.org/mcat/#download-tool

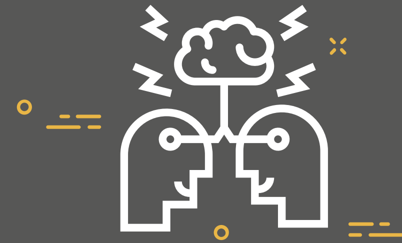

আদর্শভাবে, মূল্যায়নটি একটি সম্মিলিত অনুশীলন হিসাবে করা উচিত যেখানে সমস্ত অংশগ্রহণকারী একসাথে বসে, প্রতিটি বিবৃতি নিয়ে আলোচনা করে এবং প্রত্যেকটির জন্য স্কোর (নম্বর) সম্পর্কে একমত হয়। পর্যায়ক্রমে, প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলির জন্য ১ থেকে ৫(১ সর্বনিম্ন এবং ৫ সর্বোচ্চ) এর মধ্যে একটি স্কোর (নম্বর) দিতে পারে। যখন প্রত্যেকে নিজের স্বতন্ত্র স্কোরিং[11] বা নম্বর দেওয়া শেষ করবে, তখন একজন ব্যক্তি বা ছোট দল গড় স্কোরটি (নম্বর দেওয়া) দেওয়ার কাজটি করবে এবং দেখবে সাতটি মূল মাত্রার প্রত্যেকটির সাথে আন্দোলনটি কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।

[11] অর্থাৎ, স্কোরিং (নম্বর দেওয়ার) অনুশীলনে অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের সংখ্যার দ্বারা বিভক্ত সমস্ত স্কোর; উদাঃ, "নতুন নেতাদের উন্নয়ন ও সমর্থন করার জন্য সুস্পষ্ট পদ্ধতি রয়েছে" এর মোট স্কোর (নম্বর) ৩৬ এবং স্কোরিং (নম্বর দেওয়া) করা লোকের সংখ্যা ৯, তাহলে সেই সূচকটির গড় স্কোর (নম্বর) = ৪

মুভমেন্ট ক্যাপাসিটি অ্যাসেসমেন্ট টুল (আন্দোলনের ক্ষমতা মূল্যায়নের প্রক্রিয়া)

নীচের বিবৃতিগুলির নিরিখে আপনি কীভাবে আপনার আন্দোলন/যে আন্দোলনকে মূল্যায়ন করছেন তাকে নম্বর দেবেন? ১ = একদমই নয়; ২ = সামান্য; ৩ = কিছুটা; ৪ = বেশ কিছুটা; ৫ = খুবই বেশি

১.	শক্তিশালী, দীর্ঘমেয়াদী এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ তৃণমূল স্তরের ভিত্তি	গড় স্কোর
১.১	আন্দোলনের সদস্যপদ প্রতিনিধিত্ব করবে বিষয়টি দ্বারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর।	
১.২	আন্দোলনের অংশগ্রহণকারীরা বৈচিত্র্যপূর্ণ জনসংখ্যার প্রতিনিধিত্ব করে।	
১.৩	ব্যক্তি মানুষদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি গোষ্ঠী রয়েছে যারা এই আন্দোলন সমর্থন করার জন্য পদক্ষেপ নিতে ইচ্ছুক এবং প্রস্তুত।	
১.৪	এই আন্দোলনে ব্যক্তিদের অংশগ্রহণের জন্য বিভিন্ন সুযোগ রয়েছে।	
১.৫	বিষয়টিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা নিজেরাই নিজেদের কথা বলেন, সম্প্রদায়ের অন্যদের নেতৃত্ব দেন এবং পরিবর্তন প্রক্রিয়াটির মালিকানা পান।	

২.	বৈচিত্র্যপূর্ণ নেতৃত্ব যা পরবর্তী প্রজন্মের নেতাদের অন্তর্ভুক্ত করে
২.১	আন্দোলনটি স্ব-নেতৃত্বাধীন, মানে নেতৃত্ব এমন মানুষদের প্রতিনিধিত্ব করে যাদের পরিষেবা দেয় (উদাহরণস্বরূপ, প্রতিবন্ধী মহিলারা প্রতিবন্ধী ও অন্যান্য মহিলাদের সংগঠিত ও সহায়তা করেন বা রূপান্তরকামী মানুষেরা রূপান্তরকামী মানুষদের অধিকার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেন)।
২.২	সুস্পষ্ট পদ্ধতি(গুলি) রয়েছে নতুন নেতাদের বিকাশ ঘটানোর জন্য ও তাদের সাহায্য/সমর্থন করার জন্য, যাদের মধ্যে পড়েন পরবর্তী প্রজন্মের নেতরা ও বিষয়টিতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় থেকে আসা নেতারাও।
২.৩	একটা বড় ক্যাডার রয়েছে তরুণ নেতাদের যারা আন্দোলনে সক্রিয় এবং আন্দোলনে তরুণ নেতাদের অবদান স্বীকৃত।
২.৪	আন্দোলনের নেতৃত্ব তাদের সদস্যদের প্রয়োজন এবং নতুন দাবিগুলির ক্ষেত্রে উন্মুক্ত এবং কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য থাকে।

৩. ভাগ করে নেওয়া সম্মিলিত রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা

৩.১ আন্দোলনের সুস্পষ্ট দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য এবং দর্শন রয়েছে।

৩.২ এই আন্দোলনের কিছু নির্দিষ্ট স্বল্পমেয়াদী রাজনৈতিক অগ্রাধিকার রয়েছে।

৩.৩ সমস্যাগুলি নিয়ে সকলের মধ্যে এক ধরনের বোঝাপড়া আছে।

৩.৪ সমস্যাগুলির সম্ভাব্য সমাধানগুলি নিয়ে সকলের মধ্যে এক ধরনের বোঝাপড়া আছে।

৩.৫ যখন সুযোগ আসে তাদের লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে কাজ শুরু করার তখন আন্দোলনের সদস্যরা সমন্বিত উপায়ে দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানান।

৩.৬ আন্দোলনটি, আন্দোলনের মধ্যে বা তার বাইরের বিষয়গুলি (পুনরায়)গঠন এবং তাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে কার্যকর।

৪. পারস্পরিকভাবে শক্তি বৃদ্ধি করে এমন একাধিক কৌশল ব্যবহার

৪.১ ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীগুলি আন্দোলনের অ্যাজেন্ডা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করছে। কৌশলগুলির মধ্যে তৃণমূল স্তরের মানুষদের জড়ো করা, জনসচেতনতা গড়ে তোলা, তাদের নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যে কার্যপ্রণালী পরিবর্তন, তাদের সদস্যদের পরিষেবা প্রদান, নীতি বিশ্লেষণ, সচেতনতামূলক প্রচার, তদবির, মামলা মোকদ্দমা, গবেষণা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

৪.২ ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীদের ব্যবহার করা পৃথক কৌশলগুলি সমন্বিত উপায়ে আন্দোলনের অ্যাজেন্ডাকে সমর্থন করে।

৪.৩ এক ধরনের সমন্বিত প্রচেষ্টা রয়েছে কৌশলের উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে অবগত করানোর জন্য প্রমাণ তৈরিতে যা কাজে লাগে।

৪.৪ আন্দোলনটি আলাদা আলাদা শ্রোতা এবং তাদের নিজেদের সদস্যদের সাথে যোগাযোগের জন্য উপযুক্ত প্রযুক্তি এবং গণমাধ্যম ব্যবহারে কার্যকর।

৫. শক্তিশালী সিদ্ধান্ত গ্রহণের এবং সমর্থনের কাঠামো যার অন্তর্ভুক্ত শক্তিশালী অ্যাঙ্কর (দিকনির্দেশকারী) সংস্থা এবং কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাঠামো এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা

৫.১ সদস্যদের ও তাদের গোষ্ঠীগুলির পর্যাপ্ত সুযোগ রয়েছে সঙ্গীদের থেকে শেখা এবং যৌথ পরিকল্পনার জন্য।

৫.২ সদস্যদের দ্বারা তৈরি এমন সংস্থা বা প্রক্রিয়া রয়েছে নিরন্তর আন্দোলনের সদস্যদের সঙ্গে সমন্বয় ও যোগাযোগ করে।

৫.৩ একটি স্পষ্ট এবং স্বচ্ছ সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া রয়েছে যার সম্বন্ধে সমস্ত সদস্য সচেতন এবং এতে অংশ নিতে পারে।

৫.৪ যদি আন্দোলনটি বিভিন্ন স্তরে একাধিক সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত হয়, তাহলে এমন স্বীকৃত সহায়ক সংস্থা/রিসোর্স পার্সন (সংস্থান ব্যক্তি) থাকে যারা দরকার হলে আন্দোলনের মধ্যে থাকা ছোট সংস্থাগুলির যথাযথ সক্ষমতা তৈরি করে দেয়।

৫.৬ এমন স্বীকৃত সংস্থা বা জোট রয়েছে যা এই আন্দোলনের জন্য তহবিল এবং অন্যান্য সম্পদ যোগাড় করা, পরিচালনা এবং বন্টনে কার্যকর।

৬. মহিলাদের মানবাধিকার রক্ষাকারীদের শক্তিশালী সম্মিলিত ক্ষমতা এবং তাদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য তাদের আন্দোলন

৬.১ মানবাধিকার রক্ষাকারীদের বিরুদ্ধে হিংসা মোকাবেলায় যথাযথ এবং তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা নেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

৬.২ এই আন্দোলন এমন কৌশলগুলি পরিকল্পনা করেছে যা এর নেতাদের, কর্মীদের এবং সদস্যদের ঝুঁকি মাপতে পারে (জন পরিসরে/অনুষ্ঠানগুলিতে, অফিসে/সভা করার জায়গাগুলিতে, এবং তাদের বাড়ীতে) এবং এর সদস্যদের শারীরিক সুরক্ষা নিশ্চিত করে।

৬.৩ এই আন্দোলনটি ডিজিটাল সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য তার সদস্যদের বোঝাপড়া এবং কৌশল তৈরি করেছে।

৬.৪ এই আন্দোলনটি তার সদস্য, কর্মী ও নেতাদের বিশ্রাম, নিরাময় এবং শারীরিক ও মানসিক সুস্থতাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে ও তার জন্য নিবেদিত ব্যবস্থা তৈরি করেছে।

৭. মহিলাদের অধিকার নিয়ে কাজ করা গোষ্ঠী এবং অন্যান্য সামাজিক ন্যায়বিচারের গোষ্ঠীর সঙ্গে শক্তিশালী সমন্বয়

৭.১ আন্দোলনটি মহিলাদের অধিকার, সামাজিক ন্যায়বিচার নিয়ে কাজ করা সংগঠনগুলি এবং একই লক্ষ্যে কাজ করা অন্যান্য আন্দোলনগুলির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সমন্বয় তৈরি করে।

৭.২ এই আন্দোলন অ্যাজেন্ডাটি এগিয়ে নেওয়ার জন্য সামাজিক ন্যায়বিচার এবং মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলির কাছ থেকে দৃঢ় সমর্থন লাভ করে।

৭.৩ এই আন্দোলনটি স্থানীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক স্তরে অন্যান্য সামাজিক ন্যায়বিচার এবং মহিলাদের অধিকার আন্দোলনের কাছ থেকে শিখতে, সেগুলিকে সমর্থন ও সহযোগিতা করার জন্য পর্যাপ্ত সময় এবং পরিসর তৈরি করে।

আমাদের আন্দোলনের ক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতা এবং আমাদের আন্দোলন নির্মাণের কাজের মূল্যায়ন করা জরুরি কিন্তু এটির জন্য কোনও সঠিক হাতিয়ার নেই। আপনি উপরের যেকোনও প্রক্রিয়াকে আপনার নির্দিষ্ট আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রহণ বা সংশোধন করতে পারেন, বা আপনার সৃজনশীলতা, অভিজ্ঞতা এবং চিন্তাভাবনাগুলি ব্যবহার করতে পারেন উন্নয়ন ও পরীক্ষা-নীরিক্ষার জন্য আপনার নিজস্ব মূল্যায়নের পদ্ধতি ও হাতিয়ারগুলির সঙ্গেই। কিন্তু যদিও আপনি এটি করতে চান তবুও আমাদের আন্দোলনগুলি মূল্যায়নের জন্য একটু থেমে পিছু হটা আবশ্যক - আমরা আমাদের প্রতিদিনের আন্দোলন কর্মসূচী নিয়ে এতটাই ব্যস্ত থাকতে পারি না যে আমরা কোথায় আছি বা কোথায় যাচ্ছি তা দেখতেই পাব না।

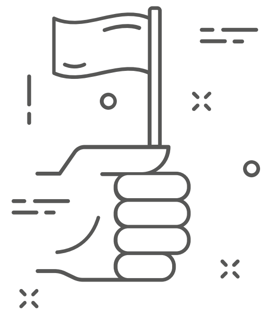

কারণ আন্দোলন - এবং আন্দোলন নির্মাতারা - যারা সময় বিশেষে একটু থেমে পিছু হটতে, তাদের অগ্রগতি এবং তাদের গতিবিধি সমালোচনামূলকভাবে মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হন, তাদের ক্ষয়ে যাওয়ার, দিকনির্দেশ হারানোর এবং ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এবং যদি তা হয় তবে তারা যে গভীর প্রভাব এবং রূপান্তর অর্জন করতে চেয়েছেন তা তৈরি করতে ব্যর্থ হবে!

শ্রীলতা বাটলিওয়ালা

শ্রীলতা বাটলিওয়ালা, বর্তমানে CREA (ক্রিয়েটিং রির্সোসেস ফর এমপাওয়ারমেন্ট ইন অ্যাকশন) (www.creaworld.org) - একটি আর্ন্তজাতিক সংস্থা, যা লিঙ্গ পরিচিতি, যৌনতা ও মানবাধিকারের আন্তঃসংযোগ বিষয়ে কাজ করে – তার বরিষ্ঠ পরামর্শদাতা **(সিনিয়র অ্যাডভাইসর)** এবং **নলেজ বিল্ডিং** এবং **জেন্ডার অ্যাট ওয়ার্ক** (www.creaworld.org) – লিঙ্গ পরিচিতি বিষয়ক কাজের বিশেষজ্ঞদের একটি আর্ন্তজাতিক সংগঠন – যা সমতা ও অর্ন্তভুক্তির সংস্কৃতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন সংগঠনকে সহায়তা করে – তার বরিষ্ঠ সহকারী **(সিনিয়র অ্যাসোসিয়েট)** হিসাবে নিযুক্ত আছেন। তার বর্তমান কাজের কেন্দ্রবিন্দু হল চর্চা/অনুশীলন থেকে জ্ঞান নির্মাণ, এবং তরুণ আন্দোলনকর্মী ও সামাজিক ন্যায় সংগঠনগুলির ক্ষমতা গড়ে তোলা যাতে নারীবাদী আন্দোলন গড়ে তোলা ও নারীবাদী নেতৃত্বের মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়ের নারীবাদী দর্শনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।

বিগত চার দশক ধরে, শ্রীলতার কাজ বিস্তৃত হয়েছে তৃণমূল স্তরে আন্দোলন, প্রান্তিক তৃণমূল মহিলাদের আন্দোলন গড়ে তোলা, গবেষণা ও জ্ঞানচর্চার কাজ, নীতি বিষয়ক সচেতনতামূলক প্রচার, অনুদান তৈরি এবং বিশ্বজুড়ে তরুণ মহিলা কর্মীদের ক্ষমতা বৃদ্ধি। নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত তিনি ভারতে তৃণমূল স্তরের কাজকর্মে কুড়ি বছরেরও বেশি সময় ধরে জড়িত ছিলেন, যেখানে তিনি বিরাট মাপের নারী আন্দোলন গড়ে তুলতে সহায়তা করেছিলেন যা, আর্থ-সামাজিকভাবে সবচেয়ে বেশি প্রান্তিক কয়েক হাজার গ্রামীণ ও শহুরে মহিলাকে সক্রিয় করেছিল ও তাদের ক্ষমতায়ণ ঘটিয়েছিল, যাদের বাস মুম্বাইতে(বোম্বে) বস্তিবাসী সম্প্রদায়ে এবং দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক রাজ্যের পিছিয়ে থাকা জেলাগুলিতে।

তারপরে, তিনি আন্তর্জাতিকভাবে কাজ করেছিলেন - **ফোর্ড ফাউন্ডেশন**, নিউ ইয়র্কের সিভিল সোসাইটি প্রোগ্রাম অফিসার হিসেবে (১৯৯৭-২০০০) , **হার্ভার্ড** বিশ্ববিদ্যালয়ের হউসার সেন্টার ফর নন প্রফিট অর্গানাইজেশন (২০০০-২০০৭)-এর রিসার্চ ফেলো, এবং ২০০৮-২০১৬ সাল পর্যন্ত **AWID** (অ্যাসোসিয়েশন ফর উইমেন'স রাইটস ইন ডেভলপমেন্ট)-এ অ্যাসোসিয়েট স্কলার হিসাবে। তিনি বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় স্তরের মহিলাদের অধিকার এবং উন্নয়ন সংস্থার বোর্ড সদস্য হিসাবে কাজ করেছেন।

শ্রীলতা নারীদের বহু বিষয় নিয়ে ব্যাপকভাবে লিখেছেন এবং প্রকাশ করেছেন এবং নারীদের ক্ষমতায়ন, নারীদের আন্দোলন, নারীবাদী নেতৃত্ব এবং তদারকি ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নারীবাদী পদ্ধতির বিষয়ে তাঁর কাজের জন্য তিনি সবচেয়ে বেশি পরিচিত। তার সাম্প্রতিক প্রকাশনাগুলি (i) *All About Power* ('যা কিছু ক্ষমতা সম্পর্কীয়'), আন্দোলনকর্মীদের জন্য একটি প্রাইমার; (ii) *Engaging with Empowerment - An Intellectual and Experimental Journey* (Women Unlimited 2004 and eBook version 2015), তাঁর গত কুড়ি বছরের লেখার একটি সংগ্রহ।

শ্রীলতা দুটি জায়গার বাড়িতে বসবাসের জন্য যাতায়াত করেন – বেঙ্গালুরু এবং দক্ষিণ ভারতের নীলগিরি পাহাড় অঞ্চলে এবং তার চার নাতি-নাতনীর কাছে কাছে তিনি একজন সক্রিয় নারীবাদী দিদা!

CREA

২০০০ সালে প্রতিষ্ঠিত, CREA ভারতের নতুন দিল্লিতে অবস্থিত **একটি নারীবাদী মানবাধিকার সংগঠন**। এটি সেই কয়েকটি মাত্র আর্ন্তজাতিক নারী অধিকার সংগঠনগুলির মধ্যে একটি, যেটি গ্লোবাল সাউথ-এ অবস্থিত ও দক্ষিণ দেশীয় নারীবাদীদের নেতৃত্বে পরিচালিত, যা তৃণমূল স্তরে ও জাতীয়, আঞ্চলিক ও আর্ন্তজাতিক স্তরে কাজ করে।

CREA একটি **ন্যায়বিচার ও শান্তিপূর্ণ বিশ্বের কল্পনা করেন**, যেখানে প্রত্যেকে মর্যাদা, সম্মান এবং সমতার সঙ্গে বাস করবেন। CREA নারীবাদী নেতৃত্ব গড়ে তোলে, নারীদের মানবাধিকারকে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং সকলের যৌনতা ও প্রজননমূলক স্বাধীনতার প্রসার ঘটায়।

টীম

চূড়ান্ত সম্পাদনা : বিশাখা দত্ত
পৃষ্ঠা পরিকল্পনা : রুপিন্দর কৌর - ডালচিনি
মুদ্রিত : জি.আর. প্রিন্টিং প্রেস

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

CREA কৃতজ্ঞতা জানায় এই পুস্তিকাটি প্রকাশনায় - গ্লোবাল ফান্ড ফর উইমেন-এর উদার সহায়তার জন্য।

AWID (অ্যাসোসিয়েশন ফর উইমেন'স রাইটস ইন ডেভলপমেন্ট)-কে, যারা নারীবাদী আন্দোলনগুলির ভাবনা ও চর্চার উপরে লেখকের পূর্ববর্তী কাজ, যা রয়েছে এই প্রাইমার-এর মূলে তাকে সহায়তা দিয়েছেন।

বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা নারীবাদী আন্দোলন নির্মাণকারী ও চিন্তকদের যাঁদের লড়াই ও চিন্তাভাবনা এই প্রাইমার-এ প্রচুর অবদান রেখেছে।

CREA'র ফেমিনিস্ট লিডারশিপ, মুভমেন্ট বিল্ডিং অ্যান্ড রাইটস্ ইনস্টিটিউটস (২০০৮-২০১৭)-এর অংশগ্রহণকারীদের যাদের কৌতুহল, প্রশ্ন ও অন্তর্দৃষ্টি লেখককে সহায়তা করেছে এই প্রাইমারে যে ভাবনা ও বিশ্লেষণগুলি ধরা হয়েছে সেগুলির বিকাশে ও স্পষ্ট করে তুলতে।

অনুবাদক: সুদীপ্তা মুখোপাধ্যায়, sudimukho@gmail.com
পর্যালোচক: সুদর্শনা চক্রবর্তী, chakraborty.darshana@gmail.com